গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

কর নীতি উইং

আয়কর পরিপত্র ২০২৬-২০২৭

২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে
আয়করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	২০২৬-২০২৭ হইতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য প্রযোজ্য করহার	১
১.১	স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ২০২৮-২০২৯ এবং ২০২৯-২০৩০ করবর্ষের জন্য করহার	১
১.২	স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের জন্য করহার	৩
১.৩	স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের জন্য করহার	৪
১.৪	ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, কৃত্রিমসত্তা, ট্রাস্ট, সমবায় সমিতিসহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৬-২০২৭ হতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য করহার	৬
১.৫	কোম্পানির জন্য ২০২৬-২০২৭ হতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য করহার	৭
১.৬	২০২৬-২০২৭ হইতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য সারচার্জের হার	৮
১.৭	২০২৬-২০২৭ হইতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য পরিবেশ সারচার্জের হার	৯
১.৮	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য কর রেয়াত	১১
১.৯	বিশেষ সারচার্জ	১১
২	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ আনীত সংশোধনসমূহ	১২
২.১	"ক্ষতি" শব্দের পরিবর্তে "লোকসান" শব্দের ব্যবহার	১২
২.২	"আয়কর" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	১২
২.৩	"উপকর কমিশনার" এর সংজ্ঞা সংশোধন	১৩
২.৪	"কর" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	১৩
২.৫	"করদিবস" এর সংজ্ঞা সংযোজন	১৩
২.৬	"কর নির্ধারণ" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন:	১৪
২.৭	"কাঁচামাল" এর সংজ্ঞা সংযোজন	১৫
২.৮	"কোম্পানি" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন:	১৫

২.৯	"ডেভেলপার (Developer)" এর সংজ্ঞা সংযোজন	১৬
২.১০	"পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	১৭
২.১১	"প্রধান কর্মকর্তা" এর সংজ্ঞা বিলুপ্তকরণ	১৮
২.১২	"বেসরকারি ইনস্টিটিউট" এর সংজ্ঞা সংযোজন	১৮
২.১৩	"ব্যক্তি (Person)" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	১৯
২.১৪	"ব্যক্তিসংঘ (Association of Persons, AOP)" এর সংজ্ঞা সংযোজন	২০
২.১৫	"মুখ্য কর্মকর্তা (Principal Officer)" এর সংজ্ঞা সংযোজন	২০
২.১৬	"মূলধনি পরিসম্পদ (Capital Asset)" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	২১
২.১৭	"রপ্তানি" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন	২১
২.১৮	"রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ" এর সংজ্ঞা বিলুপ্তকরণ	২২
২.১৯	"লভ্যাংশ" এর সংজ্ঞা সংশোধন	২৩
২.২০	"সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Associate Enterprise, AE)" এর সংজ্ঞা সংযোজন	২৪
২.২১	সারচার্জ এর সংজ্ঞা সংযোজন	২৫
২.২২	সেট-এ সাইট এর সংজ্ঞা সংযোজন	২৫
২.২৩	"স্থায়ী স্থাপনা (Permanent Establishment)" এর সংজ্ঞা সংশোধন	২৬
৩	আয়কর কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন	২৭
৪	আয়কর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি এবং অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৮ এর সংশোধন	২৭
৫	কর ধার্যকরণ সংক্রান্ত আয়কর আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন	২৭
৬	অতিরিক্ত কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা ১৯ এর সংশোধন	২৮
৭	সংরক্ষিত আয় (retained earnings), সঞ্চিতি (reserve), উদ্বৃত্ত (surplus), ইত্যাদির উপর কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন	২৮
৮	স্টক লভ্যাংশের উপর কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা ২৩ এর প্রতিস্থাপন	২৯

৯	বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত বলিয়া গণ্য আয় সংক্রান্ত ধারা ২৭ এর সংশোধন	২৯
১০	আয়ের খাতসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৩০ এর সংশোধন	৩০
১১	চাকরি হতে আয় সংক্রান্ত আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন	৩০
১২	সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ৩৫ এর সংশোধন	৩০
১৩	ভাড়া হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৩৬ এর সংশোধন	৩১
১৪	মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৩৭ প্রতিস্থাপন	৩২
১৫	'বিশেষ ভাড়া হইতে আয়' পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৩৯ এর সংশোধন	৩৩
১৬	কৃষি হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৪০ এর সংশোধন	৩৭
১৭	উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত বিধিবিধান পরিপালন না করার ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপন	৩৮
১৮	'ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়' সংক্রান্ত ধারা ৪৫ এর সংশোধন	৩৯
১৯	ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৪৬ এর সংশোধন	৩৯
২০	সুদ বা মুনাফার বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫২ এর সংশোধন	৪৪
২১	সুদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সীমা সংক্রান্ত ধারা ৫৩ এর সংশোধন	৪৪
২২	কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ৫৫ এর সংশোধন	৪৫
২২.১	ব্যবসা ও পেশা হতে আয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর প্রযোজ্যতা স্পষ্টীকরণ	৪৫
২২.২	অংশ ৭ এর বিধান পরিপালন না হলে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া	৪৫
২২.৩	পারকুইজিট বাবদ প্রদত্ত অর্থের অনুমোদনযোগ্য সীমা	৪৫
২২.৪	আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ অনুমোদনযোগ্য সীমা	৪৬
২২.৫	ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রি স্যাম্পল বিতরণ বাবদ অনুমোদনযোগ্য সীমা	৪৬
২২.৬	বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সীমা	৪৬

২৩	ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধে ব্যর্থতায় কর আরোপণ সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর প্রতিস্থাপন	৪৭
২৪	মূলধনী আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫৮ এর সংশোধন	৫১
২৪.১	ডেভেলপারের সঙ্গে বিশেষায়িত চুক্তির মাধ্যমে বা চুক্তির বাইরে প্রাপ্ত সুবিধার উপর কর নির্ধারণ	৫১
২৪.২	ব্যক্তিগত মূল্যবান সম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মুনাফার কর নির্ধারণ	৫৩
২৫	মূলধনী আয় নির্ধারণে অন্যান্য বিষয়াবলি সংক্রান্ত ধারা ৬১ এর সংশোধন	৫৩
২৬	অন্যান্য উৎস হতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬৬ এর সংশোধন	৫৫
২৭	অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৬৭ এর সংশোধন	৫৫
২৮	ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানা সংক্রান্ত ধারা ৭০ এর সংশোধন	৫৬
২৯	হিসাব, দলিল, বিল-ভাউচার, ইত্যাদি সংরক্ষণের মেয়াদ ও পদ্ধতি সংক্রান্ত নতুন ধারা ৭২ক এর সন্নিবেশ	৫৮
৩০	কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ৭৩ এর প্রতিস্থাপন	৫৯
৩১	দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ৭৪ এর সংশোধন	৬১
৩২	কতিপয় বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত সংক্রান্ত ধারা ৭৮ এর সংশোধন	৬১
৩৩	সমবায় সমিতির কতিপয় আয়ের অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৭৯ এর সংশোধন	৬৩
৩৪	অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৮৪ এর সংশোধন	৬৩
৩৫	স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৭ এর সংশোধন	৬৩
৩৬	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর, টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৮ এর বিলোপ	৬৪
৩৭	ভাড়া হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৯ এর সংশোধন	৬৪

৩৮	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১১ এর সংশোধন	৬৪
৩৯	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১২ এর সংশোধন	৬৫
৪০	স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়ে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত নতুন ধারা ১১২ক এর সংযোজন	৬৫
৪১	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৪ এর সংশোধন	৬৫
৪২	লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৭ এর সংশোধন	৬৬
৪৩	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৮ এর সংশোধন	৬৬
৪৪	অনিবাসীদের আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১১৯ এর সংশোধন	৬৬
৪৫	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১২৪ এর সংশোধন	৬৭
৪৬	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৫ এর সংশোধন	৬৮
৪৭	ইট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩০ এর সংশোধন	৬৯
৪৭.১	ইটভাটার ধরন অনুযায়ী অগ্রিম করের হার	৬৯
৪৭.২	অগ্রিম কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণ	৭০
৪৭.৩	লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের সঙ্গে আয়কর পরিশোধের সংযোগ স্থাপন	৭০
৪৭.৪	ব্যাখ্যা	৭০
৪৮	খুচরা বিক্রেতার নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩০ক এর সন্নিবেশ	৭০
৪৯	ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩১ এর সংশোধন	৭৩
৫০	নিবন্ধিত ক্লাবের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৭ক এর সন্নিবেশ	৭৩

৫১	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৮ এর সংশোধন	৭৪
৫২	বেসামরিক আকাশযান হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৮ক সন্নিবেশ	৭৬
৫৩	সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৪০ এর সংশোধন	৭৭
৫৪	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ ও যাচাইকরণ সংক্রান্ত ধারা ১৪৭ এর সংশোধন	৭৮
৫৫	মোটরযান মালিকগণের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ এর সংশোধন	৭৮
৫৬	আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকগণের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ক এর সন্নিবেশ	৮০
৫৭	অগ্রিম কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৫৪ এর সংশোধন	৮১
৫৮	অগ্রিম করের পরিমাণ এবং তাহা পরিশোধের সময় সংক্রান্ত ধারা ১৫৫ এর সংশোধন	৮১
৫৯	অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয় সংক্রান্ত ধারা ১৬২ এর সংশোধন	৮২
৬০	আয়কর আইনের অংশ-৮ এর শিরোনাম পরিবর্তন	৮২
৬১	ন্যূনতম কর সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৬৩ এর প্রতিস্থাপন	৮২
৬২	উৎসে অধিক বা কম কর্তিত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ১৬৪ এর বিলোপ	৮৯
৬৩	রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৬ এর সংশোধন	৯০
৬৪	পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৭ এর সংশোধন	৯০
৬৫	জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৮ এর সংশোধন	৯১
৬৬	রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৬৯ এর সংশোধন	৯১
৬৭	রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা সংক্রান্ত ধারা ১৭০ এর প্রতিস্থাপন	৯২
৬৭.১	স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF) করদাতার রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা	৯২
৬৭. ২	স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF) ব্যতীত, অন্যান্য করদাতার রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা	৯৩
৬৭. ৩	সরকারি ছুটির ক্ষেত্রে পরবর্তী কর্মদিবস গণ্য হওয়ার বিধান	৯৩

৬৮	রিটার্ন দাখিল পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ১৭০ক এর সন্নিবেশ	৯৬
৬৯	রিটার্ন দাখিলের সময় ও আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৭১ এর সংশোধন	৯৭
৭০	আয়কর আইনের ধারা ১৭২ এর উপান্তটিকাসহ প্রতিস্থাপন	৯৮
৭১	রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা ইহার পূর্বে কর ও সারচার্জ পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৭৩ এর সংশোধন	৯৯
৭২	ধারা ১৭৪ এর উপান্তটিকাসহ প্রতিস্থাপন	১০০
৭৩	সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি বিষয়ক ধারা ১৭৫ এর প্রতিস্থাপন	১০২
৭৪	অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ১৭৬ এর সংশোধন	১০৩
৭৫	উৎসে করের রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৭৭ এর সংশোধন	১০৪
৭৬	স্বনির্ধারণী সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৮০ এর সংশোধন	১০৪
৭৭	উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৩ এর সংশোধন	১০৫
৭৮	সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৪ এর প্রতিস্থাপন	১০৬
৭৯	সাময়িক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৫ এর সংশোধন	১০৭
৮০	ফার্মের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৮ এর সংশোধন	১০৭
৮১	উত্তরাধিকারী নতুন ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৯ এর সংশোধন	১০৭
৮২	মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯০ এর সংশোধন	১০৮
৮৩	বন্ধ ব্যবসার ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯১ এর সংশোধন	১০৮
৮৪	বাংলাদেশ ত্যাগকারী স্বাভাবিক ব্যক্তির কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯৩ এর সংশোধন	১০৯
৮৫	স্পটে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯৫ এর সংশোধন	১০৯
৮৬	কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ১৯৭ এর সংশোধন	১০৯
৮৭	ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২০০ক এর সংযোজন	১১১

৮৮	জরিপের ক্ষমতা সংক্রান্ত আইনের ধারা ২০৫ এর সংশোধন	১১১
৮৯	তল্লাশি ও জব্দ করবার ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ২০৬ এর সংশোধন	১১২
৯০	জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড উপকর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর সংক্রান্ত ধারা ২০৭ এর সংশোধন	১১৩
৯১	জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণের সময়সীমা সংক্রান্ত ধারা ২০৮ এর সংশোধন	১১৪
৯২	জব্দকৃত সম্পদের ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারা ২০৯ এর সংশোধন	১১৪
৯৩	অধিকৃত সম্পদের ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইনের ধারা ২১০ এর সংশোধন	১১৬
৯৪	কর ও অন্যান্য অঙ্ক পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া সংক্রান্ত ধারা ২১২ এর সংশোধন	১১৬
৯৫	অংশ ১৪ এবং এর প্রথম অধ্যায়ের উপান্তটিকা সংশোধন	১১৭
৯৬	সরাসরি আদায় ও প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ধারা ২১৫ এর সংশোধন	১১৭
৯৭	সার্টিফিকেট প্রত্যাহার এবং কার্যক্রম স্থগিতকরণের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ২১৮ এর সংশোধন	১১৭
৯৮	জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে কর আদায় সংক্রান্ত ধারা ২২০ এর সংশোধন	১১৮
৯৯	প্রত্যর্পণ দাবি সংক্রান্ত আইনের ধারা ২২৬ এর শিরোনামসহ প্রতিস্থাপন	১১৮
১০০	সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ২৩৩ এর সংশোধন	১১৮
১০১	আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৫০ এর সংশোধন	১১৯
১০২	কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধির দায় সংক্রান্ত ধারা ২৫২ এর সংশোধন	১১৯
১০২.১	'প্রতিনিধি' এর সংজ্ঞার পরিধি সম্প্রসারণ	১১৯
১০২.২	মৃত করদাতার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্ধারণ	১২০
১০২.৩	রিটার্ন দাখিলে অসমর্থ বা নিরুদ্দেশ (আইন) করদাতার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্ধারণ	১২০
১০৩	এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত ব্যক্তি সংক্রান্ত ধারা ২৫৩ এর সংশোধন	১২০
১০৪	পরিশোধিত কর পুনরুদ্ধারে প্রতিনিধির অধিকার সংক্রান্ত ধারা ২৫৪ এর সংশোধন	১২০

১০৫	ফার্ম, ইত্যাদির ব্যবসা বন্ধ হইবার ক্ষেত্রে অংশীদার, প্রমুখের দায় সংক্রান্ত ধারা ২৫৬ এর সংশোধন	১২১
১০৬	অনিবাসীর বিমান পরিবহন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে করদায় সংক্রান্ত ধারা ২৬০ এর সংশোধন	১২১
১০৭	উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন) সংক্রান্ত ধারা ২৬৩ এর সংশোধন	১২২
১০৮	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২৬৪ এর সংশোধন	১২২
১০৯	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন সংক্রান্ত ধারা ২৬৫ এর সংশোধন	১২৩
১১০	আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৮৬ এর সংশোধন	১২৩
১১১	আপিলের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ধারা ২৮৯ এর সংশোধন	১২৪
১১২	ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯০ এর সংশোধন	১২৫
১১৩	আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯১ এর সংশোধন	১২৫
১১৪	আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯২ এর সংশোধন	১২৭
১১৫	হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স সংক্রান্ত ধারা ২৯৩ এর সংশোধন	১২৮
১১৬	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ধারা ২৯৭ এর সংশোধন	১২৯
১১৭	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারা ২৯৮ এর সংশোধন	১২৯
১১৮	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ধারা ৩০৪ এর সংশোধন	১২৯
১১৯	মতৈক্যের ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ৩০৫ এর সংশোধন	১৩০
১২০	মামলা পরিচালনার অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা ৩২৪ এর সংশোধন	১৩০
১২১	ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত ধারা ৩৩০ এর সংশোধন সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৩৪ এর সংশোধন	১৩১
১২২	সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৩৪ এর সংশোধন	১৩১
১২৩	আয়কর আইন, ২০২৩ এর দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন	১৩২

১২৪	আয়কর আইন, ২০২৩ এর তৃতীয় তফসিলের সংশোধন	১৩২
১২৫	আয়কর আইন, ২০২৩ এর চতুর্থ তফসিলের সংশোধন	১৩৩
১২৬	আয়কর আইন, ২০২৩ এর পঞ্চম তফসিলের সংশোধন	১৩৪
১২৭	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের সংশোধন	১৩৪
১২৮	আয়কর আইন, ২০২৩ এর সপ্তম তফসিলের সংশোধন	১৩৬
১২৯	আয়কর আইন, ২০২৩ এর অষ্টম তফসিলের সংশোধন	১৩৭
১২৯.১	পরিভাষাগত পরিবর্তন	১৩৭
১২৯.২	লোকসানের সমন্বয় ও জের টানার পরিধি সম্প্রসারণ	১৩৭
১২৯.৩	টার্নওভার করের অব্যাহতি	১৩৭
১২৯.৪	রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা সহজীকরণ	১৩৭
১২৯.৫	নিবন্ধন বাতিলের নতুন বিধান	১৩৭
১২৯.৬	গ্রোথবর্ষের (growth years) সংজ্ঞা সম্প্রসারণ	১৩৮
১২৯.৭	সংজ্ঞা হালনাগাদকরণ ও নতুন শ্রেণিবিভাগ	১৩৮

পরিশিষ্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬	১৪০-২১৭
পরিশিষ্ট-২	সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে ৩০জুন, ২০৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	২১৮
পরিশিষ্ট-৩	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত তৈলবীজকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারকারী ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১০ (দশ) বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতি প্রদান	২১৯-২২০
পরিশিষ্ট-৪	ASHIC, Foundation for Childhood Cancer; বাংলাদেশ ক্যান্সার এইড ট্রাস্ট (BANCAT); আল-মারকাজুল ইসলামী; Disabled Child Foundation (DCF); শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি; মাওনা ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন; বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি; অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন; ব্র্যাক (brac); রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা; এবং চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল-কে দান প্রদানকারীর বিনিয়োগ কর রেয়াত	২২১
পরিশিষ্ট-৫	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য টার্নওভার করের হার পুনর্নির্ধারণ	২২২
পরিশিষ্ট-৬	উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র আদেশ	২২৩-২৩৯
পরিশিষ্ট-৭	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন হার সংক্রান্ত সারণী	২৪০-২৪৫
পরিশিষ্ট-৮	সম্পত্তির দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দানকর পরিশোধের প্রযোজ্যতা সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ	২৪৬-২৪৭
পরিশিষ্ট-৯	করদাতা কর্তৃক পরিপালনীয় বা কার্যক্রম গ্রহণ, করবিভাগ কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট বছর	২৪৮-২৫৪
পরিশিষ্ট-১০	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৭৩ অনুযায়ী আয় পরিগণনাপত্রের প্রত্যয়নপত্র	২৫৫-২৫৬
পরিশিষ্ট-১১	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭২ এর প্রয়োগ সংক্রান্ত আদেশ।	২৫৭-২৬১
পরিশিষ্ট-১২	উৎসে কর কর্তনকারী “নির্দিষ্ট ব্যক্তি” হিসেবে নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত আদেশ।	২৬২-২৬৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
www.nbr.gov.bd

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০০০.০৩০.০৩.০২৯.২৬.১১২ তারিখঃ ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

আয়কর পরিপত্র ২০২৬-২০২৭

বিষয়: ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের আওতায় আয়কর আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ।

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ এবং আয়কর আইন, ২০২৩ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ প্রণয়ন করে বিভিন্ন খাতের উৎসে করহার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৬ এবং সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহ করদাতাগণকে সহজভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হলো:-

১। ২০২৬-২০২৭ হইতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য প্রযোজ্য করহার

১.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ করবর্ষের জন্য করহার

অর্থ আইন, ২০২৬ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-২ অনুযায়ী অনিবাসী বাংলাদেশিসহ সকল নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	করহার
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৫%
অবশিষ্ট টাকার উপর	৩০%

তবে, উপর্যুক্ত টেবিলে উল্লিখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

এছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,৫০,০০০ টাকা;

২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৫,২৫,০০০ টাকা;

৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত গেজেটভুক্ত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতার ক্ষেত্রে ৫,৫০,০০০ টাকা।

শূন্য করহারের প্রযোজ্যতা বা করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।
মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করলে ন্যূনতম করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, তবে, নতুন করদাতাগণের ক্ষেত্রে এরূপ ন্যূনতম করের পরিমাণ হবে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা।

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১.২ স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ২০২৮-২০২৯ এবং ২০২৯-২০৩০ করবর্ষের জন্য করহার

অর্থ আইন, ২০২৬ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-২ অনুযায়ী অনিবাসী বাংলাদেশিসহ সকল নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	করহার
প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৫%
পরবর্তী ২,৬৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩০%
অবশিষ্ট টাকার উপর	৩৫%

তবে, উপর্যুক্ত টেবিলে উল্লিখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা;

২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৫,৭৫,০০০ টাকা;

৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত গেজেটভুক্ত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতার ক্ষেত্রে ৬,০০,০০০ টাকা।

শূন্য করহারের প্রযোজ্যতা বা করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করলে ন্যূনতম করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, তবে, নতুন করদাতাগণের ক্ষেত্রে এরূপ ন্যূনতম করের পরিমাণ হবে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা ।

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১.৩ স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের জন্য করহার

অর্থ আইন, ২০২৬ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-২ অনুযায়ী অনিবাসী বাংলাদেশিসহ সকল নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	করহার
প্রথম ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য

পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৫%
পরবর্তী ২,৬৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩০%
অবশিষ্ট টাকার উপর	৩৫%

তবে, উপর্যুক্ত টেবিলে উল্লিখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৫,৫০,০০০ টাকা;

২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৬,২৫,০০০ টাকা;

৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত গেজেটভুক্ত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতার ক্ষেত্রে ৬,৫০,০০০ টাকা।

শূন্য করহারের প্রযোজ্যতা বা করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করলে ন্যূনতম করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, তবে, নতুন করদাতাগণের ক্ষেত্রে এরূপ ন্যূনতম করের পরিমাণ হবে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা ।

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১.৪ ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, কৃত্রিমসত্তা, ট্রাস্ট, সমবায় সমিতিসহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৬-২০২৭ হতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য করহার

(১)	কোম্পানি, ফার্ম এবং ব্যক্তিসংঘ নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৩০%
(২)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৪৫%
(৩)	ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, কৃত্রিমসত্তা এবং ট্রাস্টের ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%:
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২০%
(৫)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্বৃত্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৫%

১.৫ কোম্পানির জন্য ২০২৬-২০২৭ হতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য করহার

কোম্পানির বর্ণনা	প্রযোজ্য করহার	*শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০% শেয়ার IPO (Initial Public Offering) বা Direct Listing বা Right Issue বা RPO (Repeat Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) বা Direct Listing বা Right Issue বা RPO (Repeat Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয়	৪০%	পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি এর পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তা হলে এরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর

		১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবে
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল ধরণের লেনদেন ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

১.৬ ২০২৬-২০২৭ হইতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য সারচার্জের হার

স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে, করযোগ্য আয়ের উপর অর্থ আইন, ২০২৬ এর তফসিল-২ এর অনুচ্ছেদ-ক, খ বা, ক্ষেত্রমত, গ এ উল্লিখিত কর হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত অঙ্কের উপর, নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:—

সম্পদের পরিমাণ	সারচার্জের হার
(ক) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নয়; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি; বা, মোট ৮০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নয়-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নয়-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হলে	৩৫%

সারচার্জ পরিগণনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যাসমূহ প্রযোজ্য হবে, যথা:

(১)"নিট পরিসম্পদের পরিমাণ" বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের মোট অর্জনমূল্য বুঝাবে; এবং

(২)"মোটর গাড়ি" বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, ডাম্পট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, কার্গো ভ্যান, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ট্রাক্টর, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা, ক্রেন, এক্সকাভেটর, ড্রেজার, রোলার, কংক্রিট মিক্সচার, হেভি মোটর ভেহিকেল, ট্যাক্সিক্যাব ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

১.৭ ২০২৬-২০২৭ হইতে ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের (৫ বছরের) জন্য পরিবেশ সারচার্জের হার

বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, ডাম্পট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, কার্গো ভ্যান, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ট্রাক্টর, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা, ক্রেন, এক্সকাভেটর, ড্রেজার, রোলার, কংক্রিট মিক্সচার, হেভি মোটর ভেহিকেল, ট্যাক্সিক্যাব ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান হতে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ:

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) এর একাধিক মোটর গাড়ি থাকলে তার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে, যথা:—

ক্রমিক নং	**মোটর গাড়ির বর্ণনা**	**পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)**
১।	১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি এর অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি এর অধিক নয় এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি এর অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি এর অধিক নয় এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি এর অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি এর অধিক নয় এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০

৫।	৩০০০ সিসি এর অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি এর অধিক নয় এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি এর অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে উল্লেখ থাকে যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছর হতে ইলেক্ট্রিক গাড়ির ক্ষেত্রে পরিবেশ সারচার্জ আরোপ করা হবে না।

পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধের শর্তাবলি:

(ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপযোগ্য, উক্ত গাড়ি ব্যতীত, অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;

(খ) পরিবেশ সারচার্জ, গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে, নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হবে;

(গ) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হলে, যে অর্থ বছরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হয়েছে তৎপরবর্তী অর্থ বছরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;

(ঘ) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জের হার নির্ধারিত হবে, যেখানে—

ক = বিগত বছর বা বছরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যে বছরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করবেন সে অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(ঙ) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করবেন;

(চ) এই অংশের অধীন প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পণযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হবে না;

(ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে "মোটর গাড়ি" বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, ডাম্পট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, কার্গো ভ্যান, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ট্রাক্টর, ম্যাক্সি বা অটোরিক্সা, ক্রেন, এক্সকাভেটর, ড্রেজার, রোলার, কংক্রিট মিক্সচার, হেভি মোটর ভেহিকেল, ট্যাক্সিক্যাব ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

১.৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য কর রেয়াত

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্য হতে নিয়োগ করলে, উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীদেরকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যা কম, সে পরিমাণ কর রেয়াত প্রদান করা হবে।

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্য হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীদেরকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হবে।

১.৯ বিশেষ সারচার্জ

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।

উদাহরণ ১

জনাব নিহাল আহমেদ এর ২০২৫-২৬ আয়বর্ষে আমদানি ব্যবসায় করযোগ্য আয় রয়েছে ২০,০০,০০০ টাকা। আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে ৩,৫০,০০০ টাকা।

উক্ত করদাতার টার্নওভার ট্যাক্স ৪,০০,০০০ টাকা। জনাব নিহাল আহমেদের নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৬,০০,০০,০০০ টাকা। তার সারচার্জের পরিমাণ কত?

যেহেতু করদাতার নিট পরিসম্পদ ৪ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ কোটি টাকার অধিক নয়, সেহেতু করদাতা কর্তৃক তার আয়ের উপর পরিগণনাকৃত করের উপর ১০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে করযোগ্য আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর	= ২,৯০,০০০ টাকা
উৎসে কর্তিত কর	= ৩,৫০,০০০ টাকা
করদাতার টার্নওভার ট্যাক্স	= ৪,০০,০০০ টাকা।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে করদাতার আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর ২,৯০,০০০ টাকার উপর ভিত্তি করে করদাতা (২,৯০,০০০×১০%) বা ২৯,০০০ টাকা সারচার্জ প্রদান করবেন ।

সুতরাং, ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে সারচার্জসহ তার প্রদেয় মোট কর= [৪,০০,০০০ (টার্নওভার ট্যাক্স)+ ২৯,০০০] টাকা= ৪,২৯,০০০ টাকা।

২। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ আনীত সংশোধনসমূহ

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়েছে। নিম্নে আনীত সংশোধনীসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

২.১ “ক্ষতি” শব্দের পরিবর্তে “লোকসান” শব্দের ব্যবহার:

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ সহ বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত “ক্ষতি” শব্দের পরিবর্তে “লোকসান” শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এ পরিবর্তনটি পরিভাষাগত; এর মাধ্যমে আয়কর আইনে ব্যবহৃত পরিভাষায় সামঞ্জস্যতা ও স্পষ্টতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.২ “আয়কর” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (১৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বের আইনে উল্লিখিত ‘আয়কর’ এর সংজ্ঞায় ‘সারচার্জ’ অন্তর্ভুক্ত ছিলো কিন্তু বর্তমান আইনে সারচার্জকে আয়করের সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত করা হয়েছে। ‘কর’ এর

সংজ্ঞায় ‘আয়কর’ ও ‘সারচার্জ’ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকায় এক্ষেত্রে ‘আয়কর’ ও ‘সারচার্জ’ এর পৃথক আইনগত অবস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.৩ “উপকর কমিশনার” এর সংজ্ঞা সংশোধন:

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (১৭)-এ “কমিশনার ও ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারও” শব্দগুলির পরিবর্তে “কমিশনারও” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে “উপকর কমিশনার” এর সংজ্ঞা থেকে “ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার” বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে “ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার” হিসেবে উপকর কমিশনারগণ বিবেচিত হবেন না।

তবে, ধারা ২ এর দফা (৫১) তে উল্লিখিত পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের সংজ্ঞায় ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪ এর দফা (ঝ)-এ আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে “ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার” অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.৪ “কর” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (২১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ‘কর’ অর্থ আয়কর, এবং যেকোনো অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর, দন্ড কর, সুপার কর, সারচার্জ, জরিমানা, সুদ, ফি এবং আয়কর আইনের অধীন অন্যবিধ আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এর মাধ্যমে করের সংজ্ঞার আওতায় সারচার্জকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.৫ “করদিবস” এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ দফা (২২) এর পর নতুন দফা (২২ক) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, ‘করদিবস’ অর্থ করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ, সম্মাননা প্রদান এবং কর শিক্ষণসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় কর দিবস।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ, সম্মাননা প্রদান এবং কর শিক্ষণসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় কর দিবসকে ‘করদিবস’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর ফলে ‘করদিবস’ আয়কর আইনে একটি স্বীকৃত আইনগত পরিভাষা হিসেবে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.৬“কর নির্ধারণ” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন:

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (২৬খ)-এ “কর নির্ধারণ” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী “কর নির্ধারণ” এর সংজ্ঞায় আয় নির্ধারণ, পুনঃআয় ও পুনঃকর নির্ধারণ, অতিরিক্ত আয় ও অতিরিক্ত কর নির্ধারণ এবং অধিকতর আয় ও অধিকতর কর নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে “কর নির্ধারণ” পরিভাষার পরিসর সম্প্রসারণ করে আয় নির্ধারণ-সংক্রান্ত কার্যক্রমকেও এর আওতায় আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কোনো করদাতার কোনো করবছরের মূল কর নির্ধারণ অথবা সেট-এসাইড আদেশের প্রেক্ষিতে প্রণীত কর নির্ধারণ, কর নির্ধারণ (Assessment) এর অংশ।

কোনো করবছরের কর মামলা পুনঃউন্মোচনের মাধ্যমে প্রণীত কর নির্ধারণ, পুনঃকর নির্ধারণ (Reassessment) এর অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোনো করবছরের কর মামলা রিটার্ন প্রসেস (ধারা ১৮১) বা অডিট (ধারা ১৮২) এর মাধ্যমে প্রণীত কর নির্ধারণ, অতিরিক্ত কর নির্ধারণ (Additional assessment) এর অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সেট-এসাইড আদেশ ব্যতীত অন্য যেকোনো আদেশ, যথাঃ- পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ আদেশ সংশোধনের আদেশ (ধারা ২১৩), কর কমিশনার কর্তৃক রিভিশনের আদেশ (ধারা ২৮৫), আপিলের সিদ্ধান্ত (ধারা ২৮৯), আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি (ধারা ২৯২), মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত (ধারা ২৯৪), মহামান্য আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত (ধারা ২৯৫) এর আদেশ, পর্যবেক্ষণ বা নির্দেশনা অথবা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত কর নির্ধারণ, অধিকতর কর নির্ধারণ (Further assessment) এর অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.৭ “কাঁচামাল” এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ দফা (৩০) এর পর নতুন দফা (৩০ক) সংযোজনপূর্বক “কাঁচামাল” এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, ‘কাঁচামাল’ অর্থ এরূপ কোনো দ্রব্য, উপাদান বা সামগ্রী, যা কোনো পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ বা সংযোজন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভোগ (consumed), রূপান্তরিত অথবা চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত হয়।

অর্থাৎ, পণ্য বা পরিবর্তিত পণ্য বা চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনে যেকোনো উপাদান বা সামগ্রী, যা সরাসরি ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যবহৃত বা ভোগ হয়, তাকে কাঁচামাল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.৮ “কোম্পানি” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন:

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৩১)-এ কোম্পানি এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী,

“কোম্পানি**”** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি, এবং নিম্নবর্ণিত সত্তাসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত হবে—

(ক) বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের লিয়াজোঁ অফিস বা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস বা স্থায়ী স্থাপনা;

(খ) বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশের আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সত্তা;

(গ) ব্যাংকিং, বিমা, লিজিং বা ফাইন্যান্স কার্যক্রমে নিয়োজিত যেকোনো প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সাথে নিবন্ধিত কোনো প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) কোনো ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, কৃত্রিমসত্তার কোনো অংশীদার বা সেটা গঠনে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি (person) যদি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী কোম্পানি হয়ে থাকে;

(চ) ব্যবসায়িক কার্যক্রম রয়েছে এরূপ যেকোনো রাষ্ট্রায়ত্ত (State Owned)— প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, কর্পোরেশন, বোর্ড, সংবিধিবদ্ধ বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(ছ) কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিগমিত (incorporated) নয়, এরূপ কোনো বিদেশি সংঘ বা সংস্থা যা, বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোম্পানি হিসাবে ঘোষিত।

প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আয়কর আইনে উল্লিখিত "কোম্পানি" এর সংজ্ঞার আওতা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

উদাহরণ ২

XYZ Ltd. একটি বিদেশি কোম্পানি, যার বাংলাদেশে একটি স্থায়ী স্থাপনা (Permanent Establishment) রয়েছে। বাংলাদেশে উক্ত স্থায়ী স্থাপনার করযোগ্য আয় ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা।

বিশ্লেষণ

অর্থ আইন, ২০২৬-এর মাধ্যমে আনীত সংশোধনের ফলে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী স্থাপনা (Permanent Establishment)-কে 'কোম্পানি' এর সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে অবস্থিত উক্ত স্থায়ী স্থাপনাকে আয়কর আইন, ২০২৩-এর প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী কোম্পানি হিসেবে গণ্য করে কর নির্ধারণ করা হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.৯ "ডেভেলপার (Developer)" এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ দফা (৪০) এর পর নতুন দফা (৪০ক) সংযোজনপূর্বক 'ডেভেলপার (Developer)' এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'ডেভেলপার (Developer)' অর্থ এরূপ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, কৃত্রিমসত্তা, রাষ্ট্রায়ত্ত কর্তৃপক্ষ যে বা যা-

(ক) নিজ বা অন্যের মালিকানাধীন ভূমি, ভবন বা স্থাবর সম্পত্তির উপর-

(অ) ভূমি উন্নয়ন বা অবকাঠামো নির্মাণ বা প্লট প্রস্তুতকরণ অথবা আবাসিক বা বাণিজ্যিক বা শিল্প ভবন নির্মাণ বা উন্নয়ন বা পুনঃউন্নয়ন বা রূপান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং

(আ) উক্ত উন্নয়ন বা নির্মাণকৃত সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বরাদ্দ বা ইজারা প্রদানের মাধ্যমে আয় অর্জন করে বা করার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(খ) ভূমির মালিক এবং উক্ত ভূমিতে যৌথ উন্নয়ন চুক্তি (joint development agreement), অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতাপত্র (irrevocable power of attorney), সহ-উন্নয়ন (co-development), বিশেষায়িত চুক্তি (specified agreement) বা অনুরূপ ব্যবস্থার অধীন ডেভেলপাররূপে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

অর্থাৎ, ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, পুনঃউন্নয়ন, রূপান্তর অথবা যৌথ উন্নয়ন চুক্তি বা অনুরূপ ব্যবস্থার অধীন পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি বা সত্তাকে “ডেভেলপার” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.১০ “পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৫১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের সংজ্ঞায় ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪ এর দফা (ঝ)-এ আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে “ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার” অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ, ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে একজন পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার তার অধিক্ষেত্রে “ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার” হিসেবে আয়কর আইনের ধারা ২১৬, ধারা ২১৭ ও ধারা ২১৯ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.১১ "প্রধান কর্মকর্তা" এর সংজ্ঞা বিলুপ্তকরণ

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৫৪) বিলুপ্ত করা হয়েছে। এর পরিবর্তে উক্ত ধারার নতুন দফা (৭৬ক) এ "মুখ্য কর্মকর্তা (Principal Officer)" এর সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.১২ "বেসরকারি ইনস্টিটিউট" এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ দফা ৬৫ এর পর নতুন দফা (৬৫ক) সংযোজনপূর্বক "বেসরকারি ইনস্টিটিউট" এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, "বেসরকারি ইনস্টিটিউট" অর্থে নিম্নবর্ণিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ;

(খ) এমপিওভুক্ত নহে অথবা বেসরকারি এরূপ বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম বা ইংরেজি ভার্সন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(গ) নার্সিং বা কেয়ারগিভার স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(ঘ) মেরিন স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(ঙ) ফ্লাইং স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(চ) টেকনিক্যাল বা কারিগরি স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(ছ) ট্রেনিং স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(জ) ভোকেশনাল স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(ঝ) ভাষা শিক্ষা স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(ঞ) হসপিটালিটি ও ট্যুরিজম স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(ট) আর্ট, ফাইন আর্ট বা ফ্যাশন ডিজাইন স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(ঠ) ড্রাইভিং স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউট;

(ড) সকল ধরনের পেশা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও ভাষা শিক্ষা, উন্নয়ন বা প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম বা প্রতিষ্ঠান।”

এই সংজ্ঞার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি ইনস্টিটিউট এর আওতায় আনা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.১৩ “ব্যক্তি (Person)” এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৬৯) এ ‘ব্যক্তি (Person)’ এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ‘ব্যক্তি (Person)’ অর্থ-

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (Individual);

(খ) ফার্ম (Firm);

(গ) কোম্পানি (Company);

(ঘ) হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (Hindu Undivided Family, HUF);

(ঙ) আয়, মুনাফা বা লাভ অর্জন করা বা না করার উদ্দেশ্যে গঠিত বা নিবন্ধিত ব্যক্তিসংঘ (Association of Persons, AOP);

(চ) পূর্ববর্তী উপ-দফাসমূহের কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কৃত্রিমসত্তা (Artificial Juridical Person, AJP) ।

প্রতিস্থাপিত বিধানের মাধ্যমে ‘কৃত্রিমসত্তা (Artificial Juridical Person)’ কে ব্যক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ট্রাস্ট, ফান্ড, তহবিল, ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, এন্ডাওমেন্ট, বেসরকারি ইনস্টিটিউট বা ব্যক্তি সংজ্ঞার তালিকার (ক) থেকে (ঙ) এর আওতাভুক্ত নয় এরূপ যেকোনো সত্তা যা আয় অর্জন, সম্পদ ধারণ, অধিকার গ্রহণ বা করদায় বহন করে অথবা, করদাতা হিসেবে গণ্য এরূপ সম্পদ বা স্থাপনাকেও কৃত্রিমসত্তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থ আইন, ২০২৬ এর তফসিল ২ এ কৃত্রিমসত্তা এর জন্য ২৭.৫% (সাতাশ দশমিক পাঁচ শতাংশ) করহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.১৪ "ব্যক্তিসংঘ (Association of Persons, AOP)" এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৬৯) এর পর নতুন দফা (৬৯ক) সংযোজনপূর্বক 'ব্যক্তিসংঘ (Association of Persons, AOP)' এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'ব্যক্তিসংঘ (Association of Persons, AOP)' অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছায় বা অন্য কোনোভাবে অভিন্ন উদ্দেশ্যে একত্রিত বা গঠিত বা গঠিত বলে বিবেচিত, এরূপ যেকোনো সত্তা, সংঘ, সমিতি অথবা যৌথ উদ্যোগ (joint venture) বা ব্যবস্থাপনা, যা আয়, মুনাফা বা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে, কোম্পানি, ফার্ম, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার বা কৃত্রিমসত্তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সংযোজিত সংজ্ঞার মাধ্যমে ব্যক্তিসংঘের আইনগত পরিসর ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.১৫ "মুখ্য কর্মকর্তা (Principal Officer)" এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ দফা (৭৬) এর পর নতুন দফা (৭৬ক) সংযোজনপূর্বক 'মুখ্য কর্মকর্তা (Principal Officer)' এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, **'**মুখ্য কর্মকর্তা (Principal Officer)**'** অর্থে এই আইনের অধীন কোনো কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, বেসরকারি ইনস্টিটিউট বা কৃত্রিমসত্তার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত হবেন-

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, কোষাধ্যক্ষ এবং পরিচালনা বা হিসাব সম্পাদনের জন্য দায়ী কোনো কর্মকর্তা, তিনি যে নামেই অভিহিত হন না কেন; বা

(খ) ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি, যাকে উপকর কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কর্মকর্তা গণ্য করে নোটিশ প্রদান করেছেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.১৬ "মূলধনি পরিসম্পদ (Capital Asset)" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৭৭) এ মূলধনী পরিসম্পদ এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ব্যবসায়িক পণ্য নয় এমন ব্যক্তিগত স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান ধাতু, রত্ন, চিত্রকর্ম, এন্টিকস এবং ক্লাবের সদস্যপদকে মূলধনি পরিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে উক্ত সম্পদসমূহ থেকে অর্জিত লাভ, মূলধনী লাভ হিসেবে গণ্য হবে এবং মূলধনী লাভের উপর সপ্তম তফসীলে বর্ণিত হার অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৩

মিজ 'বুল্টি' ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য ৫ ভরি স্বর্ণ (২২ ক্যারেট) তার মায়ের নিকট থেকে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত হন এবং তার দাখিলকৃত রিটার্নে তিনি উক্ত স্বর্ণের মূল্য প্রদর্শন করেছেন ২,৫০,০০০ টাকা। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি উক্ত স্বর্ণ ৬,৮০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। এক্ষেত্রে, করদাতা কর্তৃক মূলধনী লাভের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ কত?

সমাধান

২০২৬ সালের মে মাসে করদাতা কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ =৬,৮০,০০০ টাকা।
আয়কর নথিতে স্বর্ণের প্রদর্শিত অর্জনমূল্য = ২,৫০,০০০ টাকা।
সুতরাং, স্বর্ণালংকার বিক্রয় বাবদ করদাতার মূলধনী মুনাফা = (৬,৮০,০০০—২,৫০,০০০) টাকা = ৪,৩০,০০০ টাকা।
উক্ত মুনাফার উপর প্রদেয় মূলধনী মুনাফা কর =(৪,৩০,০০০× ৫%)=২১,৫০০ টাকা।

২.১৭ "রপ্তানি" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮০) এ "রপ্তানি" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, "রপ্তানি"

অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ এবং নিম্নবর্ণিত ব্যবসায়িক কার্যক্রমও এর অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) ব্যাক টু ব্যাক এলসির অধীন রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ;

(খ) বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ (লোকাল) এলসির অধীন রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল সরবরাহ।

সংশোধনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ (লোকাল) এলসির অধীন রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল সরবরাহকে “রপ্তানি” এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৪

Luca Textiles Limited লোকাল এলসির মাধ্যমে Nora Group Limited এর রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ৫ কোটি টাকার ডেনিম ফেব্রিক সরবরাহ করেছে, যা Nora Group Limited এর পণ্যের কাঁচামাল এবং এর সমুদয় মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত সরবরাহ কি রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে?

সমাধান

অর্থ আইন, ২০২৬ অনুযায়ী এ ধরনের সরবরাহও রপ্তানি হিসেবে গণ্য হবে। ফলে এই ৫ কোটি টাকার ডেনিম ফেব্রিক সরবরাহ রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.১৮ “রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ” এর সংজ্ঞা বিলুপ্তকরণ

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৬ এর ধারা ১৭০ এ আনীত পরিবর্তনের মাধ্যমে করদাতাদের করবছরব্যাপী আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে ফলে ধারা ২ এর দফা (৮০ক) এর প্রযোজ্যতা না থাকায় তা বিলুপ্ত করা হয়েছে।

২.১৯ “লভ্যাংশ” এর সংজ্ঞা সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) এ উল্লিখিত “মুনাফা হইতে কোনো” শব্দগুলির পর “স্বাভাবিক ব্যক্তি” শব্দগুলি সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া, উপ-দফা (ঊ) এর পরিবর্তে উপ-দফা (ঊ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

এ সংশোধনের ফলে কোম্পানি কর্তৃক শুধু স্বাভাবিক ব্যক্তিকে প্রদত্ত অগ্রিম বা ঋণকে লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে কিন্তু স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত অগ্রিম বা ঋণ লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হবেনা। এছাড়া, জয়েন্ট ভেঞ্চার কর্তৃক তার অংশীদারদের মধ্যে কর-পরবর্তী মুনাফা বণ্টনকে লভ্যাংশের সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে, উক্ত কর পরবর্তী মুনাফা অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টিত হলে তা অংশীদারগণের জন্য ‘অন্যান্য উৎসের আয়’ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৫

মোসান কোম্পানি লিমিটেড এর সঞ্চিত মুনাফা ২ কোটি টাকা। কোম্পানিটি একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডারকে ৩০ লক্ষ টাকা এবং অপর কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে।

সমাধান

যেহেতু মোসান কোম্পানি লিমিটেড হতে স্বাভাবিক ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন সেহেতু আয়কর আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণ লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি তার আয়কর রিটার্নে এই ৩০ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ আয় হিসেবে প্রদর্শনপূর্বক প্রযোজ্য কর পরিশোধ করবেন।

কিন্তু, মোসান কোম্পানি লিমিটেড হতে অপর শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করলেও উক্ত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির জন্য তা লভ্যাংশ আয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে, ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১১ক) অনুযায়ী, ঋণ প্রদানকারী মোসান কোম্পানি লিমিটেড

উক্ত ঋণ প্রদানের বিপরীতে ১২% অপেক্ষা কম সুদ প্রাপ্ত হলে, উক্ত কম প্রাপ্ত সুদ মোসান কোম্পানি লিমিটেড এর 'ব্যবসা বা পেশা হতে আয়' হিসাবে বিবেচিত হবে।

২.২০ "সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Associate Enterprise, AE)" এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ নতুন দফা (৮৬ক) সংযোজনপূর্বক "সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Associate Enterprise, AE)" এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এর ফলে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞার কার্যকারিতা আয়কর আইন, ২০২৩ এর সকল অংশের সকল অধ্যায়ের সকল ধারার জন্য প্রযোজ্য হবে।

অর্থ আইন, ২০২৬-এর মাধ্যমে "সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Associate Enterprise, AE)"-এর সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত সংজ্ঞায় পূর্বের সম্পর্ক নির্ধারণের মানদণ্ড বহাল রেখে ঋণের সীমা ৫০% থেকে কমিয়ে ৩৫% করা হয়েছে।

অর্থাৎ, ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অপর ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রমযোজিত দায়ের পরিমাণ, ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের বুক ভ্যালুর ৩৫%-এর অধিক হলে, উভয় প্রতিষ্ঠান সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে।

এছাড়া, "মোট সম্পদের বুক ভ্যালু (Book Value of Total Assets)"-এর সংজ্ঞা নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত মোট সম্পদের বহনমূল্য (Carrying Amount) এর সমষ্টি হিসেবে নির্ধারিত হবে।

উদাহরণ ৬

জিংগেল কোম্পানির মেশিনসমূহ (স্থায়ী সম্পদ) এর অর্জনমূল্য ১০ লক্ষ টাকা, এর পুঞ্জিভূত অবচয় ১ লক্ষ টাকা এবং উক্ত মেশিনসমূহ (স্থায়ী সম্পদ) এর অব্যবহারযোগ্য অংশের মূল্য ২,০০,০০০ টাকা যা অকেজো অবস্থায় রয়েছে। উক্ত মেশিনসমূহ (স্থায়ী সম্পদ) এর সম্পদের বহনমূল্য (Carrying amount) কত?

জিংগেল কোম্পানির মেশিনসমূহ (স্থায়ী সম্পদ) এর পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা, পুঞ্জিভূত অবচয় ১ লক্ষ টাকা এবং অব্যবহারযোগ্য মেশিনসমূহ (স্থায়ী সম্পদ) এর অংশের মূল্য ২,০০,০০০ টাকা যা অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

Carrying amount of machine = Cost−cumulated depreciation−accumulated impairment (+/- other adjustment)

Carrying amount of machine = (১০,০০,০০০−১,০০,০০০−২,০০,০০০) টাকা = ৭,০০,০০০ টাকা।

উদাহরণ ৭

কোম্পানি X এর মোট সম্পদের বুক ভ্যালু = ২০০ কোটি টাকা।

কোম্পানি X, কোম্পানি Y কে ৮০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।

কোম্পানি Y কে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কোম্পানি X এর মোট সম্পদের বুক ভ্যালুর = (৮০ ÷ ২০০) × ১০০ = ৪০%

যেহেতু ৪০% > ৩৫%, সুতরাং X ও Y সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে।

উদাহরণ ৮

কোম্পানি M এর মোট দায় = ৫০০ কোটি টাকা।

কোম্পানি N, কোম্পানি M এর ৬০ কোটি টাকার ঋণের গ্যারান্টার।

গ্যারান্টি এর শতকরা হার কোম্পানি M এর ঋণের = (৬০ ÷ ৫০০) × ১০০ = ১২%।

যেহেতু ১২% > ১০%, সুতরাং, M ও N সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে।

২.২১ "সারচার্জ" এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে ধারা ২ এ নতুন দফা (৮৬খ) সংযোজনপূর্বক "সারচার্জ" এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'সারচার্জ' অর্থে পরিবেশ সারচার্জ, টোবাকো সারচার্জ এবং অন্যান্য সারচার্জও অন্তর্ভুক্ত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.২২ "সেট-এসাইড (Set Aside)" এর সংজ্ঞা সংযোজন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ দফা (৮৮) এর পর নতুন দফা (৮৮ক) সংযোজনপূর্বক "সেট-এসাইড (Set Aside)" এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষের যেকোনো

নির্দেশনার ফলে উপকর কমিশনারের নিকট কোনো ধরণের শুনানি, যাচাই-বাছাই, আত্মপক্ষ সমর্থন বা দলিলাদি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হলে, তা 'সেট এসাইড' এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

উল্লেখ্য, যেহেতু আয়কর আইনের ধারা ৩৩৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী কোনো নোটিশের অধীন রিটার্ন দাখিল বা নোটিশ পরিপালন করার পর উক্তরূপ নোটিশের বৈধতা বা তা জারির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়না, সে কারণে কোনো নোটিশের অধীন রিটার্ন দাখিল বা নোটিশ পরিপালন করার পর, কোনো কর নির্ধারণী বা জরিমানা আরোপের আদেশ সম্পন্ন হলে, তা কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষ সেট এসাইড করতে পারবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২.২৩ "স্থায়ী স্থাপনা (Permanent Establishment)" এর সংজ্ঞা সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৯২) এ উল্লিখিত "ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে, ব্যবসার সেইরূপ নির্দিষ্ট স্থান বা কার্যক্রম যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ ব্যবসা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয়," শব্দগুলো ও কমাগুলোর পরিবর্তে "বাংলাদেশের সহিত অন্যান্য দেশের সম্পাদিত দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি (Double Taxation Avoidance Agreement, DTAA) এর শর্ত অক্ষুণ্ন রাখিয়া ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়ের ক্ষেত্রে, ব্যবসা বা পেশার সেইরূপ নির্দিষ্ট স্থান বা কার্যক্রম যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ ব্যবসা বা পেশা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয়," শব্দগুলো, কমাগুলো ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পাদিত দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির বিধান অর্থাৎ Double Taxation Avoidance Agreement, DTAA বিদ্যমান থাকলে, সেই চুক্তির বিধানই অগ্রাধিকার পাবে।

তাছাড়া, 'কর্মশিবির' শব্দের পরিবর্তে 'Workshop' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা মূলত ভাষাগত পরিবর্তন।

এছাড়া, কোনো অনিবাসী (Non-resident) সত্তার বাংলাদেশে ১ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব ডিজিটাল বা অনলাইন গ্রাহক/সাবস্ক্রাইবার থাকলে, তাদের বাংলাদেশে ডিজিটাল বা অনলাইন উপস্থিতি স্থায়ী স্থাপনা হিসেবে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩। আয়কর কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানের মাধ্যমে Tax Recovery Officer (TRO)-কে একটি স্বতন্ত্র আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ধারা ৪ এ নতুন উপধারা (২) সংযোজনপূর্বক বিধান করা হয়েছে যে, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার এবং পরিদর্শী যুগ্মকর কমিশনার তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে Tax Recovery Officer হিসেবে সকল কার্য সম্পাদন করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪। আয়কর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি এবং অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮-এ উপ-ধারা (৩)-এর পর উপ-ধারা (৩ক) সংযোজন করা হয়েছে।

নতুন উপ-ধারায় কর কমিশনার (আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট)-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে তিনি কর ফাঁকি শনাক্তকরণে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

এছাড়া, কর ফাঁকি সংক্রান্ত তল্লাশি ও জব্দকরণের জন্য এয়ারপোর্ট, বন্দরসহ যেকোনো স্থানে অভিযান পরিচালনা এবং কর ফাঁকি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চলে পাঠিয়ে ফাঁকিকৃত কর আদায়ে সহায়তা প্রদানের দায়িত্বও এ উপ-ধারায় প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বোর্ড বা অন্য কোনো আইন দ্বারা অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫। কর ধার্যকরণ সংক্রান্ত আয়কর আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন

আয়কর আইনের ধারা ১৮-এর উপ-ধারা (৩)-এর দফা (গ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে করদাতার রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদেয় কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬। অতিরিক্ত কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা ১৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯ এ উল্লিখিত "পরিশোধ করিবে" শব্দগুলোর পর "এবং উক্ত কর পরিশোধ করা না হইলে, উপকর কমিশনার এই ধারার অধীন নোটিশ প্রদানপূর্বক উপযুক্ত শুনানির সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে কর নির্ধারণ করিবেন" শব্দগুলো ও কমা সংযোজন করা হয়েছে।

উক্ত সংযোজনের মাধ্যমে কর পরিশোধ না করলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। যদি করদাতা নির্ধারিত কর পরিশোধ না করেন, তবে উপকর কমিশনার তাকে নোটিশ প্রদান করবেন। করদাতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপযুক্ত শুনানির সুযোগ প্রদানপূর্বক উপকর কমিশনার আইন অনুযায়ী কর নির্ধারণ করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭। সংরক্ষিত আয় (retained earnings), সঞ্চিতি (reserve), উদ্বৃত্ত (surplus), ইত্যাদির উপর কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২২ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানে তালিকাভুক্ত কোম্পানির লভ্যাংশ বিতরণ সংক্রান্ত নতুন বিধান করা হয়েছে। ব্যাংক, বীমা, লিজিং ও ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর-পরবর্তী নিট আয়ের ৩০% এর কম নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করলে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। এই অতিরিক্ত কর হবে কর-পরবর্তী নিট আয়ের ৩০% ও প্রকৃত বিতরণকৃত লভ্যাংশের পার্থক্যের ওপর ১০% হারে। উক্ত অতিরিক্ত কর পরিশোধ না করলে উপকর কমিশনার নোটিশ প্রদান ও শুনানির সুযোগ দিয়ে কর নির্ধারণ করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৯

'A' একটি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি। কোম্পানিটির কর পরবর্তী নিট মুনাফা ১০০ কোটি টাকা। কোম্পানিটি তার শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ২০ কোটি টাকা । কোম্পানিটি তার পরিশোধিত মূলধনের ৮% শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে ফ্লোট করেছে। এছাড়া কোম্পানিটির সকল ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে। নিয়মিত করের অতিরিক্ত আর কত টাকা কোম্পানিটিকে পরিশোধ করতে হবে?

সমাধান

'A' কোম্পানিটির কর পরবর্তী নিট মুনাফা = ১০০ কোটি টাকা।

ধারা ২২ অনুযায়ী নগদ লভ্যাংশ বিতরণের বাধ্যবাধকতার পরিমাণ (কর পরবর্তী নিট আয়ের ৩০%) = ৩০ কোটি টাকা।

আলোচ্য ক্ষেত্রে, বিতরণকৃত নগদ লভ্যাংশ = ২০ কোটি টাকা।

কর পরবর্তী নিট আয়ের ৩০% ও বিতরণকৃত নগদ লভ্যাংশ ২০% এর পার্থক্য = ১০% = (৩০ কোটি-২০ কোটি)= ১০ কোটি টাকা।

ধারা ২২ অনুযায়ী কম নগদ লভ্যাংশ প্রদান করার কারণে প্রদেয় অতিরিক্ত কর = কর পরবর্তী নিট আয়ের ৩০% ও বিতরণকৃত নগদ লভ্যাংশ এর পার্থক্য এর ১০% = ১০ কোটি এর ১০% = ১ কোটি টাকা।

৮। স্টক লভ্যাংশের উপর কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা ২৩ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিগমিত এবং বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত ব্যাংক, বিমা, লিজিং ও ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো তালিকাভুক্ত কোম্পানি যদি নগদ লভ্যাংশের চেয়ে বেশি স্টক লভ্যাংশ প্রদান করে বা শুধু স্টক লভ্যাংশ প্রদান করে, তবে বিতরণকৃত স্টক লভ্যাংশের উপর ১০% কর প্রদান করতে হবে। উক্ত কর পরিশোধ না করলে উপকর কমিশনার নোটিশ দিয়ে শুনানির সুযোগ প্রদান করে কর নির্ধারণ করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯। বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত বলিয়া গণ্য আয় সংক্রান্ত ধারা ২৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭ এর ব্যাখ্যাংশের দফা (জ) এর পর নতুন দফা (ঝ) সংযোজন করা হয়েছে।

উক্ত সংযোজনের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে (অনলাইন বা ডিজিটাল বা যোগাযোগ নেটওয়ার্কে) ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া বা গ্রহণ করা হলে তা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

উক্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, পণ্য বা সেবা প্রদান এবং তার মূল্য অনলাইন বা অফলাইনে পরিশোধ করা হলেও, তা ইলেকট্রনিক বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে। এতে অনলাইন লেনদেনের পরিধি স্পষ্ট ও বিস্তৃত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০। আয়ের খাতসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৩০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩০ এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "ব্যবসা" শব্দের পর "বা পেশা" শব্দগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া, আইনের বিভিন্ন ধারায় একই রকম সন্নিবেশন করা হয়েছে। এর ফলে আইনে পরিভাষাগত সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১১। চাকরি হতে আয় সংক্রান্ত আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২ সংশোধনের মাধ্যমে উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি কর্তৃক তার কর্মচারীর জন্য গোষ্ঠী বীমায় পরিশোধিত প্রিমিয়ামের পাশাপাশি গোষ্ঠী বীমা পলিসির আওতায় বীমা কোম্পানি কর্তৃক কর্মচারীর অনুকূলে পুনর্ভরণকৃত চিকিৎসা খরচকে, কর্মচারীর চাকরি হতে আয়ের আওতা বহির্ভূত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২। সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ৩৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫ এর দফা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আসবাবপত্র, ফিক্সচার, ফিটিংস, গৃহসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে, একইসাথে গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমিও গৃহসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া, কোনো স্থাপনা গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা গৃহসম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

এছাড়া, ধারা ৩৫ এর দফা (৩) এর পর সেলামি বা প্রিমিয়ামের সংজ্ঞা সংক্রান্ত নতুন দফা (৪) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, "সেলামি বা প্রিমিয়াম" অর্থে লিজ বা ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া কর্তৃক সম্পত্তির মালিককে প্রদত্ত এককালীন অফেরতযোগ্য ও অসমন্বয়যোগ্য অর্থ বা ঋণ বা অগ্রিম বা যেকোনো সুবিধাকে বোঝানো হয়েছে। তবে নিয়মিত ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৩। ভাড়া হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৩৬ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৬ সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তি ভাড়া থেকে আয় গণনার পদ্ধতি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির মোট ভাড়ামূল্য থেকে অনুমোদিত খরচ বাদ দিয়ে এবং বিশেষ ভাড়া আয় যোগ করে 'ভাড়া হইতে আয়' নির্ধারণ করতে হবে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৩) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, হোটেল, মোটেল, হোস্টেল বা রিসোর্ট বা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৪ এবং ৫ অনুসারে যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে উক্ত আইনের ধারা ৮ অনুসারে নিয়োগকৃত অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২০ অনুসারে নিয়োগকৃত ডেভেলপার কর্তৃক ভাড়ায় প্রদানকৃত জমি বা স্থাপনা'র ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনের হোক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হতে অর্জিত আয় 'ভাড়া হইতে আয়' খাতের অধীন পরিগণনা করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১০

'ক' বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ অনুসারে নিয়োগকৃত একজন ডেভেলপার। উক্ত ডেভেলপার ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্দিষ্ট ভূমি উন্নয়ন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভাড়ায় প্রদান করেন। ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে তিনি জমি ভাড়া বাবদ মোট ১,২০,০০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। উক্ত আয় অর্জনের জন্য ডেভেলপার এর জমি ও স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হয়েছে ১৫,০০,০০০ টাকা, নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় ১০,০০,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ ও ইউটিলিটি ব্যয় ৫,০০,০০০ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ৮,০০,০০০ টাকা, প্রশাসনিক ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা। ডেভেলপারের আয়ের পরিমাণ কত এবং উক্ত আয় কোন খাতের আয় হিসেবে গণ্য হবে?

সমাধান

যেহেতু ডেভেলপার ‘ক’ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ অনুসারে নিয়োগকৃত এবং মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে) জমি ভাড়ায় প্রদান করে আয় অর্জন করেছেন, তাই উক্ত ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ব্যবসা বা পেশা হতে প্রাপ্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।

অতএব, ভাড়া বাবদ করদাতার প্রাপ্তি= ১,২০,০০,০০০ টাকা।

ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অনুমোদনযোগ্য ব্যয় = (১৫,০০,০০০ + ১০,০০,০০০ + ৫,০০,০০০ + ৮,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৪০,০০,০০০ টাকা।

অতএব, ব্যবসা হতে পরিগণনাযোগ্য আয় = (১,২০,০০,০০০ – ৪০,০০,০০০) টাকা = ৮০,০০,০০০ টাকা।

১৪। মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৩৭ প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উপান্তটীকা পরিবর্তন করে ‘মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা ও ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা’ করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনার ক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তিসহ যেকোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হবে-

অ = (আ+ই)-ঈ, যেখানে—

অ = মোট ভাড়ামূল্য,

আ = বার্ষিক মূল্য,

ই = ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন,

ঈ = শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে অনুমোদনযোগ্য হবে।

তাছাড়া, ভাড়া হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির নিজ মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তির ভাড়া হতে আয় নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হবে-

ক = (খ+গ), যেখানে—

ক = ভাড়া হইতে আয়,

খ = মোট ভাড়ামূল্য,

গ = ধারা ৩৯ এ উল্লিখিত বিশেষ ভাড়া হইতে আয় ।

উল্লেখ্য যে, ভাড়া হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে আয়কর আইনে বিদ্যমান ধারা ৩৮ এ উল্লিখিত অনুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ খরচ হিসেবে অনুমোদিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৫। 'বিশেষ ভাড়া হইতে আয়' পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৩৯ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোনো আয়বর্ষে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তি লিজ বা ভাড়া প্রদানের বিপরীতে ফেরতযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য-জামানত, নিরাপত্তা জামানত বা অগ্রিম বাবদ অর্থ গৃহীত বা প্রাপ্ত হলে, উক্ত প্রাপ্ত বা গৃহীত মোট অংকের, অর্থবৎসর শেষের স্থিতির ১০% (দশ শতাংশ), বিশেষ ভাড়া আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তি লিজ বা ভাড়া প্রদানের বিপরীতে গৃহীত অফেরতযোগ্য বা অসমন্বয়যোগ্য অঙ্ক, যা-সেলামি বা প্রিমিয়াম বা অন্য যেকোনো অঙ্ক, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, তার সমুদয় অর্থ, উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া আয় হিসেবে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত লিজ বা ভাড়ার মেয়াদ বা ৫ (পাঁচ) বছর, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম, সে মেয়াদের মধ্যে এই বিশেষ ভাড়া আয়, করদাতা তার ইচ্ছানুযায়ী বন্টন করতে পারবে। আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে করদাতা উক্ত অফেরতযোগ্য বা অসমন্বয়যোগ্য অর্থ বা তার কোনো অংশ পরবর্তী

কোনো আয়বর্ষে ফেরত প্রদান করে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার "ভাড়া হইতে আয়" পরিগণনার ক্ষেত্রে, উক্ত ফেরত প্রদানকৃত অর্থ বিয়োজনযোগ্য হবে।

(গ) উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হতে আয়ের বিপরীতে খরচের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের অংশ ৭ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন না করলে, উক্ত খরচ বিশেষ ভাড়া আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(ঘ) উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ ভাড়া হতে আয় হিসাবে পরিগণিত আয়ের বিপরীতে তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হবে না এবং এরূপ আয়ের উপর নিয়মিত হারে করদায় নির্ধারিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১১

জনাব অন্তর চৌধুরী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে তার নিজস্ব একটি বাণিজ্যিক ভবন ভাড়া দিয়েছেন। ভবনটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গেল-

(১) ভবনটির বার্ষিক মূল্য ৬০,০০,০০০ টাকা।

(২) ভাড়াটিয়ার নিকট হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ ৫,০০,০০০ টাকা।

(৩) ভবনটি ২ মাস খালি ছিলো, করদাতার প্রিপেইড মিটার থাকায় এবং বিদ্যুৎ বিলের কপি তার নিকট না থাকায় তিনি তার বিদ্যুৎ সংযোগের লেজারের কপি দাখিল করেন যা দুই মাসের খালি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

(৪) অগ্নিবীমা বাবদ বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়াম ৮০,০০০ টাকা।

(৫) ভবন নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ ৫,০০,০০০ টাকা।

(৬) সিটি কর্পোরেশনকে পরিশোধিত হোল্ডিং ট্যাক্স ১,০০,০০০ টাকা।

(৭) ভাড়াটিয়ার নিকট হতে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছিল ৩০,০০,০০০ টাকা। অর্থবছর শেষে এর অবশিষ্ট ছিল ২০,০০,০০০ টাকা।

(৮) ভাড়াটিয়ার নিকট হতে অফেরতযোগ্য অগ্রিম ২০,০০,০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ ১০ বছর। করদাতা অফেরতযোগ্য অগ্রিমকে, চুক্তির মেয়াদে, আয় হিসেবে সমভাবে বণ্টনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

করদাতার-

(ক) মোট ভাড়া মূল্য নির্ধারণ করুন।

(খ) বিশেষ ভাড়া আয় নিরূপণ করুন।

(গ) উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হতে মোট আয় নিরূপণ করুন।

সমাধান

মোট ভাড়া মূল্য = [(বার্ষিক মূল্য + ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) — শূন্যতা ভাতা]

এখানে-

বার্ষিক মূল্য = ৬০,০০,০০০ টাকা।

প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ = ৫,০০,০০০ টাকা।

শূন্যতা ভাতা = ২ মাস = (৬০,০০,০০০ ÷ ১২) ×২ মাস = ১০,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং, মোট ভাড়ামূল্য = [(৬০,০০,০০০+ ৫,০০,০০০) — ১০,০০,০০০] টাকা

= ৫৫,০০,০০০ টাকা।

উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে মোট অনুমোদনযোগ্য বিয়োজনঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা
১	ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত সংবিধিবদ্ধ ব্যয় = মোট ভাড়ামূল্য এর ৩০% = ৫৫,০০,০০০	১৬,৫০,০০০

	টাকা এর ৩০%	
২	সম্পত্তির বিপরীতে পরিশোধিত বীমা প্রিমিয়াম = (৮০,০০০÷১২)×১০	৬৬,৬৬৭
৩	ভবন নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ =(৫০০,০০০÷১২)×১০	৪,১৬,৬৬৭
৪	সিটি কর্পোরেশনকে পরিশোধিত হোল্ডিং ট্যাক্স = (১০০,০০০÷১২)×১০	৮৩,৩৩৩
	মোট অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন	২২,১৬,৬৬৭

বিশেষ ভাড়া হতে আয়

(ক) গৃহসম্পত্তির ভাড়ার বিপরীতে গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম নেওয়ার প্রেক্ষিতে বিশেষ ভাড়া হতে আয়-

অর্থবছর সমাপ্তিতে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের স্থিতি = ২০,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং, বিশেষ ভাড়া হতে আয় = (২০,০০,০০০ × ১০%) = ২,০০,০০০ টাকা।

(খ) গৃহসম্পত্তির ভাড়ার বিপরীতে গৃহীত অফেরতযোগ্য অগ্রিম নেওয়ার প্রেক্ষিতে বিশেষ ভাড়া হতে আয়-

অফেরতযোগ্য অগ্রিম = ২০,০০,০০০ টাকা এবং উক্ত অফেরতযোগ্য অগ্রিমসহ ভাড়া চুক্তির মেয়াদ = ১০ বছর। কিন্তু, আইন অনুযায়ী অফেরতযোগ্য অগ্রিম সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদে বণ্টনযোগ্য হওয়ায়, করদাতা উক্ত অফেরতযোগ্য অগ্রিম বাবদ প্রাপ্তিকে, আয় হিসেবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিমাণে, ৫ বছর পর্যন্ত বন্টন করতে পারবেন বিধায় তিনি উক্ত অফেরতযোগ্য অগ্রিম ২০,০০,০০০ টাকা ৫ বছরে সমহারে বন্টনপূর্বক প্রতি বছর ৪,০০,০০০ টাকা বিশেষ ভাড়া হতে আয় বাবদ প্রদর্শন করেছেন।

সুতরাং, ভাড়ার বিপরীতে গৃহীত অফেরতযোগ্য অগ্রিম নেওয়ার প্রেক্ষিতে বিশেষ ভাড়া হতে আয় = ৪,০০,০০০ টাকা।

মোট বিশেষ ভাড়া আয়ঃ

= (সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম + অফেরতযোগ্য অগ্রিম) গ্রহণের প্রেক্ষিতে বিশেষ ভাড়া হতে আয়

= (২,০০,০০০+৪,০০,০০০) টাকা

= ৬,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং, ভাড়া হতে আয় = (মোট ভাড়ামূল্য—অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন+ বিশেষ ভাড়া হতে আয়)

= (৫৫,০০,০০০—২২,১৬,৬৬৭+৬,০০,০০০) টাকা

= ৩৮,৮৩,৩৩৩ টাকা।

১৬। কৃষি হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৪০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানের মাধ্যমে ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) সংশোধন করে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা ও রাবার উৎপাদন হতে আয় খাতে প্রাপ্তির পরিবর্তে অর্জিত আয়ের ভিত্তিতে আয়ের খাতের বিভাজন নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা ও রাবার উৎপাদন হতে মোট আয়ের ৪০% ব্যবসা বা পেশা থেকে আয় এবং ৬০% কৃষি থেকে আয় হিসেবে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১২

X টি এন্ড রাবার লিমিটেড নিজস্ব বাগানে চা ও রাবার উৎপাদন করে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রতিষ্ঠানটির চা ও রাবার বিক্রয়ের মোট পরিমাণ = ২০,০০,০০,০০০ টাকা এবং অর্জিত আয় ১,০০,০০,০০০ টাকা।

ব্যবসা বা পেশা হতে আয় = মোট আয়ের ৪০% = (১,০০,০০,০০০ × ৪০%) = ৪০,০০,০০০ টাকা।
এবং কৃষি হতে আয় = মোট আয়ের ৬০% = (১,০০,০০,০০০ × ৬০%) = ৬০,০০,০০০ টাকা।

১৭। উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত বিধিবিধান পরিপালন না করার ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৬) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

"(৬) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) এই আইনের অংশ ৭ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন সম্পর্কিত বিধান পরিপালন না করিলে, যে পরিমাণ কম কর কর্তন বা সংগ্রহ বা পরিশোধ করা হইয়াছে সেই পরিমাণ এবং তাহার অতিরিক্ত ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) কর প্রদেয় হইবে;

(খ) এই আইনের অংশ ৭ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যর্থতার ফলাফলস্বরূপ ধারা ১৪৩ এর আওতায় গৃহিত কার্যক্রমের ফলে পরিশোধিত কর, দফা (ক) এ উল্লিখিত কর অপেক্ষা কম হইলে, যেই পরিমাণ কম হইবে, সেই পরিমাণ কর এবং উহার ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অতিরিক্ত কর প্রদেয় হইবে; এবং

(গ) ধারা ৫৫ অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য বিয়োজন, কৃষি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে।"

কৃষিভিত্তিক ব্যবসা সহজীকরণের অংশ হিসেবে এই বিধানের প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৮। 'ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়' সংক্রান্ত ধারা ৪৫ এর সংশোধন

আয়কর আইনের ধারা ৪৫ এর দফা (খ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের ফলে বিধানটির পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। পূর্বে, কোনো ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয় উক্ত বিধানের আওতাভুক্ত ছিল।

সংশোধনের ফলে কোনো ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক তার সদস্য ও সদস্য নয় এরূপ যেকোনো ব্যক্তিকে যেকোনো ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়, উক্ত ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী সংগঠনের ব্যবসা বা পেশা হতে আয় হিসেবে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৯। ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৪৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৬ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (৬) এর পর নতুন উপ-ধারা (৬ক) সংযোজন করা হয়েছে। এ সংযোজনের ফলে কোনো_ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সুদও বাবদ ব্যবসা বা পেশার খরচ হিসেবে অনুমোদিত হবে। তবে, উক্ত প্রদেয় সুদ বা মুনাফা যদি বিয়োজন সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তবে অপরিশোধিত বা কম পরিশোধিত সুদ, উক্ত ৩ বছর পরবর্তী আয়বর্ষে "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" হিসেবে গণ্য হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপরিশোধিত সুদ পরবর্তীতে অন্য কোনো অর্থবছরে পরিশোধ করা হলে, যে আয়বর্ষে তা পরিশোধ করা হবে, উক্ত আয়বর্ষে উক্ত পরিশোধিত সুদ, ব্যবসা বা পেশা আয় থেকে বিয়োজিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১৩

একটি প্রতিষ্ঠান 'ক' ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS) অনুযায়ী ১০,০০,০০০ টাকা প্রদেয় সুদ খরচ হিসাবে দাবি করেছে, কিন্তু পরিশোধ করেছে ৬,০০,০০০ টাকা, অবশিষ্ট ৪,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেনি। আয়কর আইন অনুযায়ী ২০২৬-২০২৭ করবছরে করদাতার অনুমোদিত সুদ ব্যয় কত? অবশিষ্ট অপরিশোধিত সুদ ২০৩০-২০৩১ আয়বর্ষে পরিশোধ করবেন, সেক্ষেত্রে আয়কর আইন অনুযায়ী উপকর কমিশনারের করণীয় কি?

সমাধান

'ক' নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS) অনুযায়ী দাবিকৃত সুদ ১০,০০,০০০ টাকার সমুদয় অংশ ব্যবসার খরচ হিসেবে অনুমোদিত হবে।

২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে দাবিকৃত সুদের মধ্যে অপরিশোধিত সুদ ৪,০০,০০০ টাকা, আয়বর্ষ পরবর্তী ৩ বছর অর্থাৎ, ২০২৮-২০২৯ আয়বর্ষের মধ্যে পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু, করদাতা তা পরিশোধ না করলে ২০২৯-২০৩০ আয়বর্ষ সংশ্লিষ্ট করবছর অর্থাৎ, ২০৩০-২০৩১ করবছরে উক্ত ৪,০০,০০০ টাকা অপরিশোধিত সুদ করদাতার ব্যবসায়িক আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগ হবে।

করদাতা, ২০৩০-২০৩১ আয়বর্ষে, ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে দাবিকৃত অপরিশোধিত সুদ ৪,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করায় তা ২০৩০-২০৩১ আয়বর্ষ সংশ্লিষ্ট করবর্ষ, অর্থাৎ ২০৩১-২০৩২ করবর্ষে করদাতার মোট আয় হতে বিয়োজিত হবে।

উদাহরণ ১৪

করদাতা জনাব নাসিফ চৌধুরী তার ব্যবসায়ের নিমিত্ত গৃহীত ঋণের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য সুদ ২,০০,০০০ টাকা ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে খরচ হিসাবে দাবি করলেও, উক্ত আয়বর্ষে করদাতা উক্ত সুদ পরিশোধ না করায় উপকর কমিশনার কর নির্ধারণকালে তা অনুমোদনযোগ্য ব্যবসায়িক খরচ হিসাবে গণ্য না করে মোট আয়ের সহিত যোগ করেন, ফলে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করদাতার মোট আয় দাঁড়ায় ১২,০০,০০০ টাকা। পরবর্তীতে করদাতা ২০২৬ সালের জুন মাসে উক্ত ২,০০,০০০ টাকা

সুদ পরিশোধ করেন। এমতাবস্থায়, উক্ত সুদ ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে করদাতার ব্যবসা খাতে আয় হতে বিয়োজন হবে কিনা?

সমাধান

২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে করদাতা নাসিফ চৌধুরী তার ব্যবসায়ের নিমিত্ত গৃহীত ঋণের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য সুদ ২,০০,০০০ টাকা খরচ হিসাবে দাবি করলেও, উক্ত আয়বর্ষে করদাতা উক্ত সুদ পরিশোধ না করায় উপকর কমিশনার কর নির্ধারণকালে তা ব্যবসার অনুমোদিত খরচ হিসাবে গণ্য না করে মোট আয়ের সহিত যোগ করেন।

পরবর্তীতে করদাতা ২০২৬ সালের জুন মাসে উক্ত সুদ পরিশোধ করেন। ২০২৬ সালের জুন মাস ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষের অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত আয়বর্ষের সংশ্লিষ্ট করবর্ষ হলো ২০২৬-২০২৭।

এক্ষেত্রে, অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনের ফলে, আয় হিসেবে গণ্য হওয়া উক্ত সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হলে, যে আয়বর্ষে তা পরিশোধ করা হয়েছে, সেই সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে পরিশোধিত অঙ্কটি করদাতার আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে।

অতএব, ২০২৬ সালের জুন মাসে পরিশোধিত উক্ত ২,০০,০০০ টাকা সুদ, ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষ সংশ্লিষ্ট ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে, তার ব্যবসা হতে আয় পরিগণনা হতে বিয়োজনযোগ্য হবে।

যদি, উক্ত করদাতার ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে উক্ত ২,০০,০০০ টাকা সুদ বিয়োজনপূর্ব মোট আয় ২০,০০,০০০ টাকা হয়, সেক্ষেত্রে, করদাতা ২০,০০,০০০ টাকা হতে ২,০০,০০০ টাকা বিয়োজন করে করারোপণযোগ্য আয় পরিগণনা করবেন ১৮,০০,০০০ টাকা।

(খ) উপ-ধারা ১১ এর পর নতুন উপ-ধারা (১১ক) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন সংযোজিত উপধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১১ক) ও ধারা ৫২ এর সংশোধন অনুযায়ী, ব্যাংক, ফাইন্যান্স ও লিজিং কোম্পানী ব্যতীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Associated Enterprise) কে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ধারকৃত অর্থের কোনো অংশ, কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা হলে, উক্ত ধারকৃত অর্থের সমুদয় সুদ বা মুনাফা ব্যয়, ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে।

তবে, যদি উক্ত ব্যক্তি তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে (Associated Enterprise) ঋণ প্রদান করে বার্ষিক ১২% (বারো শতাংশ) অপেক্ষা কম হারে সুদ গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ কম সুদ প্রাপ্ত হবে, উক্ত কম প্রাপ্ত সুদ, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" হিসেবে গণ্য করা হবে।

(গ) উপ-ধারা **(১১খ)** সংযোজন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনের মাধ্যমে রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাতীত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয় যদি করদাতার পরিচালিত ব্যবসার অংশ হিসাবে নিয়মিতভাবে অর্জিত হয়, তাহলে উক্ত আয় 'ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়' হিসাবে পরিগণিত হওয়ার বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১৫

একটি কোম্পানি ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেছে ১০ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে ১২% হারে ১.২০ কোটি টাকা প্রদেয় সুদকে ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে দাবি করেছে। কোম্পানির মোট প্রদর্শিত আয় ৫ কোটি টাকা। উক্ত কোম্পানিটি তার ঋণকৃত অর্থ হতে তিনটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'ক', 'খ' এবং 'গ' কে যথাক্রমে ১ কোটি, ২ কোটি ও ৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে কোম্পানি তার 'ক' নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে কোনো সুদ প্রাপ্ত হয়নি, 'খ' নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে ৮% হারে ১৬,০০,০০০ টাকা সুদ প্রাপ্ত হয়েছে এবং 'গ' নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে ১৫% হারে ৪৫,০০,০০০ টাকা সুদ প্রাপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে, করদাতা কোম্পানি তার 'আয় পরিগণনাপত্রে বিষয়টি আয়কর আইন অনুযায়ী কিভাবে প্রদর্শন করবে এবং এক্ষেত্রে, উপকর কমিশনারের করণীয় কি?

সমাধান

কোম্পানিটি ১০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেছে এবং এর বিপরীতে ১২% হারে ১.২০ কোটি টাকা প্রদেয় সুদকে ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে দাবি করেছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী, কোম্পানির গৃহীত ঋণ হতে সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করলেও, গৃহীত ঋণের প্রদেয় সমুদয় সুদ ১.২০ কোটি টাকা, ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে অনুমোদিত হবে।

- কোম্পানিটি তার গৃহীত ঋণ হতে 'ক' নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে যার বিপরীতে কোনো সুদ প্রাপ্ত হয় নি। এক্ষেত্রে, ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১১ক) অনুযায়ী সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে কোম্পানিটি বার্ষিক ১২% সুদ অর্থাৎ, ১ কোটি× ১২%=১২,০০,০০০ টাকা অপেক্ষা যে পরিমাণ কম সুদ প্রাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ (১২,০০,০০০-০)=১২,০০,০০০ টাকা কোম্পানিটির ব্যবসা আয় হিসেবে গণ্য।
- কোম্পানিটি তার গৃহীত ঋণ হতে 'খ' নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে যার বিপরীতে ৮% হারে ১৬,০০,০০০ টাকা সুদ প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে, ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১১ক) অনুযায়ী সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে কোম্পানিটি বার্ষিক ১২% সুদ অর্থাৎ, ২ কোটি× ১২%=২৪,০০,০০০ টাকা অপেক্ষা যে পরিমাণ কম সুদ প্রাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ, (২৪,০০,০০০—১৬,০০,০০০) টাকা=৮,০০,০০০ টাকা কোম্পানিটির ব্যবসা আয় হিসেবে গণ্য।
- কোম্পানিটি তার গৃহীত ঋণ হতে 'গ' নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে যার বিপরীতে ১৫% হারে ৪৫,০০,০০০ টাকা সুদ প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে, ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১১ক) অনুযায়ী সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে কোম্পানিটি বার্ষিক ১২% সুদ অর্থাৎ, ৩ কোটি× ১২%=৩৬,০০,০০০ টাকা অপেক্ষা বেশি সুদ প্রাপ্ত হয়েছে বিধায় এই ধারার কোনো প্রযোজ্যতা নেই।

সুতরাং, করদাতা কোম্পানি তার হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত আয় ৫ কোটি টাকার সাথে, প্রস্তুতকৃত 'আয় পরিগণনাপত্র' এ সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ঋণ প্রদানের বিপরীতে উদ্ভূত ব্যবসায়িক আয় = (১২,০০,০০০+৮,০০,০০০+০) = ২০,০০,০০০ টাকা, হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত আয়ের সাথে যোগ করে মোট ব্যবসায়িক আয় (৫,০০,০০,০০০+২০,০০,০০০) = ৫,২০,০০,০০০ টাকা লিপিবদ্ধ করবেন এবং উক্ত ৫,২০,০০,০০০ টাকা তার আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনপূর্বক আয়কর প্রদান করবেন। এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে উপকর কমিশনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(গ) উপ-ধারা (১১) এ "লাভ ক্ষতির হিসাবে" শব্দগুলোর পরিবর্তে "লাভ-ক্ষতি হিসাব (আয় বিবরণী) এ" শব্দগুলো, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রচলিত হিসাববিজ্ঞান ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নের পরিভাষার সঙ্গে বিধানটির সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২০। সুদ বা মুনাফার বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়ক আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫২ এর উপ-ধারা এ উল্লিখিত 'পরিশোধ করা' শব্দের পরিবর্তে 'পরিশোধিত বা প্রদেয়' শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে কেবল পরিশোধিত সুদ নয়, প্রদেয় (Payable) সুদ বা মুনাফাও বিয়োজনযোগ্য হবে।

এছাড়া উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) এ নতুন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১১ক) এর প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ধারকৃত অর্থের কোনো অংশ কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা হলে, ধারকৃত অর্থের সেই অংশের সুদ বা মুনাফা ব্যয়, ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২১। সুদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সীমা সংক্রান্ত ধারা ৫৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বের বিধান অনুযায়ী, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদত্ত সুদ নির্দিষ্ট সীমা ও পদ্ধতির মধ্যে অনুমোদিত হতো। প্রতিস্থাপনের ফলে কোনো নিবাসী ব্যক্তির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত সুদ, ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে অনুমোদিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১৬

প্যাস্টেল লিমিটেড একটি নিবাসী উৎপাদনকারী কোম্পানি। কোম্পানিটি তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান ভিনাস লিমিটেড এর নিকট থেকে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে। উক্ত ঋণের বিপরীতে আয়বর্ষে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা সুদ পরিশোধ হয়।

প্যাস্টেল লিমিটেড কর্তৃক ভিনাস লিমিটেড নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধিত সুদ, প্যাস্টেল লিমিটেড এর ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে বিয়োজনযোগ্য হবে।

২২। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ৫৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

২২.১ ব্যবসা ও পেশা হতে আয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর প্রযোজ্যতা স্পষ্টীকরণ

"ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনায়" শব্দগুলোর পরিবর্তে "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় পরিগণনায় ধারা ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ এর শর্ত পরিপালন সত্ত্বেও" শব্দগুলো, সংখ্যাগুলো ও কমাগুলো প্রতিস্থাপিত হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানের মাধ্যমে ধারা ৫৫ এর প্রয়োগের পরিধি স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, ব্যবসা বা পেশা হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ এর শর্ত পরিপালন করা হলেও ধারা ৫৫ এ বর্ণিত বিয়োজনসমূহ অনুমোদনযোগ্য হবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২২.২ অংশ ৭ এর বিধান পরিপালন না হলে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া

দফা (ক) বিলোপ করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে যেকোনো প্রকারের ব্যয় বা পরিশোধ এর ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ না করা হলে তার উপর করারোপন সংক্রান্ত ধারা ৫৬ প্রতিস্থাপন করায় এই দফাটি বিলোপ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২২.৩ পারকুইজিট বাবদ প্রদত্ত অর্থের অনুমোদনযোগ্য সীমা

দফা (ঘ) এ আনীত সংশোধনের মাধ্যমে কোনো কর্মচারীকে পারকুইজিট বাবদ প্রদত্ত অর্থের অনুমোদনযোগ্য সীমা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২২.৪ আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ অনুমোদনযোগ্য সীমা

দফা (জ) এ আনীত সংশোধনের মাধ্যমে আপ্যায়ন ব্যয় অনুমোদনের সীমা নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী-

(অ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের ৪% (চার শতাংশ); এবং

(আ) দাবিকৃত খরচ,

এর মধ্যে যা কম, তা আপ্যায়ন ব্যয় হিসেবে অনুমোদিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২২.৫ ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রি স্যাম্পল বিতরণ বাবদ অনুমোদনযোগ্য সীমা

দফা (ঝ) এ আনীত সংশোধনের মাধ্যমে ফ্রি স্যাম্পল বিতরণ ব্যয় অনুমোদনের সীমা নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী-

(১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ১০ (দশ) কোটি টাকা পর্যন্ত ২% (দুই শতাংশ) হারে;

(২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক, তবে ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নয় এইরূপ ক্ষেত্রে ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;

(৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে;

(৪) করদাতার দাবিকৃত ফ্রি স্যাম্পল বিতরণ খরচ,

এর মধ্যে যা কম, তা ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রি স্যাম্পল বিতরণ বাবদ ব্যয় হিসেবে অনুমোদিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২২.৬ বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সীমা

দফা (ঞ) এ আনীত সংশোধনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয় অনুমোদনের সীমা নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী,

বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয়, ব্যবসায়িক টার্নওভারের ১% (এক শতাংশ) পর্যন্ত অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৩। ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধে ব্যর্থতায় কর আরোপণ সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে নতুন ধারা ৫৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী-

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা (২) এর প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে,—

(ক) এই আইনের অংশ ৭ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন সম্পর্কিত বিধান পরিপালন না করলে, যে পরিমাণ কম কর কর্তন বা সংগ্রহ বা পরিশোধ করা হয়েছে সেই পরিমাণ এবং তার অতিরিক্ত ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) কর প্রদেয় হবে; বা

(খ) এই আইনের অংশ ৭ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যর্থতার ফলাফলস্বরূপ ধারা ১৪৩ এর আওতায় গৃহিত কার্যক্রমের ফলে পরিশোধিত কর, দফা (ক) এ উল্লিখিত কর অপেক্ষা কম হলে, যে পরিমাণ কম হবে, সে পরিমাণ কর এবং তার ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অতিরিক্ত কর প্রদেয় হবে;

(২) ধারা ৫৫ অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য বিয়োজন, ব্যবসা বা পেশা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১৭

কোম্পানি ওয়াহি লিমিটেড এর ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে ব্যবসায়ের হিসাব অনুযায়ী মোট আয় ১৬,০০,০০০ টাকা এবং আয়ের বিপরীতে প্রদেয় কর ৪,৪০,০০০ টাকা। কোম্পানি ওয়াহি লিমিটেডের বিভিন্ন খাতে মোট ২,০০,০০,০০০ টাকা খরচের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উৎসে কর ৩,০০,০০০ টাকা। কিন্তু কোম্পানিটি মোট উৎসে কর কর্তন করেছে ২,০০,০০০ টাকা।

কোম্পানিটির আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য বিয়োজন ৪,০০,০০০ টাকা। উক্ত করদাতার ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে পরিশোধযোগ্য কর কত?

সমাধান

কোম্পানি ওয়াহি লিমিটেড এর ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে মোট আয় = ১৬,০০,০০০ টাকা।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে কোম্পানিটির উপর প্রযোজ্য আয়কর = ৪,৪০,০০০ টাকা।

কোম্পানিটির বিভিন্ন খাতে মোট ২,০০,০০,০০০ টাকা খরচের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উৎসে কর = ৩,০০,০০০ টাকা।

কোম্পানিটি মোট উৎসে কর কর্তন করেছে =২,০০,০০০ টাকা।

প্রযোজ্য উৎসে করের চেয়ে কম উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে= (৩,০০,০০০-২,০০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

আইন অনুযায়ী করদাতাকে কর পরিশোধ করতে হবে-

=প্রযোজ্য উৎসে করের চেয়ে কম কর্তিত কর+(প্রযোজ্য উৎসে করের চেয়ে কম কর্তিত কর×৫০%)

= [১,০০,০০০+ (১,০০,০০০×৫০%)] টাকা

= (১,০০,০০০+৫০,০০০) টাকা

= ১,৫০,০০০ টাকা।

কোম্পানিটির ধারা ৫৫ অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য বিয়োজন ৪,০০,০০০ টাকা, যা ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

সুতরাং, ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে কোম্পানিটির মোট আয় = (১৬,০০,০০০+৪,০০,০০০) = ২০,০০,০০০ টাকা।

মোট আয়ের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য কর = ৫,৫০,০০০ টাকা (২৭.৫% করহার বিবেচনায়)।

উৎসে কর কম কর্তনের কারণে পরিশোধযোগ্য কর = ১,৫০,০০০ টাকা।

কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য মোট কর = (আয়ের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য কর + উৎসে কর কম কর্তনের কারণে পরিশোধযোগ্য কর) = (৫,৫০,০০০+১,৫০,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।

উদাহরণ ১৮

কোম্পানি জিনান লিমিটেড এর ব্যবসায়ের হিসাব অনুযায়ী মোট আয় ১০,০০,০০০ টাকা এবং আয়ের বিপরীতে প্রদেয় কর ২,৭৫,০০০ টাকা। কোম্পানি জিনান লিমিটেডের বিভিন্ন খাতে মোট ৩,০০,০০,০০০ টাকা খরচের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উৎসে কর ৪,০০,০০০ টাকা। কিন্তু কোম্পানিটি মোট উৎসে কর কর্তন করেছে ২,০০,০০০ টাকা। আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৪৩ ধারায় গৃহীত কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কোম্পানি উৎসে করসহ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করেছে ১,২০,০০০ টাকা। আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা কোম্পানি কর পরিগণনাপত্রে কত টাকা প্রদেয় কর হিসাব করবে? এই প্রেক্ষিতে উপকর কমিশনারের করণীয় কি?

সমাধান

পূর্বের বিধানে কোম্পানি জিনান লিমিটেড কর্তৃক ৩,০০,০০,০০০ টাকা খরচের ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০ টাকা উৎসে করের স্থলে ২,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ প্রযোজ্য উৎসে করের ৫০% পরিশোধ না করায় দাবীকৃত খরচ ৩,০০,০০,০০০ টাকার ৫০% হিসেবে ১,৫০,০০,০০০ টাকা খরচ অননুমোদনপূর্বক উক্ত অংক আয় হিসেবে বিবেচিত হতো এবং উক্ত ১,৫০,০০,০০০ টাকার উপর কোম্পানি উপর প্রযোজ্য কর হারে অতিরিক্ত ৪১,২৫,০০০ টাকা কর প্রদেয় হত।

আনীত পরিবর্তনের ফলে, উৎসে কর কর্তন না করার পরিপ্রেক্ষিতে ৫৬ ধারায় অতিরিক্ত কর নিম্নরূপে পরিশোধ করতে হবে-

কোম্পানি জিনান লিমিটেডের প্রযোজ্য উৎসে কর =৪,০০,০০০ টাকা।

ধারা ৫৬ এর দফা (ক) এর বিধান অনুযায়ী-

কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত উৎসে কর = ২,০০,০০০ টাকা।

কোম্পানি কর্তৃক কম পরিশোধিত উৎসে কর = (৪,০০,০০০−২,০০,০০০) টাকা = ২,০০,০০০ টাকা।

উৎসে কর কর্তন না করার কারণে করদাতার প্রদেয় কর = [২,০০,০০০ + (২,০০,০০০ × ৫০%)] = ৩,০০,০০০ টাকা।

অথবা

ধারা ৫৬ এর দফা (খ) এর বিধান অনুযায়ী-

কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত উৎসে কর = ২,০০,০০০ টাকা।

কোম্পানি কর্তৃক কম পরিশোধিত উৎসে কর = (৪,০০,০০০-২,০০,০০০) টাকা = ২,০০,০০০ টাকা।

উৎসে কর কর্তন না করার কারণে করদাতার প্রদেয় কর = [২,০০,০০০ + (২,০০,০০০ × ৫০%)] = ৩,০০,০০০ টাকা।

১৪৩ ধারায় গৃহীত কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কোম্পানি অতিরিক্ত অর্থসহ উৎসে কর পরিশোধ করেছে = ১,২০,০০০ টাকা।

উৎসে কর কর্তন না করার কারণে করদাতার প্রদেয় কর-

(১) (ধারা ৫৬ এর দফা (ক) তে উল্লিখিত কর—১৪৩ ধারায় গৃহীত কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কোম্পানি অতিরিক্ত অর্থসহ উৎসে কর পরিশোধ) = (৩,০০,০০০—১,২০,০০০) = ১,৮০,০০০ টাকা।

(২) প্রদেয় অতিরিক্ত কর = (১) এ উল্লিখিত করের ৫০% = ১,৮০,০০০ টাকা এর ৫০% = ৯০,০০০ টাকা।

উৎসে কর কর্তন না করার কারণে করদাতার প্রদেয় কর = (১) + (২) = (১,৮০,০০০+৯০,০০০) টাকা = ২,৭০,০০০ টাকা।

সুতরাং, রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ-

= আয়ের উপর কর + উৎসে কর্তন না করার কারণে প্রদেয় কর

= (২,৭৫,০০০+২,৭০,০০০) টাকা

= ৫,৪৫,০০০ টাকা।

উল্লেখ্য, যদি করদাতা ১৪৩ ধারার অধীন অকর্তিত সমুদয় উৎসে কর ২,০০,০০০ টাকা এবং অতিরিক্ত অর্থ ৪০,০০০ টাকাসহ মোট ২,৪০,০০০ টাকা পরিশোধ করে, যা ধারা ৫৬ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত কর অপেক্ষা (৩,০০,০০০-২,৪০,০০০) টাকা = ৬০,০০০ টাকা কম।

এক্ষেত্রে, উৎসে কর কর্তন না করার কারনে করদাতার প্রদেয় কর = [৬০,০০০+ (৬০,০০০ এর ৫০%)] = (৬০,০০০+৩০,০০০) = ৯০,০০০ টাকা।

রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতার প্রদেয় কর = (২,৭৫,০০০+৯০,০০০) = ৩,৬৫,০০০ টাকা।

আরো উল্লেখ্য যে, করদাতা তার দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নে কর পরিগণনাপত্রে উৎসে কর কর্তন না করার কারণে তার আয়ের উপর প্রযোজ্য নিয়মিত করের সাথে স্বপ্রণোদিতভাবে,

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫৬ ধারার দফা (ক) বা ৫৬ ধারার দফা (খ) অনুযায়ী কর পরিশোধ করবে। কিন্তু, করদাতা স্বপ্রণোদিতভাবে তা করতে ব্যর্থ হলে, উপকর কমিশনার প্রথমত ১৪৩ ধারায় প্রদেয় কর ও অতিরিক্ত অর্থ পরিগণনা করবেন এবং করদাতার আয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য নিয়মিত করের সাথে ৫৬ ধারার দফা (খ) অনুযায়ী প্রদেয় কর পরিগণনাপূর্বক আইনি কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

আরো উল্লেখ থাকে যে, কোনো ব্যবসা বা পেশা আয়ের "মূলধনী পরিসম্পদ" অর্জনকালে আয়কর আইনের অংশ ৭ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন সম্পর্কিত বিধান পরিপালন না করলে করদাতা তার আয়ের উপর প্রযোজ্য নিয়মিত করের সাথে স্বপ্রণোদিতভাবে, ৫৬ক ধারার দফা (ক) বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫৬ক ধারার দফা (খ) অনুযায়ী কর পরিশোধ করবে। কিন্তু, করদাতা স্বপ্রণোদিতভাবে তা করতে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার প্রথমত ১৪৩ ধারায় প্রদেয় কর ও অতিরিক্ত অর্থ পরিগণনা করবেন এবং করদাতার আয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য নিয়মিত করের সাথে ৫৬ক ধারার দফা (খ) অনুযায়ী প্রদেয় কর পরিগণনাপূর্বক আইনি কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

২৪। মূলধনী আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৮ এ নতুন উপ-ধারা (৩) ও (৪) সংযোজন করা হয়েছে।

২৪.১ ডেভেলপারের সঙ্গে বিশেষায়িত চুক্তির মাধ্যমে বা চুক্তির বাইরে প্রাপ্ত সুবিধার উপর কর নির্ধারণ

ভূমি বা ভূমিসহ স্থাপনা এর মালিক বিশেষায়িত (Specified) চুক্তির মাধ্যমে বা চুক্তির বাইরে কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে ভূমি বা ভূমিসহ স্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রদান করার প্রেক্ষিতে এর বিনিময়ে নগদ অর্থ, ফ্ল্যাট বা অন্য কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হলে, উক্ত প্রাপ্তি মূলধনী প্রাপ্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুবিধার মোট আর্থিক মূল্য হতে ভূমি বা ভূমিসহ স্থাপনার অর্জনমূল্য বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা মূলধনী মুনাফা। এই মূলধনী মুনাফার ১৫%(পনেরো শতাংশ) মূলধনী মুনাফা কর নির্ধারণ করা হবে। করদাতা ইচ্ছা করলে এই কর সংশ্লিষ্ট করবর্ষ এবং পরবর্তী দুই করবর্ষে সমান তিন কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন।

উদাহরণ ১৯

জনাব সাকিব ২০১০ সালে উত্তরা আবাসিক এলাকায় ৫০ লক্ষ টাকায় ১০ শতক জমি কিনেছিলেন। ২০২০ সালে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত জমির বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করেন যা তিনি আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। ২০২১ সালে তিনি একজন ডেভেলপারের সঙ্গে বিশেষায়িত চুক্তি করেন যার বিনিময়ে তিনি এপ্রিল, ২০২৩ সালে সাইনিং মানি হিসেবে ১ কোটি টাকা নগদ প্রাপ্ত হন, যার বিপরীতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৫ অনুযায়ী ডেভেলপার ১৫% (পনেরো শতাংশ) উৎসে কর কর্তন করেন। ডেভেলপার জমির মালিককে নির্মাণকালীন ২ বছরের জন্য সাইনিং মানির অতিরিক্ত হিসেবে বাড়ি ভাড়া বাবদ মাসিক ৩০,০০০ টাকা হিসেবে মোট ৭,২০,০০০ টাকা প্রদান করেন। উক্ত নির্মাণকালীন ২ বছরে বাড়ি ভাড়া বাবদ প্রাপ্তির উপর ১৫% হারে মূলধনী মুনাফা কর হিসাবে ৫৪,০০০ টাকা করে মোট ১,০৮,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। অক্টোবর, ২০২৫ সালে জমির মালিক ডেভেলপারের নিকট হতে চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি ১৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৪ টি ফ্ল্যাট প্রাপ্ত হন যার মোট মূল্য ২ কোটি টাকা।

(ক) প্রাপ্ত সুবিধার মূল্য = (১,০০,০০,০০০ + ৭,২০,০০০+ ২,০০,০০,০০০) টাকা।
= ৩,০৭,২০,০০০ টাকা।

(খ) জমির অর্জনমূল্য = ৫০,০০,০০০ টাকা (আয়কর নথিতে প্রদর্শিত)।
জমিতে বিনিয়োগ = ১০,০০,০০০ টাকা (আয়কর নথিতে প্রদর্শিত)।
অর্থাৎ, জমিতে মোট বিনিয়োগ = (৫০,০০,০০০ + ১০,০০,০০০) টাকা = ৬০,০০,০০০ টাকা।

(গ) মূলধনী মুনাফা = (৩,০৭,২০,০০০ - ৬০,০০,০০০) টাকা = ২,৪৭,২০,০০০ টাকা।

(ঘ) মূলধনী মুনাফা কর = (২,৪৭,২০,০০০ × ১৫%) = ৩৭,০৮,০০০ টাকা।

(ঙ) সাইনিং মানি প্রদানের সময় ডেভেলপার কর্তৃক উৎসে কর্তিত কর = ১৫,০০,০০০ টাকা।

(চ) বাড়ি ভাড়া সুবিধা প্রাপ্তির উপর ২ বছরে মূলধনী মুনাফা কর হিসেবে পরিশোধ = ১,০৮,০০০ টাকা।

(ছ) ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে জমির মালিক কর্তৃক প্রদেয় মূলধনী মুনাফা কর = [৩৭,০৮,০০০ - (১৫,০০,০০০+১,০৮,০০০)] টাকা = ২১,০০,০০০ টাকা।

তিনি এই প্রদেয় মূলধনী মুনাফা কর ২১,০০,০০০ টাকা ২০২৬-২০২৭ করবর্ষের আয়কর রিটার্নের সাথে একবারে পরিশোধ করতে পারেন অথবা তিনি ২০২৬-২০২৭, ২০২৭-২০২৮ ও ২০২৮-২০২৯ এই ৩ (তিন) করবর্ষে সমান তিন কিস্তিতে, অর্থাৎ প্রতি বছর (২১,০০,০০০/৩) = ৭,০০,০০০ টাকা করে মূলধনী মুনাফা আয়কর পরিশোধ করতে পারবেন।

২৪.২ ব্যক্তিগত মূল্যবান সম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মুনাফার কর নির্ধারণ

ব্যক্তিগত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক, ধাতব মুদ্রা, মূল্যবান ধাতু, চিত্রকর্ম, এন্টিকস (antiques) এবং ক্লাবের সদস্যপদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মুনাফাকে মূলধনী মুনাফা (Capital Gain) হিসেবে গণ্য করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে এসব সম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করে অর্জিত মুনাফাও প্রচলিত বিধান অনুযায়ী মূলধনী মুনাফা হিসেবে করের আওতাভুক্ত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৫। মূলধনী আয় নির্ধারণে অন্যান্য বিষয়াবলি সংক্রান্ত ধারা ৬১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬১ এ নতুন উপ-ধারা (৪), (৫) ও (৬) সংযোজনের মাধ্যমে ফার্মকে কোম্পানিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে মূলধনী মুনাফা কর সম্পর্কিত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, কোনো ফার্ম তার ব্যবসা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে মূলধনী সম্পদ বা স্পর্শাতীত সম্পদ (Intangible Asset) কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করলে, নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে উক্ত হস্তান্তর থেকে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা করমুক্ত থাকবে।

এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো–

(ক) ফার্মের সকল সম্পদ ও দায় কোম্পানির সম্পদ ও দায়ে পরিণত হতে হবে;

(খ) ফার্মের সকল অংশীদার কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হবেন এবং ফার্মে তাদের মূলধনী হিসাবের অনুপাত অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করবেন;

(গ) অংশীদারগণ কর্তৃক শেয়ার বরাদ্দ ছাড়া অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধা বা প্রতিদান গ্রহণ করা যাবে না; এবং

(ঘ) অংশীদারগণের সম্মিলিত শেয়ারধারণ কোম্পানির মোট ভোটাধিকার ক্ষমতার কমপক্ষে ৫০ শতাংশ হতে হবে এবং হস্তান্তরের পরবর্তী ৫ বছর পর্যন্ত তা বজায় রাখতে হবে।

উল্লিখিত শর্তসমূহের কোনোটি যদি পরবর্তীতে ভঙ্গ হয়, তাহলে পূর্বে করমুক্ত থাকা মূলধনী মুনাফা উত্তরাধিকারী কোম্পানির সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে করযোগ্য মূলধনী আয় হিসেবে গণ্য হবে।

এছাড়া, ব্যবসা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে ফার্ম কোম্পানিতে রূপান্তরিত হলে, ফার্মের সঞ্চিত লোকসান (Accumulated Loss) এবং অনিঃশেষিত অবচয় (Unabsorbed Depreciation) উত্তরাধিকারী কোম্পানি পরবর্তী সময়ে লোকসান বা অবচয় ভাতা হিসেবে সমন্বয়ের সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

উদাহরণ **২০**

মেসার্স ফাইয়াজ ট্রেডার্স একটি অংশীদারি ফার্ম, যার ৩ জন অংশীদার রয়েছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ফার্মটি ফাইয়াজ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের সময় ফার্মের সকল সম্পদ ও দায় কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা হয়, সকল অংশীদার তাদের মূলধনী হিসাবের অনুপাতে কোম্পানির শেয়ার গ্রহণ করেন, শেয়ার ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান গ্রহণ করেন না এবং তারা সম্মিলিতভাবে কোম্পানির (৫০%) ভোটাধিকারসম্পন্ন শেয়ার পরবর্তী ৫ বছর ধরে ধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে ফার্ম থেকে কোম্পানিতে সম্পদ হস্তান্তরের ফলে কোনো মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হলেও তার উপর কর আরোপ হবে না। এছাড়া, ফার্মের সঞ্চিত লোকসান ও অনিঃশেষিত অবচয় উত্তরাধিকারী কোম্পানির সংশ্লিষ্ট করবর্ষের লোকসান বা অবচয় ভাতা হিসেবে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৬। অন্যান্য উৎস হতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) দফা (ক) এ একটি নতুন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাতীত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয় সাধারণভাবে অন্যান্য উৎস হতে আয় হিসেবে গণ্য হলেও, যদি এ ধরনের আয় করদাতার পরিচালিত নিয়মিত ব্যবসার অংশ হিসেবে অর্জিত হয়, তাহলে উক্ত আয় “ব্যবসা বা পেশা হতে আয়” হিসেবে পরিগণিত হবে।

(খ) দফা (ঙ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, জয়েন্ট ভেঞ্চার কর্তৃক কর পরিশোধের পর অংশীদারদের মধ্যে যে মুনাফা বণ্টন করা হবে, তা অংশীদারদের জন্য অন্যান্য উৎসে হতে আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৭। অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৬৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৭ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “অঙ্কের ক্রেডিট (any sum found credited) দেখা যায়” শব্দগুলোর পরিবর্তে “লিপিবদ্ধ (any sum found credited) হইয়াছে” শব্দগুলো ও “প্রতীয়মান হয় না” শব্দগুলোর পরিবর্তে “প্রতীয়মান না হয়” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বিধানটি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

(খ) উপ-ধারা (৬) বিলুপ্ত করা হয়েছে। কারণ, সম্পত্তি লিজ বা ভাড়ার বিপরীতে প্রাপ্ত সেলামি, প্রিমিয়াম, জামানত এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিশেষ বিধান ধারা ৩৯ এ পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণপূর্বক “বিশেষ ভাড়া আয়” হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে একই বিষয়ে ধারা ৬৭ এ পৃথক বিধান রাখার প্রয়োজন না থাকায় উপ-ধারা (৬) বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(গ) উপ-ধারা (৭) বিলুপ্ত করা হয়েছে। কারণ, ব্যবসা বা পেশার মূলধনী সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধে ব্যর্থতার বিষয়ে পৃথকভাবে নতুন ধারা ৫৬ক সংযোজন করে কর আরোপের বিধান করা হয়েছে। ফলে একই বিষয়ে ধারা ৬৭ এ বিধান রাখার প্রয়োজন না থাকায় উপ-ধারা (৭) বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(ঘ) উপ-ধারা (৮) এর শর্তাংশে নতুন দফা (গ) সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী, আপন ভাই বা বোন, পিতা-মাতা বা সন্তানের নিকট হতে গৃহীত ঋণ পরবর্তীতে মওকুফ করা হলে বা দানে রূপান্তর করা হলে এবং উভয়ের আয়কর রিটার্নে এর প্রতিফলন থাকলে তা আর "অন্যান্য উৎস হতে আয়" হিসেবে গণ্য হবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) উপ-ধারা (১২) তে উল্লিখিত "যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো কোম্পানি করদাতা সরাসরি বা ভাড়ায়" শব্দগুলোর পরিবর্তে "যেইক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া ব্যবসায় নিয়োজিত কোম্পানি ব্যতীত, কোনো কোম্পানি করদাতা, কোনো আয়বর্ষে সরাসরি বা ভাড়া-ক্রয় এর আওতায়" শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, গাড়ি ভাড়া ব্যবসায় নিয়োজিত কোম্পানি এই বিধানের আওতাভুক্ত হবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

(চ) উপ-ধারা (১৩) এ "ব্যক্তির নিকট হতে" এর পরিবর্তে "ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে একক বা সম্মিলিতভাবে" শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট হতে গৃহীত ঋণ, অগ্রিম বা ডিপোজিটের মোট পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার সীমা নির্ধারণে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ ২১

জনাব ইশতিয়াক জামিল ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে তিনজন বন্ধুর নিকট হতে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত যথাক্রমে ১ লক্ষ, ৩ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। মোট ঋণের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার অধিক হওয়ায়, ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে এটি উপ-ধারা (১৩) এর আওতায় বিবেচিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উপ-ধারা (১৩) এ আরও বিধান সংযোজন করা হয়েছে যে, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা লিজিং কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ, অগ্রিম বা ডিপোজিট গ্রহণ করলে, তা গ্রহণের পরবর্তী ৬ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ৬ বছরের মধ্যে পরিশোধ না করলে, উক্ত অর্থ পরবর্তী অর্থবছরে “অন্যান্য উৎস হতে আয়” হিসেবে গণ্য হবে। তবে পরবর্তীতে উক্ত ঋণ, অগ্রিম বা ডিপোজিট পরিশোধ করা হলে, পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট করবর্ষে মোট আয় হতে বিয়োজন করা যাবে।

সংশোধিত বিধান ২০৩৩-২০৩৪ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

(ছ) উপ-ধারা (১৫) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোনো করদাতা সংশোধিত রিটার্নে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন একই উৎসের আয় মূল রিটার্নের তুলনায় বৃদ্ধি করে দেখালে, বৃদ্ধিকৃত অংশ “অন্যান্য উৎস হতে আয়” হিসেবে গণ্য হবে। তবে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ-১ এর দফা (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (১৭) ও (৩৫)এর আওতাধীন আয় এবং চাকরি হতে আয়ের কর অব্যাহতির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

উদাহরণ ২২

জনাব নিয়াজ হাসান ২০২৬-২৭ করবর্ষে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় ৫,০০,০০০ টাকা এবং করযোগ্য আয় ১২,০০,০০০ টাকা প্রদর্শন করে রিটার্ন দাখিল করেছেন। পরবর্তীতে ভুল সংশোধন করে দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্নে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় ২০,০০,০০০ টাকা প্রদর্শন করেছেন।

আয় নিরূপণ

বিবরণ	টাকা
সংশোধিত রিটার্নে প্রদর্শিত কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় (ক)	২০,০০,০০০
মূল রিটার্নে প্রদর্শিত অভিন্ন উৎসের কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় (খ)	৫,০০,০০০
অন্যান্য উৎস হতে আয় [ক—খ]	১৫,০০,০০০

সংশোধিত রিটার্নে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন আয় অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করে প্রদর্শনের সুযোগ সীমিত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৮। ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানা সংক্রান্ত ধারা ৭০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭০ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়েছে যথাঃ-

(ক) ধারা ৭০ এ উল্লিখিত "ক্ষতি" শব্দের পরিবর্তে "লোকসান" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিভাষার সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

(খ) উপ-ধারা (২)-এর সারণিতে ব্যবসায়িক লোকসানের ক্ষেত্রে "কেবল ব্যবসা" শব্দগুলোর পর "বা পেশা" শব্দগুলো সংযোজন করার মাধ্যমে আয়ের খাতকে অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

(গ) উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান সংশোধনী অনুযায়ী, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ও হ্রাসকৃত করহারের পাশাপাশি ১৬৩(৩) অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় (Final Tax Liability) প্রযোজ্য এরূপ উৎসের বা খাতের লোকসান অন্য কোনো আয়ের সঙ্গে সমন্বয় বা পরবর্তী করবর্ষে জের টানা যাবে না।

(ঘ) উপ-ধারা (৬) এ "অষ্টম তফসিল সাপেক্ষে" শব্দগুলোর পরিবর্তে "অষ্টম তফসিলের অংশ ১ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবসা পুনর্গঠিত হইলে" শব্দ ব্যবহার করে বিধানটি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

২৯। হিসাব, দলিল, বিল-ভাউচার, ইত্যাদি সংরক্ষণের মেয়াদ ও পদ্ধতি সংক্রান্ত নতুন ধারা ৭২ক এর সন্নিবেশ

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭২ এর পর নতুন ধারা ৭২ক সন্নিবেশ করে হিসাবপত্র সংরক্ষণের মেয়াদ ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টতা আনা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, ব্যবসা বা অন্য কোনো উৎসের আয় সংক্রান্ত হিসাব, দলিল, সহায়ক দলিল, বিল-ভাউচার, বিবরণী, চালানসহ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংরক্ষণের মেয়াদ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। কোম্পানি করদাতাকে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এবং কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাকে ৬ (ছয়) বছর পর্যন্ত

এসব নথি সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া, এসব নথি কাগজে (এনালগ) বা ডিজিটাল আকারে অথবা উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩০। কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ৭৩ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উপান্তটীকা পরিবর্তন করে 'কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন এবং আয় পরিগণনাপত্র দাখিল' করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী-

(ক) কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল করদাতা এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হতে আয় রয়েছে এরূপ যেকোনো ব্যক্তি অথবা ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার অথবা ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক মূলধনসম্পন্ন ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও কৃত্রিমসত্তার আওতাভুক্ত সকল করদাতাকে আয়কর রিটার্নের সঙ্গে নিবন্ধিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত ও প্রত্যয়িত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে। একইসাথে, আয়কর আইনের বিধি-বিধান আরোপপূর্বক করদাতার আয় পরিগণনার প্রমাণক হিসেবে আয় পরিগণনাপত্র (Income Computation Sheet) নিবন্ধিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CA) অথবা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CMA) অথবা আয়কর আইনজীবী কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করে দাখিল করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

(খ) সকল ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও কৃত্রিমসত্তার আওতাভুক্ত সকল করদাতাকে আয়কর রিটার্নের সাথে আয়কর আইনের বিধি-বিধান আরোপপূর্বক করদাতার আয় পরিগণনার প্রমাণক হিসেবে আয় পরিগণনাপত্র (Income Computation Sheet) নিবন্ধিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CA) অথবা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CMA) অথবা আয়কর আইনজীবী কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করে দাখিল করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

(গ) অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে নতুন সংযোজিত ধারা ১১২ক-তে উল্লিখিত সকল স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত যেকোনো ব্যক্তি এবং ধারা ১৩০ক-তে উল্লিখিত সকল উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী বা পরিবেশক বা আড়তদারকে তাদের দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের সাথে আয়কর আইনের বিধি-বিধান আরোপপূর্বক করদাতার আয় পরিগণনার প্রমাণক হিসেবে আয় পরিগণনাপত্র (Income Computation Sheet) নিবন্ধিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CA) অথবা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CMA) অথবা আয়কর আইনজীবী কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করে দাখিল করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) উপ-ধারা (৪) সংযোজনের মাধ্যমে ডেভেলপার ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে International Financial Reporting Standards (IFRS) অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে, IFRS 15 (Revenue from Contracts with Customers) অনুযায়ী revenue লিপিবদ্ধ করার বিধান করা হয়েছে।

IFRS 15 অনুযায়ী গ্রাহকের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে কর্মসম্পাদনের (Performance Obligation) অগ্রগতি বা সম্পন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে revenue স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এই পদ্ধতিতে revenue স্বীকৃতির ফলে অডিট রিপোর্টের আন্তর্জাতিক হিসাবমান অনুসরণ নিশ্চিত হবে এবং কর আদায়ে জটিলতা হ্রাস পাবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) নতুন ব্যাখ্যাংশ সংযোজন করে "আয় পরিগণনাপত্র (Income Computation Sheet)" এবং "আর্থিক বিবরণী (Financial Statement)" এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। "আয় পরিগণনাপত্র" বলতে ধারা ৪৫ থেকে ধারা ৪৮ অনুযায়ী ব্যবসা বা পেশা হতে আয়, ধারা ৪৯ থেকে ৫৪ অনুযায়ী ব্যবসা বা পেশার হতে আয়ের ক্ষেত্রে বিয়োজনযোগ্য খরচ এবং ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের ক্ষেত্রে অননুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ আইন অনুযায়ী প্রয়োগ ও সমন্বয় করে করযোগ্য আয় ও পরিশোধযোগ্য কর নিরূপণের বিবরণীকে বোঝানো হয়েছে।

অন্যদিকে, "আর্থিক বিবরণী" বলতে বিশদ আয় বিবরণী (Statement of Comprehensive Income), মালিকানা স্বত্ব বিবরণী (Statement of Changes in Equity), নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement), আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position/Balance Sheet) এবং আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ (Notes to the Financial Statements)এর সমন্বয়ে প্রস্তুত আর্থিক প্রতিবেদনকে বোঝানো হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩১। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ৭৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ব্যবসা" শব্দের পর "বা পেশা" শব্দগুলো এবং "উপচিত" শব্দের পর "(accrual)" শব্দ ও বন্ধনী সন্নিবেশ করে আইন অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩২। কতিপয় বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত সংক্রান্ত ধারা ৭৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৮ সংশোধনের মাধ্যমে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য দুটি সীমা হ্রাস করা হয়েছে। কর রেয়াতের সীমা করদাতার অনুমোদনযোগ্য মোট বিনিয়োগের ১৫% থেকে কমিয়ে ১০% নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে, কর রেয়াতের সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৭.৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। তবে মোট আয়ের (কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয়, অংশীদারি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) ৩% সীমা অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি সীমা- (ক) মোট আয়ের (কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয়, অংশীদারি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) ৩%, (খ) অনুমোদনযোগ্য মোট বিনিয়োগের ১০% এবং (গ) ৭.৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে যেটি সর্বনিম্ন হবে, সেই পরিমাণ কর রেয়াত প্রাপ্য হবে।

উদাহরণ ২৩

ইমতিয়াজ হাসান তনয় এর মোট আয় ৫ কোটি টাকা এবং তিনি ষষ্ঠ তফসিলের অংশ-৩ অনুযায়ী ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন।

বিবরণ	টাকা
মোট আয় (ক)	৫,০০,০০,০০০
কর রেয়াতের নিমিত্ত অনুমোদনযোগ্য মোট বিনিয়োগ (খ)	১,০০,০০,০০০
(১) মোট আয়ের ৩%=	১৫,০০,০০০
(২) অনুমোদনযোগ্য মোট বিনিয়োগের নির্ধারিত শতাংশ (১০%)=	১০,০০,০০০
(৩) আইনে নির্ধারিত কর রেয়াতের সর্বোচ্চ সীমা	৭,৫০,০০০
প্রাপ্য কর রেয়াত [(১), (২) এবং (৩) এর মধ্যে যা সর্বনিম্ন] =	৭,৫০,০০০

উল্লেখ্য যে, মোট আয় = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয়, অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়।

উদাহরণ ২৪

তানভীর আহমেদ মোট আয় ২ কোটি টাকা এবং তিনি ষষ্ঠ তফসিলের অংশ-৩ অনুযায়ী ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন।

বিবরণ	(টাকা)
মোট আয় (ক)	২,০০,০০,০০০
কর রেয়াতের নিমিত্ত অনুমোদনযোগ্য মোট বিনিয়োগ (খ)	৪০,০০,০০০
(১) মোট আয়ের ৩%=	৬,০০,০০০
(২) অনুমোদনযোগ্য মোট বিনিয়োগের নির্ধারিত শতাংশ (১০%)=	৪,০০,০০০
(৩) আইনে নির্ধারিত কর রেয়াতের সর্বোচ্চ সীমা=	৭,৫০,০০০
প্রাপ্য কর রেয়াত [(১), (২) এবং (৩) এর মধ্যে যা সর্বনিম্ন] =	৪,০০,০০০

উল্লেখ্য যে, মোট আয় = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয়, অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৩। সমবায় সমিতির কতিপয় আয়ের অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৭৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৯-এর দফা (ক) সংশোধন করে সমবায় সমিতির কর অব্যাহতির আওতায় পূর্বে উল্লিখিত “ফসল উৎপাদন” এর পরিবর্তে “কৃষি” শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে সমবায় সমিতির কর অব্যাহতির ক্ষেত্রে কেবল ফসল উৎপাদন নয়, বরং কৃষি কার্যক্রম খাতের আওতাভুক্ত কার্যক্রম থেকে অর্জিত আয়ও কর অব্যাহতির জন্য বিবেচিত হবে। এর ফলে, সমবায় সমিতির কর অব্যাহতির আওতা সম্প্রসারিত হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৪। অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৮৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এ “ব্যবসা” শব্দের পর “বা পেশা” শব্দগুলো সন্নিবেশ এবং উপ-ধারা (৪) এ “ক্ষতি” শব্দের পরিবর্তে “লোকসান” শব্দ প্রতিস্থাপন করে অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৫। স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৭ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (৪) এ তুলা ও সুতা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় ঋণপত্র (Local L/C) বা অন্যান্য অর্থায়ন চুক্তির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ বা ঋণ প্রদানের সময় ১% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান ছিল। সংশোধনের মাধ্যমে “তুলা” শব্দটি উপ-ধারা (৪) থেকে উপ-ধারা (৫) এ স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে তুলা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১% হারে উৎসে কর কর্তনের পরিবর্তে ০.৫% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

(খ) উপ-ধারা (৫) সংশোধন করে ০.৫% হারে উৎসে কর কর্তনের আওতাভুক্ত পণ্যের তালিকা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পূর্বের তালিকার পাশাপাশি পুষ্টি চালের কার্নেল, গবাদি পশুর হাড়, হাঁস-মুরগি, চিংড়ি, আয়োডিন, ডিম, শাকসবজি, লেবু, কাঁচামরিচ, তরল দুধ, স-মিলের ভূসি, পোল্ট্রি ফিড, পিলেটেড পোল্ট্রি ফিড, মাশরুম, মধু, গুড়, তামাক ব্যতীত অন্যান্য গাছের পাতা ও বাকল, চিটাগুড়, খৈল, সয়াবিন মিল, ডি-ও-আর-বি (De-oiled Rice Bran), তুলা, কাঁচা চামড়া, জৈব সার, জৈব বালাইনাশক এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(গ) নতুন উপ-ধারা (৫ক) সংযোজন করে এম এস বিলেট ব্যতীত সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহপণ্য এবং ফেরো অ্যালয় পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় ঋণপত্র (Local L/C) খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক ২% হারে উৎসে কর কর্তন করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৬। সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর, টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৮ এর বিলোপ

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৮ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৭। ভাড়া হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০৯-এর উপ-ধারা (১) সংশোধন করে উৎসে কর কর্তনের আওতাভুক্ত ভাড়ার তালিকায় "কোনো ভবন যাহা সম্পূর্ণভাবে গুদামঘর (Warehouse) হিসেবে ব্যবহৃত হয়" সংযোজন করা হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে গুদামঘর হিসেবে ব্যবহৃত কোনো ভবনের ভাড়া পরিশোধের সময়ও ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৮। সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১১ এ "কোনো ক্ষতিপূরণ" শব্দের পর "উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন," শব্দসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিপরীতে প্রদত্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ, অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ, বন্দোবস্ত, পুনর্বাসন ভাতা, বিশেষ অনুদান বা অন্য যে নামেই প্রদান করা হোক না কেন, তা এই ধারার আওতায় বিবেচিত হবে এবং প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৩৯। নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১২ সংশোধন করে রপ্তানিকারককে নগদ রপ্তানি ভর্তুকি (Cash Export Subsidy/Incentive) বাবদ অর্থ পরিশোধ বা জমা দেওয়ার সময় উৎসে কর কর্তনের হার ১০% থেকে কমিয়ে ৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪০। স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়ে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত নতুন ধারা ১১২ক এর সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এ নতুন ধারা ১১২ক সংযোজন করে স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য উৎসে কর কর্তনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী উল্লিখিত পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতার নিকট হতে ক্রয়মূল্যের উপর ০.৫% হারে উৎসে কর কর্তন করবেন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪১। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৪ এর উপ-ধারা (১) এ সংশোধন করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) অথবা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি

অথবা ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহ/কর্তনের হার ৪% থেকে কমিয়ে ৩% নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪২। লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৭ সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করে লভ্যাংশের উপর উৎসে কর কর্তনের হার নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্বে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারের ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রযোজ্য করহারে এবং কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে টিআইএন থাকলে ১০% ও টিআইএন না থাকলে ১৫% হারে কর কর্তনের বিধান ছিল। সংশোধিত বিধানে টিআইএনভিত্তিক পার্থক্য বিলুপ্ত করে শেয়ারহোল্ডার বা ইউনিট হোল্ডার যদি স্বাভাবিক ব্যক্তি (Individual) হয় সেক্ষেত্রে উৎসে কর হার ১৫% এবং স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে উৎসে কর হার ২০% করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪৩। লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৮ প্রতিস্থাপন করে লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করে প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ২০% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সংশোধনের মাধ্যমে সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম এবং অনুরূপ খেলায় প্রাপ্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য ২৫% করহারের সঙ্গে উৎসে কর কর্তনের হারকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪৪। অনিবাসীদের আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১১৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা (permanent establishment)

নেই এমন অনিবাসী করদাতার ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত করকে ন্যূনতম করের পরিবর্তে চূড়ান্ত কর হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। ফলে কোনো দাবির বিপরীতে একে সমন্বয় করা যাবে না। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারার ব্যাখ্যাংশে বিদেশে নিবাসী (resident in a foreign country) করদাতার স্থায়ী স্থাপনা (PE) প্রতিষ্ঠা ও নিবাসী/অনিবাসী মর্যাদা নির্ধারণে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি (Double Taxation Avoidance Agreement-DTAA) অনুসরণের বিধান সংযোজন করা হয়েছে এবং যেসব দেশের সাথে বাংলাদেশের DTAA নেই, সেসব ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী উক্ত স্থায়ী স্থাপনা (PE) প্রতিষ্ঠা ও নিবাসী/অনিবাসী মর্যাদা নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪৫। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১২৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৪ সংশোধন করে বিদেশ হতে প্রেরিত ফি, সেবা চার্জ, পারিশ্রমিক বা প্রাপ্তি, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, তার উপর উৎসে করের হার ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ) থেকে কমিয়ে ৫% (পাঁচ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া, শর্তাংশের ক্রমিক নং (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বের বিধান অনুযায়ী শর্তাংশের ক্রমিক ১ এ ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত গ্রস বিল বা কমিশনসহ গ্রস বিলের উপর ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে উৎসে কর কর্তন করা হতো। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট এর পাশাপাশি শিপিং এজেন্ট কর্তৃক প্রাপ্ত গ্রস বিলের ১% (এক শতাংশ) অথবা উক্ত এজেন্টের কমিশন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকলে উক্ত কমিশনের ১০% (দশ শতাংশ) – এর মধ্যে যেটা বেশি, সেই হারে কর কর্তন করতে হবে।

উদাহরণ ২৫

একটি ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট রপ্তানী কার্যক্রমের বিপরীতে বিদেশ হতে ১ কোটি টাকার গ্রস বিল পেয়েছে এবং উক্ত বিলে তার কমিশন ১৫ লক্ষ টাকা পৃথকভাবে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে,

গ্রস বিলের ১% = (১,০০,০০,০০০ × ১%) = ১ লক্ষ টাকা এবং

কমিশনের ১০% = (১৫,০০,০০০ × ১০%) = ১.৫ লক্ষ টাকা।

যেহেতু গ্রস বিলের ১% অপেক্ষা কমিশনের ১০% বেশি, তাই ১.৫ লক্ষ টাকা উৎসে কর সংগ্রহ করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪৬। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৫ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (১) এ "নির্ধারিত হারে" শব্দগুলোর পর "প্রতিটি দলিলের বিপরীতে এ-চালানের মাধ্যমে" শব্দগুলো সন্নিবেশ করে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিটি দলিলের বিপরীতে এ-চালানের মাধ্যমে উৎসে কর পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নতুন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত বিধান অনুযায়ী, সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দানকর আইন, ১৯৯০ এর প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে প্রযোজ্য হারে দানকর এ-চালানের মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই উপ-ধারাটি শুধু হেবা বা দানের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য নয়। হেবা বা দানের ক্ষেত্রে হেবাকারী বা দানকারীর জন্য দানকর প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই দানকরের হার, পরিমাণ ও অব্যাহতি নির্ধারিত হয় দানকর আইন, ১৯৯০ এর আলোকে।

সুতরাং, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে হেবা বা দানের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দানকারী বা হেবা দাতার নিকট থেকে দানকর আইন, ১৯৯০ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে দানকর এ-চালানের মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে, উৎসে কর সংগ্রহের প্রযোজ্যতা নেই। অপরদিকে, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দানকর প্রযোজ্য নয়, এক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা বিক্রেতার নিকট হতে প্রযোজ্য হারে শুধু উৎসে কর সংগ্রহ নিশ্চিত করবেন।

(গ) উপ-ধারা (৩) এর নতুন শর্ত ও ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত শর্ত অনুযায়ী, যেক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকের নিকট আয়কর পাওনা আছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি বন্ধকী সম্পত্তির

মালিকের প্রদেয় কর পরিশোধ করবে মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করা সাপেক্ষে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির হস্তান্তর সম্পাদন করবেন।

উপধারা (৩) এ ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত ব্যাখ্যায় "স্পেশাল পারপাজ ভেহিকল (Special Purpose Vehicle, SPV)" এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সরকার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অনুমোদিত সুকুক বা অনুরূপ অর্থায়ন ব্যবস্থার জন্য গঠিত কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফান্ড বা অন্য কোনো পৃথক আইনগত সত্তাকে SPV হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই SPV এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সম্পদ ধারণ, ব্যবস্থাপনা, হস্তান্তর, অর্থ সংগ্রহ, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং উক্ত উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়টি আইনে স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪৭। ইট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী-

৪৭.১ ইটভাটার ধরন অনুযায়ী অগ্রিম করের হার

ইট প্রস্তুত বা উৎপাদনের জন্য অর্থ বছরের প্রথম ইট পোড়ানোর পূর্বে ইট প্রস্তুতকারক নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লিখিত হারে প্রযোজ্য অগ্রিম কর পরিশোধ করবে, যথা:—

সারণি

ক্রমিক নং	**ইটভাটার ধরন**	**অগ্রিম করহার (টাকায়)**
(১)	(২)	(৩)
১।	এক সেকশন বা ১,০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের অধিক নয় এরূপ ইটভাটার ক্ষেত্রে	১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা
২।	দেড় সেকশন বা ১,০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের অধিক কিন্তু ১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুটের অধিক নয় এরূপ ইটভাটার ক্ষেত্রে	১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা

৩।	দুই সেকশন বা ১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুটের অধিক এরূপ ইটভাটার ক্ষেত্রে	২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা
৪।	ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত হয় নাই এরূপ ইটভাটার ক্ষেত্রে	৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা

৪৭.২ অগ্রিম কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণ

এই আইন বা অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন তা এই ধারার অধীন অগ্রিম আয়কর প্রদানকে বাধাগ্রস্ত করবে না।

৪৭.৩ লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের সঙ্গে আয়কর পরিশোধের সংযোগ স্থাপন

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর অধীন ইট প্রস্তুত বা উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সাথে ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর পরিশোধের এ-চালান এবং আয়কর পরিশোধ সম্পর্কিত হালনাগাদ সনদ সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। উক্ত দলিলাদি সংযুক্ত না থাকা সত্ত্বেও লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করা হলে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করা হবে।

৪৭.৪ ব্যাখ্যা

এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "আয়তন" ও "ইটভাটা" এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। **"আয়তন"** অর্থ ইটভাটার দেয়ালের ভেতরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিমাপ এবং **"ইটভাটা"** অর্থ এইরূপ কোনো স্থান বা অবকাঠামো যেখানে ইট প্রস্তুত করা হয়।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৪৮। খুচরা বিক্রেতার নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩০ক এর সন্নিবেশ

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩০ এর পর নতুন ধারা ১৩০ক সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন ধারার বিধান অনুযায়ী, কোনো উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী বা পরিবেশক বা আড়তদার তার উৎপাদিত বা আমদানিকৃত বা

ক্রয়কৃত বা বিক্রয়ের জন্য সংগ্রহকৃত বা প্রাপ্ত পণ্য, খুচরা বিক্রেতার নিকট সরাসরি বিক্রয় বা সরবরাহের বিপরীতে উক্ত খুচরা বিক্রেতার নিকট হতে ০.২% (শূন্য দশমিক দুই শতাংশ) হারে উৎসে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহ করবেন।

এই ধারার অধীন সংগৃহীত কর করদাতা হিসাবে নিবন্ধিত খুচরা বিক্রেতার ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর হিসাবে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে তার আয়কর নিরূপণের সময় সমন্বয়যোগ্য হবে। বিধান করা হয়েছে যে, 'ব্যক্তি' সংজ্ঞার আওতাভুক্ত যেকোনো উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, পরিবেশক বা আড়তদার, যিনিই খুচরা বিক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করবেন, তিনিই উৎসে অগ্রিম কর সংগ্রহের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

এক্ষেত্রে, উৎসে কর সংগ্রহ না করে খুচরা বিক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করা হলে, অনাদায়ী করের সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, পরিবেশক বা আড়তদার কর্তৃক নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করতে হবে। তবে, এরূপ পরিশোধিত অর্থ তার ব্যবসা বা পেশা হতে আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন হিসাবে গণ্য হবে।

ধারাটির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "আড়তদার" এর সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে। আড়তদার বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যিনি অন্যের পণ্য নিজের আড়ত বা গুদামে সংরক্ষণ করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং এর বিনিময়ে কমিশন বা মুনাফা প্রাপ্ত হন।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক পণ্য খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয়ের পরিবর্তে অপর কোনো কমিশন এজেন্ট বা ডিলার বা পরিবেশককে কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, প্রণোদনা বা কর্মদক্ষতা ভাতা বা কর্মদক্ষতা সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রণোদনা বা সুবিধা প্রদান করা হলে উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম ধারা ৯৪ এ উৎসে কর কর্তন করবে।

আরো উল্লেখ থাকে যে, আয়কর আইনের ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত 'নির্দিষ্ট ব্যক্তি' সহ 'ব্যক্তি' সংজ্ঞার আওতাভুক্ত যেকোনো উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, পরিবেশক বা আড়তদার, যিনিই খুচরা বিক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করবেন, তিনিই উৎসে অগ্রিম কর সংগ্রহের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

সন্নিবেশিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ২৬

২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে A লিমিটেড নামীয় একটি সাবান-শ্যাম্পু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার অনুমোদিত পরিবেশক L লিমিটেড এর নিকট Distribution Agreement এর আওতায় ১০০

কোটি টাকা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যমানের পণ্য বিক্রয় করে। L লিমিটেড উক্ত পণ্যসমূহ খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে।

এক্ষেত্রে, (ক) A লিমিটেড কোম্পানি, পরিবেশক L লিমিটেড এর নিকট হতে কি পরিমাণ উৎসে কর সংগ্রহ করবে?

(খ) L লিমিটেড কোম্পানির ব্যবসায়িক টার্নওভার কত এবং কত টাকা সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে?

সমাধান

(ক) A লিমিটেড কোম্পানি কর্তৃক পরিবেশক L লিমিটেড এর নিকট হতে উৎসে সংগ্রহযোগ্য করের পরিমাণ–

A লিমিটেড, L লিমিটেড এর নিকট ১০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ৯৫ কোটি টাকায় বিক্রি করে।

এক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী, A লিমিটেড, L লিমিটেড এর নিকট হতে খ × গ এর সমপরিমাণ মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করবে।

খ = পরিবেশক বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোম্পানি বা ফার্মের বিক্রয়মূল্য

গ = ৫% (পাঁচ শতাংশ)

সুতরাং, A লিমিটেড কোম্পানি কর্তৃক পরিবেশক L লিমিটেড এর নিকট হতে উৎসে সংগ্রহযোগ্য করের পরিমাণ = খ × গ × ৫%

= (৯৫,০০,০০,০০০ × ৫% × ৫%) টাকা

= ২৩,৭৫,০০০ টাকা।

A লিমিটেড কোম্পানি কর্তৃক উৎসে সংগ্রহযোগ্য করের পরিমাণ = ২৩,৭৫,০০০ টাকা।

(খ) 'L লিমিটেড' কোম্পানির ব্যবসায়িক টার্নওভার

পরিবেশকের কমিশন প্রাপ্তিই তার টার্নওভার। পরিবেশক L লিমিটেড উৎপাদকের পণ্য খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয়ের মাধ্যমে তার ব্যবসার কার্য সম্পাদন করে। সুতরাং, কমিশন প্রাপ্তিই পরিবেশকের জন্য টার্নওভার।

তবে উল্লেখ থাকে যে, কোনো পরিবেশক যদি পরিবেশন ব্যবসার বাইরে কোনো সরবরাহ বা অপর কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা অপর কোনো ব্যবসায় নিয়োজিত থাকে সেক্ষেত্রে পরিবেশন ব্যবসার বাইরের টার্নওভারসহ তার মোট টার্নওভার বিবেচিত হবে।

L লিমিটেড যেহেতু Distribution Agreement এর আওতায় মোট ১০০,০০,০০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে। এক্ষেত্রে, পরবর্তীতে L লিমিটেড উক্ত পণ্যসমূহ খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে।

সুতরাং, 'L লিমিটেড' এর ব্যবসায়িক টার্নওভার

={১০০ কোটি (খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয়)—৯৫ কোটি (পরিবেশক হিসেবে পরিশোধিত ক্রয়মূল্য)}

=৫ কোটি।

L লিমিটেড ১০০ কোটি টাকার পণ্য খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। আয়কর আইনের ১৩০ক ধারা অনুযায়ী, L লিমিটেড খুচরা বিক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহের সময় খুচরা বিক্রেতার নিকট হইতে ০.২% হারে উৎসে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহ করবেন।

সুতরাং, খুচরা বিক্রতার নিকট হতে কর সংগ্রহ = (সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য × ০.২%)

= (১০০,০০,০০,০০০ × ০.২%)

= ২০,০০,০০০ টাকা।

অর্থাৎ L লিমিটেড **২০,০০,০০০** টাকা সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিবে।

৪৯। ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩১ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩১ এর উপান্তটিকায় উল্লিখিত "প্রদান বা" শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং "নবায়নের জন্য" শব্দগুলোর পর "এ-চালানের মাধ্যমে" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সন্নিবেশিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫০। নিবন্ধিত ক্লাবের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৭ক এর সন্নিবেশ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৭ এর পর নতুন ধারা ১৩৭ক সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন ধারার বিধান অনুযায়ী, Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) বা বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের আওতায় নিবন্ধিত ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ, নবায়ন, হস্তান্তর বা পরিবর্তনের সময় পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, এর উপর ক্লাব কর্তৃপক্ষ ১০% (দশ শতাংশ) হারে উৎসে কর সংগ্রহ করবেন।

সন্নিবেশিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫১। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৮ ধারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানের উপ-ধারা (১) অনুযায়ী, মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের চালান দাখিল করা না হলে মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করবেন না, যথা:—

সারণি

ক্রমিক নং	মোটরযানের ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	৫২ (বায়ান্ন) আসনের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)
২।	৫২ (বায়ান্ন) আসনের অধিক আসন নয় এরূপ বাস	২০,০০০ (বিশ হাজার)
৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)
৪।	ডাবল ডেকার বাস (নন এসি)	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)

ক্রমিক নং	মোটরযানের ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
৫।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডাবল ডেকার/স্লিপার বাস	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)
৬।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস/কোস্টার	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)
৭।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এরূপ মিনিবাস/ কোস্টার	১২,৫০০ (বারো হাজার পাঁচশত)
৮।	৫ (পাঁচ) টনের অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) টনের কম পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, ডাম্পট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, প্রাইম মুভার, লরি বা ট্যাংক লরি	৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)
৯।	২০ টন বা তাহার অধিক পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, ডাম্পট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, প্রাইম মুভার, লরি বা ট্যাংক লরি	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)
১০।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক, তবে ৫ (পাঁচ) টনের অধিক নয় এরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, কার্গো ভ্যান, লরি বা ট্যাংক লরি	১৫,০০০ (পনেরো হাজার)
১১।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক নয় এরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত)
১২।	পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ট্রাক্টর, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা	৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত)
১৩।	ক্রেন, এক্সকাভেটর, ড্রেজার, রোলার, কংক্রিট মিক্সচার সহ সকল হেভি মোটর ভেহিকেল বা স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)
১৪।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব	১৫,০০০ (পনেরো

ক্রমিক নং	মোটরযানের ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
		হাজার)
১৫।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এরূপ ট্যাক্সিক্যাব	৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত)

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫২। বেসামরিক আকাশযান হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৮ক সন্নিবেশ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৮ এর পর নতুন ধারা ১৩৮ক সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন ধারার বিধান অনুযায়ী, বেসামরিক আকাশযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের এ-চালান দাখিল করা না হলে বেসামরিক আকাশযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ বেসামরিক আকাশযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করবেন না, যথা:—

সারণি

ক্রমিক	আকাশযানের ধরন	অগ্রিম করের পরিমাণ (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	হেলিকপ্টার বা চপার	১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)

যেক্ষেত্রে একাধিক বছরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়ন করা হয় সেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের বছরের পরবর্তী বছর বা বছরগুলোর ৩০ জুন তারিখ বা তার পূর্বে সংগ্রহ করতে হবে।

যেক্ষেত্রে কোনো বছর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ ক+খ নিয়মে নির্ধারিত হবে, যেখানে-

ক = পূর্ববর্তী বছর বা বছরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

খ = পরিশোধের বছরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।

তাছাড়া, উপ-ধারা (১) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাবে না, যদি আকাশযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:—

(ক) সরকার;

(খ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;

(গ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং এর সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;

(ঘ) ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ; বা

(ঙ) অগ্রিম কর পরিশোধ করতে হবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।

সন্নিবেশিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৩। সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৪০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (১) এর উপ-দফা (অ), (আ) ও (ই) তে ব্যবহৃত "প্রধান কর্মকর্তা" শব্দের পরিবর্তে "মুখ্য কর্মকর্তা" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে আয়কর আইনে ব্যবহৃত পরিভাষার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাছাড়া, দফা (৩) এ "নির্দিষ্ট ব্যক্তি" এর সংজ্ঞার আওতায় নতুন উপ-দফা (জ) সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বার্ষিক ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক ব্যবসায়িক টার্নওভার সম্পন্ন যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, বার্ষিক ১০ কোটি টাকার অধিক ব্যবসায়িক টার্নওভারসম্পন্ন স্বাভাবিক ব্যক্তিগণও 'নির্দিষ্ট ব্যক্তি' হিসেবে গণ্য হবেন এবং যেসব ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তির উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকেও উক্ত বিধান অনুসরণ করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৪। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ ও যাচাইকরণ সংক্রান্ত ধারা ১৪৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪৭ এর উপ-ধারা (২) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হয়েছে যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ বা স্থানে প্রবেশ করার পর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও যদি কোনো প্রকার বাধা, প্রতিবন্ধকতা বা অসহযোগিতার সম্মুখীন হন, তা হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। এর মাধ্যমে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ ও যাচাইকরণ কার্যক্রমে বাধা প্রদান বা অসহযোগিতা রোধে আইনগত ভিত্তি আরও সুস্পষ্ট হয়েছে।

তাছাড়া, ধারা ১৪৭ এ নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজনপূর্বক বিধান করা হয়েছে যে, উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অর্থবছর এবং এর পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ ২ (দুই) অর্থবছর পর্যন্ত পরিচালনা করা যাবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৫। মোটরযান মালিকগণের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সারণির পরিবর্তে সারণি-১ ও সারণি-২ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনী অনুযায়ী, মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত সারণীসমূহে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের চালান মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সাথে দাখিল না করলে মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করবেন না, যথা:-

সারণি-১

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরণ ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরণ ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি	অগ্রিম কর (টাকা)
১।	১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)
২।	১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে, তবে ২,০০০ (দুই হাজার) সিসির উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)
৩।	২,০০০ (দুই হাজার) সিসির উর্ধ্বে, তবে ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার)
৪।	২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে, তবে ৩০০০ (তিন হাজার) সিসির উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)
৫।	৩,০০০ (তিন হাজার) সিসির উর্ধ্বে, তবে ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)
৬।	৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে তবে ৪,৫০০ (চার হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৪,০০,০০০ (চার লক্ষ)
৭।	৪,৫০০ (চার হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)
৮।	মাইক্রোবাস ও ডাবল কেবিন পিকআপ প্রতিটির জন্য	৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)

সারণি-২

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরণ ও মোটর ক্যাপাসিটি	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	২০০ (দুইশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)
২।	২০০ (দুইশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ৩০০ (তিনশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)
৩।	৩০০ (তিনশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ৪০০ (চারশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার)
৪।	৪০০ (চারশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে প্রতিটি মোটরযানের জন্য	১,০০,০০০ (এক লক্ষ)

।”;

তাছাড়া, উপ-ধারা (৩) এর পর নতুন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধিত কর অগ্রিম কর হিসাবে বিবেচিত হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৬। আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকগণের নিকট হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ক এর সন্নিবেশ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫৩ এর পর নতুন ধারা ১৫৩ক সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন ধারার বিধান অনুযায়ী, আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকানা নিবন্ধন বা লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকানা নিবন্ধন বা

লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন করার ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লিখিত হারে এ-চালানের মাধ্যমে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহ করবেন, যথা:—

সারণি

ক্রমিক নং	**আগ্নেয়াস্ত্রের শ্রেণি**	**অগ্রিম করের পরিমাণ (টাকা)**
(১)	**(২)**	**(৩)**
১।	বন্দুক বা শর্টগান বা রাইফেল	৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার)
২।	পিস্তল বা রিভলবার	১,০০,০০০ (এক লক্ষ)

সন্নিবেশিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৭। অগ্রিম কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৫৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫৪ এর উপ-ধারা (১) সংশোধনপূর্বক অগ্রিম কর পরিশোধের জন্য নির্ধারিত মোট আয়ের সীমা ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে, কোনো করদাতার সর্বশেষ নিরূপিত আয়বর্ষে মোট আয় ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হলে তিনি চলমান অর্থবছরে অগ্রিম কর পরিশোধ করবেন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৮। অগ্রিম করের পরিমাণ এবং তাহা পরিশোধের সময় সংক্রান্ত ধারা ১৫৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫৫ এর উপ-ধারা (২) হতে “ন্যূনতম” শব্দ বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে, অগ্রিম করের কিস্তি পরিশোধ সংক্রান্ত বিধানটি শুধুমাত্র অগ্রিম করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ধারা ১৫৫ এর উপ-ধারা (৫) সংশোধনপূর্বক “কম” শব্দের পর “বা বেশি” শব্দ সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে, কোনো করদাতা যদি প্রাক্কলন করেন যে, চলমান অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য অগ্রিম কর উপ-ধারা (১) ও (২) অনুযায়ী পরিগণিত কর অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারে, তাহলে তিনি উপকর কমিশনারের নিকট প্রাক্কলন দাখিল করে ইতঃপূর্বে পরিশোধিত কিস্তির সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট কিস্তিসমূহ পরিশোধ করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৫৯। অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয় সংক্রান্ত ধারা ১৬২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬২-এর উপ-ধারা (১)-এর শর্ত প্রতিস্থাপনপূর্বক বিধান করা হয়েছে যে, আয়বর্ষ সংশ্লিষ্ট করবর্ষ সমাপ্তির পর বিলম্ব রিটার্ন দাখিল করা হলে প্রযোজ্য সুদের হার ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬০। আয়কর আইনের অংশ ৮ এর শিরোনাম এর পরিবর্তন

আয়কর আইনের অংশ ৮-এর শিরোনাম সংশোধন করে “ন্যূনতম কর” শিরোনামের পরিবর্তে “অগ্রিম কর, চূড়ান্ত কর এবং টার্নওভার ট্যাক্স সংক্রান্ত বিশেষ বিধান” নামীয় শিরোনাম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অংশ ৮-এর পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে, যেখানে ন্যূনতম করের পরিবর্তে অগ্রিম কর, চূড়ান্ত কর এবং টার্নওভার ট্যাক্স সংক্রান্ত বিশেষ বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬ -২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬১। ন্যূনতম কর সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৬৩ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উপান্তটীকা পরিবর্তন করে ‘অগ্রিম কর, চূড়ান্ত কর এবং টার্নওভার ট্যাক্স’ করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী-

অর্থ আইন, ২০২৬-এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ১৬৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, অংশ-৭-এর অধীন কর্তিত, সংগৃহীত বা পরিশোধিত কর, করদাতার নিরূপিত করের চেয়ে বেশি হলে, অতিরিক্ত কর্তিত, সংগৃহীত বা পরিশোধিত কর, করদাতার অনুকূলে প্রত্যর্পণযোগ্য (Refundable) হবে। করদাতা ইচ্ছা করলে উক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য (Refundable) কর ফেরত পাওয়ার আবেদন করতে পারবেন অথবা পূর্ববর্তী করদাবির সঙ্গে সমন্বয় কিংবা পরবর্তী করবছরের করদাবির সাথে সমন্বয়ের জন্য জের টানতে (Carry Forward) পারবেন।

এছাড়া, ধারা ১৩৮ ও ১৩৯-এর অধীন কর্তিত বা সংগৃহীত কর, সংশ্লিষ্ট আয়ের উৎস বা উৎসসমুহের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য হবে। তবে, এক্ষেত্রে, করদাতার প্রদর্শিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর, উক্ত চূড়ান্ত করদায় অপেক্ষা অধিক হলে, করদাতা অধিকতর কর প্রদান করবেন।

একইভাবে, ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২)-এর অধীন রিটার্ন দাখিল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Person) এর ক্ষেত্রে, অংশ-৭-এর অধীন কর্তিত বা সংগৃহীত উৎসে অগ্রিম কর, চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য হবে।

এই ধারায় 'টার্নওভার ট্যাক্স' সম্পর্কিত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। ধারা ১৩৮ ও ধারা ১৩৯ এর অধীন কর্তিত বা সংগৃহীত কর সংশ্লিষ্ট আয়ের উৎস বা উৎসসমুহের বিপরীতে চূড়ান্ত করদায়ের বিধান অক্ষুণ্ন রেখে, কোনো ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের উপর প্রদেয় কর, ব্যবসা বা পেশার টার্নওভারের জন্য প্রযোজ্য করের চেয়ে কম হলে, ব্যবসা বা পেশা হতে মুনাফা বা লোকসান, যাই হোক না কেন, ব্যবসা বা পেশার গ্রস প্রাপ্তি (turnover) এর উপর নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লিখিত হারে টার্নওভার কর (turnover tax) প্রদান করতে হবে, যথা:—

সারণি

ক্রমিক নং	**করদাতার শ্রেণি**	**টার্নওভার কর**
(১)	(২)	(৩)
১।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, গুল বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)।
২।	কার্বোনেটেড বেভারেজ (carbonated	গ্রস প্রাপ্তির ২.৫% (দুই দশমিক পাঁচ

:

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি		টার্নওভার কর
(১)	(২)		(৩)
	beverage), মিষ্টি পানীয় (sweetened beverage) প্রস্তুতকারক		শতাংশ)।
৩।	মোবাইল ফোন অপারেটর, এনটিটিএন		গ্রস প্রাপ্তির ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ)।
**৪।	অন্যান্য ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তি ২ (দুই) কোটি টাকা পর্যন্ত	গ্রস প্রাপ্তির ০% (শূন্য শতাংশ)
		গ্রস প্রাপ্তি ২ (দুই) কোটি টাকার অধিক তবে ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক নহে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৫০% (শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ)
		গ্রস প্রাপ্তি ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক	গ্রস প্রাপ্তির ১% (এক শতাংশ)

**এস. আর. ও নং ৩২৪-আইন/আয়কর-০৫/২০২৬, তারিখ- ৩১ আগস্ট ২০২৬ এর মাধ্যমে পুনর্নির্ধারিত।

যদি উক্ত সারণির ক্রমিক নং ৪ প্রযোজ্য হয়, এরূপ, উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম তিন বছরের জন্য টার্নওভার করের হার গ্রস প্রাপ্তির ০.২% (শূন্য দশমিক দুই শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে।

যেক্ষেত্রে করদাতার এরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেক্ষেত্রে কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত উৎস হতে অর্জিত প্রাপ্তির জন্য, অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আনুপাতিক হারে উপর্যুক্ত সারণিতে উল্লিখিত টার্নওভার করহার হ্রাস করে টার্নওভার কর হিসাব করতে হবে।

তবে, কোনো সরকারি সংস্থা অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন কর্তৃক সার, বীজ অথবা নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি, বিতরণ বা খোলা বাজারে বিক্রয়, কমিশন ব্যবসা, ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) ব্যবসা, মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসা এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসার ক্ষেত্রে টার্নওভার ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে না।

এক্ষেত্রে, "কমিশন" অর্থে আয়কর আইনের ধারা ৯৪ এ উল্লিখিত যেকোনো কমিশন, বাট্টা, ফি, প্রণোদনা বা কর্মদক্ষতা ভাতা বা কর্মদক্ষতা বা সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রণোদনা বা কোনো সুবিধা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে।

উল্লেখ থাকে যে, এই আইনের ধারা ১৩৮ ও ১৩৯-এর অধীন কর্তিত বা সংগৃহীত কর, বাণিজ্যিক মোটরযান ও নৌযান পরিচালন ব্যবসার প্রদর্শিত আয়ের কর পরিগণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত বাণিজ্যিক মোটরযান ও নৌযান পরিচালন ব্যবসার গ্রস প্রাপ্তির উপর টার্নওভার ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে না।

এছাড়া, কোনো করবর্ষে প্রদেয় করের তুলনায় টার্নওভার ট্যাক্স বেশি পরিশোধ করা হলে অতিরিক্ত অংশ পরবর্তী করবর্ষে জের টেনে প্রদেয় করের সঙ্গে সমন্বয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে।

আরো উল্লেখ থাকে যে, সারচার্জ, অতিরিক্ত অন্য কোনো সুদ, অতিরিক্ত অন্যান্য অর্থ ইত্যাদি টার্নওভার ট্যাক্স ও চূড়ান্ত করের অতিরিক্ত হিসেবে পরিশোধযোগ্য হবে, তবে উক্ত সারচার্জ প্রদানের ভিত্তি হবে অর্থ আইন, ২০২৬ এর তফসিল-২ এর দ্বিতীয় অংশ।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ২৭

জনাব হিমেল তালুকদার একজন ব্যবসায়ী। ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে তার ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য ব্যবসা হতে টার্নওভার ২,৫০,০০,০০০ টাকা। উক্ত করদাতার ব্যবসা হতে আয় ২৬ লক্ষ টাকা। করদাতার জন্য প্রযোজ্য আয়কর কত?

সমাধান

করদাতার প্রদর্শিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত আয়কর = ৪,৪০,০০০ টাকা।
করদাতার জন্য প্রযোজ্য টার্নওভার কর = (২,৫০,০০,০০০×০.৫%) = ১,২৫,০০০ টাকা।
যেহেতু, করদাতার উপর পরিগণনাকৃত কর, টার্নওভার করের চেয়ে অধিক, সেহেতু করদাতার উপর প্রযোজ্য কর হবে ৪,৪০,০০০ টাকা।

উদাহরণ ২৮

জনাব রতন জোয়ার্দার একজন ব্যবসায়ী। ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে তার—

(ক) চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসা হতে মোট গ্রস প্রাপ্তি ৬০,০০,০০,০০০ টাকা এবং প্রদর্শিত আয় ২,০০,০০,০০০ টাকা। এর বিপরীতে উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত/পরিশোধিত অগ্রিম কর ৪৭,০০,০০০ টাকা। এবং

(খ) ৩ টি বাণিজ্যিক মোটরযান পরিচালনা ব্যবসা হতে প্রাপ্তি ১,৫০,০০,০০০ টাকা এবং এর বিপরীতে ১৩৮ ধারায় উৎসে কর্তিত কর ১,৫০,০০০ টাকা এবং প্রদর্শিত আয় ৭,০০,০০০ টাকা।

(গ) করদাতার আর্থিক সম্পদ হতে আয় ১০,০০,০০০ টাকা এবং এর বিপরীতে উৎসে কর কর্তন ১,০০,০০০ টাকা।

(ঘ) তার নিট সম্পদ ১৮ কোটি টাকা।

(ঙ) ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জের হিসেবে করদাতার ধারা ১৬৩ অনুযায়ী আগত অসমন্বিত কর ৪,০০,০০০ টাকা।

এমতাবস্থায়, করদাতার সর্বমোট প্রদেয় কর (আয়কর ও সারচার্জ) কত?

সমাধান

চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসা ও আর্থিক পরিসম্পদ হতে করযোগ্য আয়= ২,১০,০০,০০০ টাকা।

চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসা ও আর্থিক পরিসম্পদ হতে করযোগ্য আয়ের উপর নিয়মিত হারে পরিগণনাকৃত কর = ৫৯,১০,০০০ টাকা।

করদাতার আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় = ১০,০০,০০০ টাকা এবং উৎসে কর কর্তন ১,০০,০০০ টাকা।
আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর = ৭৫,০০০ টাকা।
সুতরাং, চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসা হতে আয়ের উপর কর
= (৫৯,১০,০০০—৭৫,০০০) টাকা
= ৫৮,৩৫,০০০ টাকা।

উক্ত চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসায় করদাতার মোট গ্রস প্রাপ্তির উপর টার্নওভার কর = (৬০,০০,০০,০০০×১%) = ৬০,০০,০০০ টাকা।

যেহেতু, চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসা হতে আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর, টার্নওভার করের চেয়ে কম, সেহেতু আয়কর আইনের ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী উক্ত উৎপাদন ব্যবসার জন্য টার্নওভার কর, প্রদেয় আয়কর হিসেবে গণ্য হবে।

অতএব, চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসা হতে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর = ৬০,০০,০০০ টাকা।

বাণিজ্যিক মোটরযান পরিচালনার ব্যবসা হতে প্রদর্শিত আয় = ৭,০০,০০০ টাকা।
করদাতার এই খাতের প্রদর্শিত ব্যবসার আয় গ্রহণপূর্বক নিয়মিত হারে পরিগণনাকৃত কর = ২,১০,০০০ টাকা (৬ষ্ঠ স্ল্যাবের ৩০% হারে)।

এই খাতের আয়ের বিপরীতে ১৩৮ ধারায় উৎসে কর্তিত কর =১,৫০,০০০ টাকা।
আবার, করদাতার আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় এর উপর পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর (৭৫,০০০ টাকা) এর চেয়ে উৎসে কর্তিত কর (১,০০,০০০−৭৫,০০০)=২৫,০০০ টাকা বেশি, যা সমন্বয়যোগ্য বা প্রত্যর্পণযোগ্য।
এছাড়া, বাণিজ্যিক মোটরযান পরিচালনা ব্যবসার আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত কর (১,৫০,০০০ টাকা) অপেক্ষা নিয়মিত হারে পরিগণনাকৃত কর (২,১০,০০০ টাকা) বেশি হওয়ায় আয়কর আইনের ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী উক্ত নিয়মিত হারে পরিগণনাকৃত কর ২,১০,০০০ টাকা করদাতার জন্য প্রযোজ্য হবে।

আয়ের খাত	**আয়ের পরিমাণ (টাকা)**	**পরিগণনাকৃত কর (টাকা)**	**টার্নওভার ট্যাক্স (টাকা)**	**উৎসে কর্তন (টাকা)**	**মন্তব্য**
চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসা	২,০০,০০,০০০	৫৮,৩৫,০০০	৬০,০০,০০০	৪৭,০০,০০০	৬০,০০,০০০ টাকা কর প্রযোজ্য হবে
আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়	১০,০০,০০০	৭৫,০০০	প্রযোজ্য নয়	১,০০,০০০	২৫,০০০ টাকা সমন্বয়যোগ্য বা প্রত্যর্পণযোগ্য
ধারা ১৩৮	৭,০০,০০০	২,১০,০০০	প্রযোজ্য নয়	১,৫০,০০০	৬০,০০০

অনুযায়ী বাণিজ্যিক মোটরযান পরিচালনা ব্যবসার আয়					টাকা পরিশোধ করতে হবে
মোট	২,১৭,০০,০০০				

সুতরাং, করদাতার মোট প্রদেয় করের পরিমাণ = (৬০,০০,০০০+৭৫,০০০+২,১০,০০০) টাকা = ৬২,৮৫,০০০ টাকা।
করদাতার উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ=(৪৭,০০,০০০+১,০০,০০০+১,৫০,০০০) টাকা = ৪৯,৫০,০০০ টাকা।
পূর্বের করবছরের অসমন্বিত করের জের = ৪,০০,০০০ টাকা।
মোট উৎসে কর এবং অসমন্বিত করের জের = (৪৯,৫০,০০০+৪,০০,০০০) টাকা = ৫৩,৫০,০০০ টাকা।
প্রদেয় আয়কর (সারচার্জ ব্যতীত) পরিমাণ = (৬২,৮৫,০০০−৫৩,৫০,০০০) টাকা = ৯,৩৫,০০০ টাকা।
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ = (৫৮,৩৫,০০০+৭৫,০০০+২,১০,০০০) = (৬১,২০,০০০ টাকা এর ২০%) = ১২,২৪,০০০ টাকা।
প্রদেয় মোট কর (আয়কর+সারচার্জ) এর পরিমাণ = (৯,৩৫,০০০+ ১২,২৪,০০০) টাকা = ২১,৫৯,০০০ টাকা।

উল্লেখ্য, চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য নয় এরূপ ব্যবসা এর টার্নওভার ট্যাক্স ৬০,০০,০০০ টাকা এবং নিয়মিত কর ৫৮,৩৫,০০০ টাকা, যা টার্নওভার কর অপেক্ষা (৬০,০০,০০০-৫৮,৩৫,০০০) = ১,৬৫,০০০ টাকা কম। আয়কর আইনের ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর শর্তানুযায়ী এই অধিক কর ১,৬৫,০০০ টাকা করদাতার এই করবছরের অন্যখাতের করের সাথে সমন্বয় করা যাবে বা পরবর্তী করবছরে জের টানা যাবে এবং পূর্ববর্তী বা পরবর্তী করবছরের প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করা যাবে।

আরো উল্লেখ্য যে, সারচার্জ, টার্নওভার কর ও চূড়ান্ত করের অতিরিক্ত হিসেবে পরিশোধযোগ্য হবে।
আরো উল্লেখ্য যে, ক্ষতির সমন্বয় এবং করের সমন্বয় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

উদাহরণ ২৯

‘এশিকা বাংলাদেশ লিমিটেড’ একটি শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স মার্কেটপ্লেসভিত্তিক কোম্পানি। কোম্পানিটি ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে দুই ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে-

(ক) অনলাইন মার্কেট প্লেস পরিচালনার মাধ্যমে কমিশন প্রাপ্তি;

(খ) নিজস্ব ক্রয়কৃত পণ্য ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস এর মাধ্যমে বিক্রয় কার্যক্রম।

এক্ষেত্রে, ‘এশিকা বাংলাদেশ লিমিটেড’ এর অনলাইন মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করে ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করেছে। উক্ত বিক্রয়ের উপর ‘এশিকা বাংলাদেশ লিমিটেড’ ৫% কমিশন গ্রহণ করে। এছাড়া, কোম্পানিটি নিজস্ব ক্রয়কৃত পণ্য ২০০ কোটি টাকায় বিক্রয় করেছে। কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য টার্নওভার কর কত?

সমাধান

(ক) ‘এশিকা বাংলাদেশ লিমিটেড’ কমিশন প্রাপ্তি ও উৎসে কর কর্তন

‘এশিকা বাংলাদেশ লিমিটেড’ এর অনলাইন মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করে মোট বিক্রয় = ৩০০,০০,০০,০০০ টাকা

কমিশন প্রাপ্তি = (৩০০,০০,০০,০০০ ×৫%) = ১৫,০০,০০,০০০ টাকা।

(খ) ‘এশিকা বাংলাদেশ লিমিটেড’ এর জন্য প্রযোজ্য টার্নওভার কর

এশিকা বাংলাদেশ লিমিটেড এর কমিশন প্রাপ্তি = ১৫,০০,০০,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে কমিশন-ই টার্নওভার।

আবার, কোম্পানি পণ্য ক্রয় করে মোট ২০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বিক্রি করেছে।

সুতরাং, কোম্পানির মোট টার্নওভার = (১৫,০০,০০,০০০+২০০,০০,০০,০০০) টাকা = ২১৫,০০,০০,০০০ টাকা।

‘এশিকা বাংলাদেশ লিমিটেড’ এর জন্য প্রদেয় টার্নওভার কর

= (২১৫,০০,০০,০০০ × ১%) টাকা

= ২,১৫,০০,০০০ টাকা।

৬২। উৎসে অধিক বা কম কর্তিত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ১৬৪ এর বিলোপ

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৪ এর বিলোপ করা হয়েছে।

৬৩। রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঝ) এ উল্লিখিত "নির্দিষ্ট ভিত্তি (fixed base)" শব্দগুলো ও বন্ধনির পরিবর্তে "স্থায়ী স্থাপনা (permanent establishment)" শব্দগুলো ও বন্ধনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ফলে, কোনো অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) এর বাংলাদেশে কোনো স্থায়ী স্থাপনা (permanent establishment) না থাকলে তার জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক হবে না।

এই সংশোধনের মাধ্যমে আইনের অন্যান্য ধারায় ব্যবহৃত 'স্থায়ী স্থাপনা' (permanent establishment) ধারণার সঙ্গে পরিভাষাগত সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬৪। পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশ দ্বারা যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) করদাতাকে যেকোনো আয়বর্ষের অথবা ইতোমধ্যে দাখিলকৃত রিটার্নের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবেন যদি উক্ত করদাতা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল না করে থাকেন অথবা উক্ত করদাতার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের করদায় নির্ধারণের জন্য পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী আবশ্যক হয় বা দাখিলকৃত পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বলে উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয়।

তাছাড়া, উপ-ধারা (৭) এর পর নতুন উপ-ধারা (৮) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, উপ-ধারা (৭)-এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের পরও কোনো ব্যক্তি পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হলে, তার দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নকে অসম্পূর্ণ (incomplete Return) রিটার্ন হিসেবে গণ্য করা হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬৫। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৮ এর উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশ দ্বারা যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) করদাতাকে যেকোনো আয়বর্ষের অথবা ইতোমধ্যে দাখিলকৃত রিটার্নের জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবেন যদি উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল না করে থাকেন অথবা উক্ত করদাতার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের করদায় নির্ধারণের জন্য জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী আবশ্যক হয় বা দাখিলকৃত জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বলে উপকর কমিশনারের কাছে প্রতীয়মান হয়।

তাছাড়া, উপ-ধারা (২) এর পর নতুন উপ-ধারা (৩) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের পরও কোনো ব্যক্তি জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হলে, তার দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নকে অসম্পূর্ণ (incomplete Return) রিটার্ন হিসেবে গণ্য করা হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬৬। রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৬৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে রিটার্নের সাথে ধারা ৭৩ এ উল্লিখিত আয় পরিগণনাপত্র (Income Computation Sheet) সংযুক্ত করার বিধান করা হয়েছে। এর ফলে করদাতার আয় পরিগণনা একটি নির্ধারিত ও অভিন্ন কাঠামোর অধীনে উপস্থাপিত হবে।

তাছাড়া, দফা (গ) এর পর নতুন দফা (ঘ) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, আয়কর আইনের ধারা ১৭৭ এর বিধান সাপেক্ষে উৎসে করের (Tax Deducted/Collected at Source) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র অথবা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬৭। রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা সংক্রান্ত ধারা ১৭০ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৬৭.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF) করদাতার রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা

প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী, স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF) করদাতা আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সংশ্লিষ্ট করবর্ষের মধ্যে ধারা ১৭০ক এ বর্ণিত পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে-

- ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ৫% অথবা ২৫,০০০ টাকা, যেটি কম, করদাতাগণ সে পরিমাণ কর প্রণোদনা পাবেন।
- ১ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে কোনো কর প্রণোদনা বা অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হবে না।
- ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ২% অথবা ৩,০০০ টাকা, যেটি বেশি, সে পরিমাণ অতিরিক্ত কর দিতে হবে।
- ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ৫% অথবা ৫,০০০ টাকা, যেটি বেশি, সে পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হবে।

তাছাড়া, প্রথমবারের মত রিটার্ন দাখিলকারী স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) সংশ্লিষ্ট করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য হারে আয়কর পরিশোধ করে আয়বর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০ জুনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন এবং বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) যদি উচ্চশিক্ষা, চাকরির প্রেষণ বা লিয়েন অথবা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা ও পারমিট নিয়ে বিদেশে অবস্থান করেন, তাহলে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের ৯০ তম দিনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

৬৭.২ স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF) ব্যতীত, অন্যান্য করদাতার রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা

স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত, অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে, রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা হবে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নবম মাসের পনেরোতম দিন অথবা, যেক্ষেত্রে উক্ত পনেরোতম দিন সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিনের পূর্বের তারিখে পরে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিন। তবে, নিম্ন সারণিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতা নিম্নবর্ণিত হারে কর প্রণোদনা প্রাপ্ত হবেন বা অতিরিক্ত কর পরিশোধ করবেন, যথা:-

ক্রমিক	রিটার্ন দাখিলের সময়	কর প্রণোদনা বা অতিরিক্ত কর
(১)	(২)	(৩)
১	করদাতার রিটার্ন দাখিলের এই উপ-ধারায় বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার ২ (দুই) মাস পূর্বে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে	দ্রুত রিটার্ন দাখিলের জন্য করদাতা ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা, যা কম, সে পরিমাণ কর প্রণোদনা পাবেন।
২	১ নং ক্রমিকে বর্ণিত সময়সীমার পর, তবে এ উপ-ধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে	প্রণোদনা অথবা অতিরিক্ত কর কোনোটিই প্রযোজ্য নয়।
৩	এই উপ-ধারায় বর্ণিত রিটার্ন দাখিলের সময়সীমার পরে সংশ্লিষ্ট করবছরের অবশিষ্ট সময়কালের মধ্যে	বিলম্বে রিটার্ন দাখিলের জন্য ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ২% (দুই শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা, যা বেশি, সে পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হবে।

৬৭.৩ সরকারি ছুটির ক্ষেত্রে পরবর্তী কর্মদিবস গণ্য হওয়ার বিধান

রিটার্ন দাখিলের শেষ দিন সরকারি ছুটির দিন হলে, পরবর্তী কর্মদিবস রিটার্ন দাখিলের শেষ দিন হিসেবে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৩০

করদাতা জনাব লিংকন ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ২০২৬-২০২৭ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। তার উৎসে পরিশোধিত আয়করের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা। তার মোট আয় ৯,০০,০০০ টাকা। আয়কর রিটার্নে তার পরিশোধযোগ্য কর কত হবে?

সমাধান

করদাতার মোট আয় = ৯,০০,০০০ টাকা।
পরিগণনাকৃত আয়কর = ৬০,০০০ টাকা।
উৎসে পরিশোধিত আয়কর = ১৫,০০০ টাকা।
ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য আয়কর= (৬০,০০০−১৫,০০০) = ৪৫,০০০ টাকা।

কিন্তু, যেহেতু করদাতা ৩০ সেপ্টেম্বরের পূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন সেহেতু তিনি ধারা ১৭০ অনুযায়ী প্রণোদনা প্রাপ্ত হবেন এবং উক্ত প্রণোদনার পরিমাণ নির্ধারিত হবে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ৫% অথবা ২৫,০০০ টাকা, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম।

ধারা ১৭০ অনুযায়ী প্রণোদনার পরিমাণ = (৪৫,০০০ এর ৫%) = ২,২৫০ টাকা অথবা ২৫,০০০ টাকা, এই দু'টির মধ্যে যেটি কম অর্থাৎ ২,২৫০ টাকা।

এক্ষেত্রে প্রণোদনা পরবর্তী পরিশোধযোগ্য আয়কর= (৪৫,০০০−২,২৫০) = ৪২,৭৫০ টাকা।

উদাহরণ ৩১

করদাতা জনাব আতিকুর রহমান ৩রা মার্চ, ২০২৭ তারিখে ২০২৬-২০২৭ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। তার মোট আয় ৯,০০,০০০ টাকা। পরিশোধিত অগ্রিম কর ১৫,০০০ টাকা। আয়কর রিটার্নে তার পরিশোধযোগ্য কর কত হবে?

সমাধান

করদাতার মোট আয় = ৯,০০,০০০ টাকা।

পরিগণনাকৃত আয়কর = ৬০,০০০ টাকা।
পরিশোধিত অগ্রিম আয়কর = ১৫,০০০ টাকা।
ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য আয়কর = (৬০,০০০−১৫,০০০) = ৪৫,০০০ টাকা।

কিন্তু, যেহেতু করদাতা ৩রা মার্চ, ২০২৭ তারিখে রিটার্ন দাখিল করবেন যা ৩১ ডিসেম্বরের পরবর্তী সময়কাল, সেহেতু তিনি ধারা ১৭০ অনুযায়ী প্রণোদনা প্রাপ্ত হবেন না বরং ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ২% অথবা ৩,০০০ টাকা, যা বেশি তা অতিরিক্ত কর হিসাবে প্রদান করবেন।

ধারা ১৭০ অনুযায়ী অতিরিক্ত করের পরিমাণ = (৪৫,০০০ এর ২%) = ৯০০ টাকা অথবা ৩,০০০ টাকা, এই দু'টির মধ্যে যেটি বেশি অর্থাৎ ৩,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে অতিরিক্ত করসহ পরিশোধযোগ্য আয়কর = (৪৫,০০০+৩,০০০) = ৪৮,০০০ টাকা।

উদাহরণ ৩২

A, B, C ও D চারটি পাবলিকলি নন-ট্রেডেড কোম্পানি যাদের আয়বর্ষ সমাপ্ত হয় যথাক্রমে ৩০ সেপ্টেম্বর'২৫, ৩১ ডিসেম্বর'২৫, ৩১ মার্চ'২৬ ও ৩০ জুন'২৬। এক্ষেত্রে, কোম্পানি চারটির আয়কর রিটার্নে কর প্রণোদনা প্রাপ্তির জন্য রিটার্ন দাখিলের সময়কাল নির্ধারণ করুন।

কোম্পানির নাম	আয়বর্ষ সমাপ্তির তারিখ	আয়বর্ষ সংশ্লিষ্ট অর্থবছর	অর্থবছর সংশ্লিষ্ট করবর্ষ	আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নবম মাসের ১৫তম দিন	রিটার্ন দাখিলে সময়সীমা (আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নবম মাসের ১৫তম দিন অথবা যেক্ষেত্রে উক্ত ১৫তম দিন ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের পূর্বে, সেক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী ১৫ সেপ্টেম্বর)	কর প্রণোদনা প্রাপ্তির জন্য রিটার্ন দাখিলের সময়কাল
A	৩০/০৯/২০২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	১৫/০৬/২০২৬	১৫/০৯/২০২৬	১৫/০৭/২০২৬ বা এর পূর্বে
B	৩১/১২/২০২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	১৫/০৯/২০২৬	১৫/০৯/২০২৬	১৫/০৭/২০২৬ বা এর পূর্বে
C	৩১/০৩/২০২৬	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	১৫/১২/২০২৬	১৫/১২/২০২৬	১৫/১০/২০২৬ বা এর পূর্বে
D	৩০/০৬/২০২৬	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	১৫/০৩/২০২৭	১৫/০৩/২০২৭	১৫/০১/২০২৭ বা এর পূর্বে

৬৮। রিটার্ন দাখিল পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ১৭০ক এর সন্নিবেশ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭০ এর পর নতুন ধারা ১৭০ক সন্নিবেশ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত এ ধারার মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ সকল ব্যক্তি ধারা ১৭০ এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর মামলা নিষ্পত্তির জন্য রিটার্ন দাখিল করবেন। এক্ষেত্রে, স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণের জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তাছাড়া, যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার কেবল চাকরি, আর্থিক পরিসম্পদ এবং কৃষি হতে আয় রয়েছে, তাদের স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণের জন্য দাখিলকৃত

রিটার্নে কর প্রত্যর্পণ (refund) সৃষ্টি হলে ধারা ২১৫ অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর প্রত্যর্পণ (automated refund) এর বিধান করা হয়েছে।

অন্যদিকে, স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল করদাতা নিম্নোক্ত যে কোনো পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবে-

১। ধারা ১৮০ অনুযায়ী স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণের জন্য রিটার্ন দাখিল, অথবা
২। ধারা ১৮৩ অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণের জন্য রিটার্ন দাখিল।

তবে যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার কেবল চাকরি, আর্থিক পরিসম্পদ এবং কৃষি হতে আয় রয়েছে সে সকল করদাতাগণ ব্যতীত স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণের জন্য দাখিলকৃত অন্য সকল করদাতার রিটার্নে কর প্রত্যর্পণ প্রদর্শিত হলে, উক্ত রিটার্ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকর কমিশনার কর্তৃক ধারা ১৮৩ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১৮৪ অনুযায়ী কর নির্ধারণের জন্য বিবেচিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬৯। রিটার্ন দাখিলের সময় ও আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৭১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭১ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানের মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের সময় ও আয়কর পরিশোধের বিধানকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত বিধানে ধারা ১৭০ এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ধারা ১৭০ক অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ধারা ১৭০ এর নির্ধারিত হিসাব ও সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী আয়কর পরিশোধের বিধান সংযোজন করা হয়েছে। ধারা ১৭০ এর নির্ধারিত সময়ের পর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৪ অনুযায়ী আয়কর পরিশোধের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭০। আয়কর আইনের ধারা ১৭২ এর উপান্তটিকাসহ প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ১৭২ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানের মাধ্যমে বিশেষ পরিস্থিতিতে উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে করদাতার রিটার্ন দাখিলের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিশেষ পরিস্থিতিতে উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে করদাতাকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে—

(ক) করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন অসম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হলে উপকর কমিশনার ধারা ১৭৬ এ রিটার্ন দাখিলের নোটিশ জারি করার প্রেক্ষিতে করদাতা ধারা ১৭২ এর দফা (ক) এ রিটার্ন দাখিল করবেন।

(খ) কোনো অর্থবছরে যদি ব্যবসা বন্ধ বা ব্যবসার মালিকানা পরিবর্তন বা স্বত্ব হস্তান্তর হয়, সেই ক্ষেত্রে করদাতা স্বপ্রণোদিতভাবে ধারা ১৯১ এ আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন এবং উপকর কমিশনার একই ধারায় কর মামলাটি নিষ্পন্ন করবেন। তবে, করদাতা যদি ব্যবসা বন্ধ বা ব্যবসার মালিকানা পরিবর্তন বা স্বত্ব হস্তান্তর বিষয়ে ধারা ১৯১ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল না করেন, সেক্ষেত্রে উপকর কমিশনার ধারা ১৯১ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী নোটিশ জারি করবেন এবং এর প্রেক্ষিতে করদাতা ধারা ১৭২ (খ) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন। একই ভাবে, যদি উপকর কমিশনারের নিকট বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো অর্থবছরে কোনো করদাতার ব্যবসা বন্ধ বা ব্যবসার মালিকানা পরিবর্তন বা হস্তান্তর সাধিত হবে, সেক্ষেত্রেও উপকর কমিশনার ধারা ১৯১ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী নোটিশ জারি করবেন এবং এর প্রেক্ষিতে করদাতা ধারা ১৭২ এর দফা (খ) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই উপকর কমিশনার কর মামলাটি ধারা ১৯১ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করবেন।

(গ) কোনো অর্থবছরে বাংলাদেশে কাজ করার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি বাংলাদেশ ত্যাগ করলে বা ত্যাগ করবেন মর্মে উপকর কমিশনারের নিকট বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে, উপকর কমিশনার ধারা ১৯৩ এ নোটিশ করার প্রেক্ষিতে, করদাতা ধারা ১৭২ এর দফা (গ) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন এবং উপকর কমিশনার কর মামলাটি ধারা ১৯৩ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করবেন।

(ঘ) করদাতা কোনো করবর্ষের প্রদেয় কর এড়িয়ে গেলে বা কোনো করবর্ষের রিটার্ন দাখিল না করলে, উপকর কমিশনার ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নোটিশ করার প্রেক্ষিতে, করদাতা ধারা ১৭২ এর দফা (ঘ) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন এবং উপকর কমিশনার কর মামলাটি ধারা ২১২ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করবেন।

(ঙ) কোনো অংশীদারী ফার্মের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন ঘটলে, উপকর কমিশনার ধারা ১৮৮ অনুযায়ী নোটিশ করার প্রেক্ষিতে, করদাতা ধারা ১৭২ এর দফা (ঙ) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন এবং উপকর কমিশনার কর মামলাটি ধারা ১৮৮ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করবেন।

(চ) কোনো অংশীদারী ফার্মের উত্তরসূরি হিসেবে নতুন ফার্ম গঠিত হলে, উপকর কমিশনার ধারা ১৮৯ অনুযায়ী নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে, করদাতা ধারা ১৭২ এর দফা (চ) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন এবং উপকর কমিশনার কর মামলাটি ধারা ১৮৯ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করবেন।

(ছ) কোনো আয়বর্ষে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ব্যবসার উত্তরাধিকারী হলে, উপকর কমিশনার ধারা ১৯০ অনুযায়ী নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে, করদাতা ধারা ১৭২ এর দফা (ছ) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন এবং উপকর কমিশনার কর মামলাটি ধারা ১৯০ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭১। রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা ইহার পূর্বে কর ও সারচার্জ পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৭৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "১৯১, ১৯৩ বা ২১২ ইহার" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "১৮২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩ বা ২১২ এর" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ধারা ১৬৬, ১৭২, ১৭৫, ১৮২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩ বা ২১২ এর অধীন কার্যক্রমের জন্য রিটার্ন দাখিলকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে এই ধারায় কর ও সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে।

তাছাড়া, একই ধারার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "(৫)" সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "(৬)" সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিস্থাপনটি রেফারেন্সিং

সঠিকভাবে উল্লেখ করার নিমিত্ত করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "নিয়মিত" শব্দটি বিলোপ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭২। ধারা ১৭৪ এর উপান্তটিকাসহ প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৪ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, বিলম্ব রিটার্ন এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। 'বিলম্ব রিটার্ন' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ধারা ১৬৬ এর অধীন বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও ধারা ১৭০ এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে এবং পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিল করলে তা 'বিলম্ব রিটার্ন' হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত ধারায়, দুই ধরণের বিলম্ব রিটার্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) স্বপ্রণোদিত বিলম্ব রিটার্ন: করবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ না হলে, করদাতা নিজে থেকে যে রিটার্ন দাখিল করবেন তা স্বপ্রণোদিত বিলম্ব রিটার্ন।

(খ) নোটিশের প্রেক্ষিতে বিলম্ব রিটার্ন: ধারা ১৭০ এ উল্লিখিত সময়ে রিটার্ন দাখিল না করলে এবং উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ না হলে, করবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর উপকর কমিশনার কর্তৃক ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (১) এর নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন।

তাছাড়া, বিলম্ব রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে, করদাতাকে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধের পাশাপাশি অতিরিক্ত কর হিসেবে নিম্নোক্ত হারে পরিশোধ করতে হবে।

(ক) স্বপ্রণোদিত বিলম্ব রিটার্নের ক্ষেত্রে: ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, যা অধিক সে পরিমাণ অতিরিক্ত কর পরিশোধ করবে।

(খ) নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত বিলম্ব রিটার্ন: ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ১৫% (পনেরো শতাংশ) অথবা ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা, যা অধিক সে পরিমাণ অতিরিক্ত কর পরিশোধ করবে।

উল্লেখ্য যে, বিলম্ব রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১), (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (১৭) ও (৩৫) এ উল্লিখিত আয় এবং চাকরি হতে আয় পরিগণনায় কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় ব্যতীত, অন্যান্য সকল আয়ের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না

হলে যেভাবে কর পরিগণনা করা হয়, সেভাবে কর পরিগণনাপূর্বক কর পরিশোধ করতে হবে।

আরো উল্লেখ্য যে, 'বিলম্ব রিটার্ন' এর ক্ষেত্রে করদাতা ধারা ৭৮ অনুযায়ী কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৩৩

জনাব অনুপ হক ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের আয়কর রিটার্নটি ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে দাখিল করেননি। তিনি ৩০ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে উক্ত ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের রিটার্নটি স্বপ্রণোদিতভাবে ধারা ১৭৪ এ বিলম্ব রিটার্ন হিসাবে দাখিল করেন। তার ব্যবসা হতে মোট প্রদর্শিত আয় ৬,০০,০০০ টাকা। এছাড়া তিনি কৃষি হতে আয় প্রদর্শন করেছেন ৩,০০,০০০ টাকা। তিনি ৫,০০০ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন। তার উক্ত করবর্ষে ডিপিএসে বিনিয়োগ ছিল ২,০০,০০০ টাকা। রিটার্ন দাখিলের সময় তার পরিশোধযোগ্য কর ও অতিরিক্ত করের পরিমাণ কত?

সমাধান

করদাতার প্রদর্শিত আয়ঃ

ব্যবসা হতে আয় = ৬,০০,০০০ টাকা
কৃষি হতে আয় = ৩,০০,০০০ টাকা
প্রদর্শিত মোট আয় = ৯,০০,০০০ টাকা

প্রদর্শিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত আয়কর = ৫২,৫০০ টাকা (২০২৫-২০২৬ করবর্ষের কর হার অনুযায়ী)
বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত = (২৭,০০০) টাকা (২০২৫-২০২৬ করবর্ষের হিসাব অনুযায়ী)
উৎসে পরিশোধিত আয়কর = (৫,০০০) টাকা
পরিশোধযোগ্য কর = ২০,৫০০ টাকা

সুতরাং, স্বপ্রণোদিত বিলম্ব রিটার্ন দাখিলের জন্য করদাতা ধারা ১৭৪(২) অনুযায়ী প্রদেয় অতিরিক্ত কর = (২০,৫০০ টাকা এর ১০%) = ২,০৫০ অথবা ৫,০০০ টাকা, এর মধ্যে যা অধিক অর্থাৎ ৫,০০০ টাকা।

সুতরাং, স্বপ্রণোদিত বিলম্ব রিটার্ন দাখিলের জন্য করদাতাকে ধারা ১৭৪ এ মোট কর পরিশোধ করতে হবে (২০,৫০০ + ৫,০০০) = ২৫,৫০০ টাকা।

৭৩। সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি বিষয়ক ধারা ১৭৫ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৫ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উপান্তটীকা পরিবর্তন করে 'সংশোধিত রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি' করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী পূর্বে বিদ্যমান 'সাধারণ রিটার্ন' ও 'সংশোধিত রিটার্ন' সংক্রান্ত বিধান পুনর্বিন্যাস করে কেবল সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্র, পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংশোধিত রিটার্নসমূহ নিম্নরূপ-

(ক) স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিকৃত রিটার্নে করদাতা কর্তৃক ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (২) এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনপূর্বক পরবর্তীকালে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন।

(খ) কর মামলা অডিটের সময় ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (৫) এ উপকর কমিশনার কর্তৃক জারিকৃত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে করদাতা কর্তৃক ধারা ১৭৫ এ দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন।

(গ) উপকর কমিশনার কর্তৃক ধারা ১৮৩ অনুযায়ী শুনানির ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে, কর নির্ধারণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন।

(ঘ) করদাতার দাখিলকৃত মূল রিটার্নে কর ও অন্যান্য অঙ্ক পরিশোধ এড়ানোর ফলে ধারা ২১২ এর অধীন জারিকৃত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন।

(ঙ) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপিল ট্রাইবুনাল কর্তৃক সেট-এসাইড আদেশ প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন।

তাছাড়া, সংশোধিত রিটার্ন দাখিলকালে বা তার পূর্বে ধারা ১৭৩ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ১৭৪ অনুযায়ী প্রযোজ্য কর পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের সঙ্গে কর পরিশোধের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিস্থাপিত ধারায় আরও বিধান করা হয়েছে যে, সংশোধিত রিটার্নের মাধ্যমে একই করবর্ষের জন্য পূর্বে দাখিলকৃত মূল রিটার্নে প্রদর্শিত কর দায় হ্রাস করা যাবে না। একইভাবে, মূল রিটার্নে প্রদর্শিত আয়, সম্পদ, দায় বা ব্যয়ের তথ্য যথাযথ দালিলিক প্রমাণ ব্যতিরেকে পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা যাবে না।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭৪। অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ১৭৬ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "ধারা" শব্দের পর "১৬৭ এর উপ-ধারা (৭), ধারা ১৬৮ এর উপ-ধারা (২) বা" সংখ্যাগুলো, শব্দগুলো, কমা ও বন্ধনীগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এর ফলে কোনো করদাতা যদি ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী উপকর কমিশনারের নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল না করেন, ধারা ১৬৮-এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল না করেন বা ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) ও (৫) এর বিধানাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হন, তবে তার দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, দাখিল করা হয়নি মর্মে বাতিল বা অকার্যকর হিসেবে গণ্য হবে।

উক্ত আইনের উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন জারিকৃত নোটিশে উল্লিখিত বিষয়বস্তু কোনো করদাতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না করলে, উপকর কমিশনার করদাতার দাখিলকৃত রিটার্নকে বাতিল বা অকার্যকর বলে গণ্য করতে পারবেন।

রিটার্ন বাতিল বা অকার্যকর করার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় রিটার্ন দাখিলের জন্য উপকর কমিশনার চলতি করবর্ষের মধ্যে ধারা ১৭৬ এ নোটিশ জারি করলে করদাতা ১৭২ ধারায় রিটার্ন দাখিল করবেন এবং করবর্ষ অতিক্রান্ত হলে উপকর কমিশনার ধারা

২১২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করবেন এবং করদাতা ধারা ১৭২ এ রিটার্ন দাখিল করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭৫। উৎসে করের রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৭৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারা (১) এ নতুন দফা (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে নিম্নোক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসে করের রিটার্ন দাখিলের আওতাভুক্ত করা হয়েছে-

(ক) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ;
(খ) বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম বা অনলাইন মার্কেটপ্লেস;
(গ) বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টার, কমিউনিটি সেন্টার ও ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি;
(ঘ) কৃষক ব্যতীত তামাক পাতা, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তি; এবং
(ঙ) বার্ষিক ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক ব্যবসায়িক টার্নওভারসম্পন্ন স্বাভাবিক ব্যক্তি (Individual)।

উল্লেখ্য, উল্লিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যে আয়কর আইনের অধীনে উৎসে কর কর্তনকারী (নির্দিষ্ট ব্যক্তি) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে তাদেরকে ধারা ১৭৭ এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে উৎসে করের রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭৬। স্বনির্ধারণী সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৮০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮০ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপান্তটিকা প্রতিস্থাপন করে “স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ” করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ধারাটির উদ্দেশ্য ও পরিধি আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

(খ) উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ধারা ১৭০ক এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হওয়ার জন্য ধারা ১৬৯ এর বিধান পরিপালন এবং ধারা ১৭৩ এর বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

(গ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঙ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে ধারা ১৭০ এ উল্লিখিত রিটার্ন দাখিলের সময়সীমার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (চ) ও উপ-ধারা (৬) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত ‘বকেয়া’ শব্দের পরিবর্তে ‘বিলম্ব’ শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭৭। উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৩ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি ধারা ১৭০ক এর উপ-ধারা (৪) বা (৫) অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণের জন্য রিটার্ন দাখিল করলে বা স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণের জন্য দাখিলকৃত রিটার্নে কর প্রত্যর্পণ প্রদর্শিত হলে (ধারা ১৭০ক এর উপ-ধারা (৩) ব্যতীত) উক্ত রিটার্নটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণের জন্য বিবেচিত হবে।

তাছাড়া, করদাতার দাখিলকৃত বিলম্ব রিটার্ন {ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (২ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত} উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণের জন্য বিবেচিত হবে এবং ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) অনুযায়ী করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন, উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণের জন্য বিবেচিত হবে।

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পর নতুন উপ-ধারা (৪ক) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, কর নির্ধারণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে, উপকর কমিশনার উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী শুনানির নোটিশ প্রদান করবেন।

(গ) উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কর নির্ধারণের সময় উপকর কমিশনার অধিকতর শুনানি বা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ চাইতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে শুনানির নোটিশে করদাতার নিকট চাওয়া তথ্য, সাক্ষ্য বা প্রমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। একই সঙ্গে, নোটিশের নির্দেশনা প্রতিপালন না করলে এর ফলাফলও উপকর কমিশনার নোটিশে বর্ণনা করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭৮। সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৪ এর প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৪ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী,

বিশেষ পরিস্থিতি উদ্ভবের কারণে করদাতা কর্তৃক ধারা ১৭২ এ 'বিশেষ পরিস্থিতিতে রিটার্ন দাখিল' বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে অথবা ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ব্যতীত দফা (খ), (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে অথবা ধারা ১৮৩ এর উপ-ধারা (৩) বা (৪ক) কিংবা ধারা ১৯১, ১৯৩ বা ২১২ এর অধীন জারিকৃত নোটিশ পরিপালন না করলে উপকর কমিশনার সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ করতে পারবেন।

তাছাড়া, এ উপ-ধারায় "সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ (Best Judgement Assessment)" এর ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে। ব্যাখ্যা অনুযায়ী, করদাতা রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা নোটিশ বা আইনগত নির্দেশনা পরিপালন না করলে, আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য, প্রমাণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ভিত্তিতে উপকর কমিশনার সরল বিশ্বাসে ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে করদাতার যৌক্তিক অনুমানভিত্তিক কর নির্ধারণ করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৭৯। সাময়িক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৫ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, উপকর কমিশনার অর্থবছর শেষ হওয়ার পর ১ জুলাই থেকে যে কোনো সময় দাখিলকৃত রিটার্ন এবং এর সঙ্গে দাখিল করা হিসাবপত্র ও দলিলাদির ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সাময়িক কর নির্ধারণ করতে পারবেন। কোনো ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল করা না হলে সর্বশেষ কর নির্ধারণের ভিত্তিতে সাময়িক কর নির্ধারণ করা যাবে।

(খ) উপ-ধারা (২) ও (৩) বিলোপ করা হয়েছে। পূর্বে এ উপ-ধারাগুলোতে সাময়িক কর নির্ধারণের সময় এবং কোন ভিত্তিতে সাময়িক কর নির্ধারণ করা হবে, সে বিষয়ে পৃথক বিধান ছিল। সংশোধনের ফলে এসব বিষয় ধারা ১৮৫ এর উপ-ধারা (১) এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এ সংক্রান্ত উপ-ধারা (২) ও (৩) বিলোপ করা হয়েছে।

(গ) উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, সাময়িক কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার রিটার্ন, হিসাব ও দলিলাদিতে থাকা গাণিতিক ত্রুটিও সংশোধন করতে পারবেন। এছাড়া, রিটার্ন, হিসাব ও দলিলাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধারা ৭০ ও ৭১ অনুযায়ী লোকসানের সমন্বয় ও জের টানা এবং অবচয় ভাতার জের টানার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮০। ফার্মের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৮ এ নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, কোনো ফার্মের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন সাধিত হলে, উপকর কমিশনার সংশ্লিষ্ট ফার্ম বা অংশীদার বরাবর নোটিশ জারি করতে পারবেন। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ফার্ম বা অংশীদার ১৭২ ধারায় রিটার্ন দাখিল করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮১। উত্তরাধিকারী নতুন ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৯ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৯ এ উল্লিখিত "করিতে হইবে" শব্দগুলোর পর "এবং কর নির্ধারণের প্রয়োজনে, উপকর কমিশনার এই ধারার অধীন নোটিশ জারি করিতে পারিবেন এবং করদাতা ধারা ১৭২ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করিবেন" শব্দগুলো ও কমা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের প্রয়োজনে উপকর কমিশনার এই ধারার অধীন পূর্বসূরি বা উত্তরাধিকারী ফার্মকে নোটিশ জারি করতে পারবেন এবং উক্ত পূর্বসূরি বা উত্তরাধিকারী ফার্ম ধারা ১৭২ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮২। মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯০ এ নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের প্রয়োজনে উপকর কমিশনার এই ধারার অধীন ব্যবসার পূর্বসূরি বা উত্তরাধিকারীকে নোটিশ জারি করতে পারবেন এবং উক্ত পূর্বসূরি বা উত্তরাধিকারী ধারা ১৭২ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮৩। বন্ধ ব্যবসার ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯১ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "প্রধান কর্মচারী" শব্দের পরিবর্তে "মুখ্য কর্মকর্তা" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যা আইনটির পরিভাষাগত সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করেছে।

তাছাড়া, উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বিধান করা হয়েছে যে, এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর্তৃক নোটিশ জারি করা হলে সংশ্লিষ্ট করদাতা ধারা ১৭২ অনুসারে রিটার্ন দাখিল করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮৪। বাংলাদেশ ত্যাগকারী স্বাভাবিক ব্যক্তির কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৩ এর উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের জন্য উপকর কমিশনার কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নোটিশ জারির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট করদাতা ধারা ১৭২ অনুসারে রিটার্ন দাখিল করবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮৫। স্পটে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৯৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৫ এ নতুন উপ-ধারা (৩) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির করযোগ্য ব্যবসা আয় থাকলে, স্পটে কর নির্ধারণের সময়, উপকর কমিশনার উক্ত করযোগ্য ব্যবসা আয়ের সর্বোচ্চ ৪ (চার) গুণ পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূলধন (Initial Capital) সুবিধা প্রদানপূর্বক কর নির্ধারণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে করযোগ্য সীমার নিচে আয় থাকলে প্রারম্ভিক মূলধন (Initial Capital) সুবিধা উক্ত করদাতা প্রাপ্ত হবেন না।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮৬। কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ১৯৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৭ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কর নির্ধারণ ও রিটার্ন প্রসেস সম্পন্ন করার সময়সীমা হ্রাসপূর্বক পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধনের ফলে-

(১) ধারা ১৮১ অনুযায়ী রিটার্ন প্রসেস নিষ্পন্নের সর্বোচ্চ সময়সীমা, যে করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে, সেই করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১২ (বারো) মাস।

(২) ধারা ১৮২ অনুযায়ী অডিটের নিমিত্ত নির্বাচিত বা অনুমোদিত কর মামলা নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা, যে করবর্ষে অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, সেই করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১২ (বারো) মাস।

(৩) ধারা ১৮৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও দফা (খ) এর ক্ষেত্রে কর মামলা নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা, যে করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে, সেই করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১২ (বারো) মাস।

(৪) ধারা ২৩৫ অনুযায়ী আর্মস লেংথ প্রাইস (Arm's Length Price) পরিগণনার ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা সংশ্লিষ্ট করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) করবর্ষ।

(খ) উপ-ধারা (২) এ আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ২১২ এর অধীন নোটিশ জারির পর কর নির্ধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা, যে করবর্ষে নোটিশ জারি করা হয়েছে, সে করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১২ (বারো) মাস নির্ধারণ করা হয়েছে।

(গ) উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ আদেশ সংশোধনের আদেশ (ধারা ২১৩), কর কমিশনার কর্তৃক রিভিশনের আদেশ (ধারা ২৮৫), আপিলের সিদ্ধান্ত (ধারা ২৮৯), আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি (ধারা ২৯২), মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত (ধারা ২৯৪), মহামান্য আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত (ধারা ২৯৫) এর আদেশ, পর্যবেক্ষণ বা নির্দেশনা অথবা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) এর ঐকমত্যের অনুলিপি (ধারা ৩০৪) উপকর কমিশনার অবহিত হওয়ার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সংশোধিত করাদেশ প্রণয়ন করবেন এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তা করদাতাকে অবহিত করবেন।

(ঘ) উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোনো কর নির্ধারণী আদেশ সেট-এসাইড (set aside) হলে, উক্ত সেট-এসাইড (set aside) আদেশ উপকর কমিশনার অবহিত হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কর নির্ধারণ সম্পন্ন করবেন এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তা করদাতাকে অবহিত করবেন।

(ঙ) উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ধারা ২১৩, ২৮৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫ বা ৩০৪-এর অধীন কোনো আদেশ বা ঐকমত্যের ফলে যদি কোনো আয় এক ব্যক্তির মোট আয় থেকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যক্তির মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে উক্ত আদেশের ধারাবাহিকতায় উক্ত আয় অপর ব্যক্তির করাদেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮৭। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২০০ক এর সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০০ এর পর নতুন ধারা ২০০ক সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে যেকোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা সত্তাকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোনো শ্রেণির ব্যক্তির সম্পদ, দায়, আয়, ব্যয় ও লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বোর্ড বা কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

তথ্য সরবরাহের নির্দেশের মধ্যে, বোর্ডের নির্ধারিত সিস্টেমে সরাসরি ডেটা আপলোড করা, বোর্ডের ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক সিস্টেমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ডেটাবেসের এপিআই (Application Programming Interface, API) সংযোগ বা ডেটা শেয়ারিং নিশ্চিত করা এবং ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক তথ্য সিস্টেমে প্রবেশের (access) অনুমতি প্রদান করার বিষয়টি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮৮। জরিপের ক্ষমতা সংক্রান্ত আইনের ধারা ২০৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০৫ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত "রেকর্ড কারণ রেকর্ডপূর্বক" শব্দগুলির পরিবর্তে "রেকর্ডসমূহ যথাযথভাবে নথিভুক্তপূর্বক" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধনের ফলে জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের ভাষা ও পদ্ধতি আরও স্পষ্ট ও প্রক্রিয়াগতভাবে সুসংহত করা হয়েছে।

এছাড়া, উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রাঙ্গনে প্রবেশাধিকার এবং আয়, পরিসম্পদ ও দায় সম্পর্কিত রেকর্ড পরিদর্শনের বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট ও আইনগতভাবে সুনির্দিষ্ট হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮৯। তল্লাশি ও জব্দ করবার ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ২০৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০৬ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ছ) এর পর নতুন দফা (জ) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, তল্লাশির সময় দফা (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন জব্দকৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের মহাফেজখানায় সংরক্ষণ করা হবে।

(খ) উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তল্লাশি বা জব্দের স্থানেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তার মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জব্দতালিকা প্রস্তুত করে তার একটি কপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন এবং জব্দকৃত রেকর্ড ও মালামাল নিজ হেফাজতে গ্রহণ করবেন। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেই জব্দতালিকা প্রস্তুত করে জব্দের স্থান সিলগালা করতে পারবেন।

(গ) উপ-ধারা (১০) এ বোর্ডকে তল্লাশি, জব্দ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করায় উপ-ধারা (৯) বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(ঘ) উপ-ধারা (১০) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, তল্লাশি, জব্দকরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898-এর বিধান প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তবে আয়কর আইনের বিধান সাপেক্ষে বোর্ড প্রয়োজন অনুসারে এ বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

(ঙ) নতুন উপ-ধারা (১০ক) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল), পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) এবং কর

কমিশনার (আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশি, জব্দ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯০। জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড উপকর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর সংক্রান্ত ধারা ২০৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০৭ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) ধারাটির শিরোনাম পরিবর্তন করে "জব্দকৃত রেকর্ড, অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রী কর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর ও সংরক্ষণ" নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপকর কমিশনার পৃথক ব্যক্তি হলে ধারা ২০৬ এর অধীন জব্দকৃত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু জব্দের তারিখ হতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জব্দতালিকাসহ সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

(গ) উপ-ধারা (২) এ "হিসাব বহি বা দলিলাদি" শব্দগুলো, উপ-ধারা (৩) এ "আয় সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ" শব্দগুলো এবং উপ-ধারা (৪) এ "আয় সম্পর্কিত রেকর্ড" শব্দগুলোর পরিবর্তে "রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু" শব্দসমষ্টি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ধারাটির বিধান কেবল রেকর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তল্লাশিতে জব্দকৃত সকল প্রাসঙ্গিক সম্পদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর পর নতুন উপ-ধারা (৫), (৬) ও (৭) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, উপকর কমিশনার জব্দকৃত রেকর্ড, অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী কর কমিশনারের কার্যালয়ের মহাফেজখানায় সংরক্ষণের জন্য কর কমিশনারের নিকট সোপর্দ করবেন। জব্দকৃত মালামাল সংরক্ষণের কার্যক্রম ও পদ্ধতি Bengal Records Manual, 1943 অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এছাড়া, মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল), পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) এবং কর

কমিশনার (আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট)-কে এই ধারার অধীন সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯১। জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণের সময়সীমা সংক্রান্ত ধারা ২০৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০৮ এ শিরোনামে উল্লিখিত "আয় সম্পর্কিত রেকর্ড" শব্দগুলির পরিবর্তে "রেকর্ড, অর্থ ও মূল্যবান সম্পদ" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে, রেকর্ড ছাড়াও অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু ধারা ২০৮ এর আওতায় সংরক্ষিত হবে। এই প্রতিস্থাপনের সাথে সম্পর্কিত উক্ত ধারার উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় শব্দগত পরিবর্তন আনা হয়েছে।

তাছাড়া, এই ধারায় উপ-ধারা (৩) এর পর নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, ধারা ২০৮-এর অধীন সকল কার্যক্রম মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল), পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) এবং কর কমিশনার (আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট) ও পরিচালনা করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯২। জব্দকৃত সম্পদের ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারা ২০৯ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০৯ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ধারা ২০৬ এর অধীন জব্দকৃত সকল প্রকার রেকর্ড ও সম্পদ উপকর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করতে ধারা ২০৯ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, উপকর কমিশনার অপ্রদর্শিত রেকর্ড ও সম্পদ সম্পর্কে আনুমানিক অর্জনমূল্য হিসাব করে একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করবেন।

(গ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত “অঙ্ক” শব্দের পরিবর্তে “কর” শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, দফা (খ) এর উপ-দফা (আ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “কোনো সময়সীমা, কোনো আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার কারণে কোনো কার্যধারা” শব্দগুলো ও কমার পরিবর্তে “সময়সীমা, কোনো আদেশ বা নিষেধাজ্ঞায় উল্লিখিত সময়, এই কার্যধারার সময়ের” শব্দগুলো ও কমাগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, সম্পদ জব্দের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উক্ত সময় গণনায় কোনো আদেশ বা নিষেধাজ্ঞায় উল্লিখিত সময়কে কার্যধারার সময় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত “উক্ত ব্যক্তির যেই আয়বর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পদ জব্দ করা হইয়াছে উক্ত বৎসরের” শব্দগুলোর পরিবর্তে “যে আয়বর্ষে উক্ত রেকর্ড ও সম্পদ জব্দকরণ করা হইয়াছে সেই বৎসরের অর্জন” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, মোট আয় ও করদায় নির্ধারণের জন্য জব্দকৃত সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ, কোন আয়বর্ষ বা আয়বর্ষসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে, উপকর কমিশনার উক্ত সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যে আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ও সম্পদ জব্দ করা হয়েছে, সেই আয়বর্ষের অর্জন হিসেবে বিবেচনা করতে পারবেন।

(চ) উপ-ধারা (৭) এর দফা (ক) ও দফা (খ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত করের তুলনায় কম কর পরিশোধ করলে, তিনি কম পরিশোধিত করের জন্য খেলাপি করদাতা হিসেবে গণ্য হবেন। এছাড়া, ধারা ২০৬ এর অধীন জব্দকৃত রেকর্ড ও সম্পদের মধ্যে করের অনাদায়ী অংশ আদায়ের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু রেকর্ড ও সম্পদ উপকর কমিশনার তার হেফাজতে রাখতে পারবেন।

(ছ) উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত “সম্পত্তি” শব্দের পরিবর্তে “রেকর্ড ও সম্পদ” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে উক্ত বিধান জব্দকৃত সম্পদের পাশাপাশি জব্দকৃত রেকর্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, “করিতে পারিবেন এবং এই ধারার সকল বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে” শব্দগুলোর পরিবর্তে “করিবার জন্য এই ধারার সকল বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করিবেন”

শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিধানটির ভাষা অধিকতর স্পষ্ট ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯৩। অধিকৃত সম্পদের ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইনের ধারা ২১০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও দফা (খ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (ক) অনুযায়ী, উপকর কমিশনার এই উপ-ধারার অধীন দায়ী ব্যক্তি বা দায়ী হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তির অনাদায়ী কর পরিশোধের জন্য জব্দকৃত অর্থ ব্যবহার করবেন। যে পরিমাণ অর্থ, অনাদায়ী কর পরিশোধে ব্যবহার করা হবে সেই পরিমাণ অর্থ, দায় পরিশোধে ব্যবহৃত হিসাবে গণ্য হবে।

প্রতিস্থাপিত দফা (খ) অনুযায়ী, জব্দকৃত অর্থ কর হিসেবে পরিশোধ করার পরও অনাদায়ী কর অবশিষ্ট থাকলে, উপকর কমিশনার ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের মাধ্যমে অর্থ ব্যতীত অন্য যেকোনো অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করে অনাদায়ী কর পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯৪। কর ও অন্যান্য অঙ্ক পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া সংক্রান্ত ধারা ২১২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (২) এর পর নতুন উপ-ধারা (২ক) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন সংযোজিত উপ-ধারা অনুযায়ী, ধারা ১৭৪ এর অধীন স্বপ্রণোদিতভাবে দাখিলকৃত বিলম্ব রিটার্নের ক্ষেত্রে করদাতার বেতন হতে আয় ও আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় ছাড়া অন্য কোনো খাতে আয় না থাকলে এবং প্রদেয় কর পরিশোধ করা হলে, উপকর কমিশনার রিটার্নের একটি গ্রহণপত্র প্রদান করবেন। তবে, উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ না হলে, তিনি ধারা ১৮৩ অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ১৮৪ অনুযায়ী কর নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

তাছাড়া, উপ-ধারা (৪) এর শর্ত এর দফা (আ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) এর বিধানটির আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বে এ

বিধান শুধু অপ্রদর্শিত পরিসম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। সংশোধনের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত আয়, ব্যয় ও পরিসম্পদ—তিনটিকেই এ বিধানের আওতায় আনা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯৫। অংশ ১৪ এবং এর প্রথম অধ্যায়ের উপান্তটিকা সংশোধন

(ক) আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ১৪ এর শিরোনামে ব্যবহৃত "বকেয়া" শব্দের পরিবর্তে "আয়কর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই অংশের শিরোনাম হবে "আয়কর আদায়, প্রত্যর্পণ ও সমন্বয়"।

(খ) একইভাবে, অংশ ১৪ এর প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামে ব্যবহৃত "বকেয়া কর" শব্দগুলোর পরিবর্তে "আয়কর" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯৬। সরাসরি আদায় ও প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ধারা ২১৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২১৫ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ধারা ১৭০ক এর উপ-ধারা (৪) ও (৫) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, প্রত্যর্পণ প্রদর্শনপূর্বক দাখিলকৃত রিটার্ন ধারা ১৮০ অনুযায়ী স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হওয়ার পর উপকর কমিশনার ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে রিটার্ন প্রসেস সম্পন্ন করবেন। রিটার্ন প্রসেসের ফলে প্রত্যর্পণ সৃষ্টি হলে, উক্ত অর্থ করদাতার রিটার্নে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার করবেন।

এছাড়া, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে করদাতার অনলাইনে দাখিলকৃত প্রত্যর্পণ আবেদনপত্রে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবে আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ প্রদান করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯৭। সার্টিফিকেট প্রত্যাহার এবং কার্যক্রম স্থগিতকরণের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ২১৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২১৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ইন্টিমেশন প্রদান" শব্দগুলোর পরিবর্তে "অবহিত" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আইনি ভাষার সরলীকরণ ও প্রমিতকরণ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯৮। জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে কর আদায় সংক্রান্ত ধারা ২২০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২২০ এ নতুন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত শর্ত অনুযায়ী, উপকর কমিশনার কর্তৃক, জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে কর আদায়ের পূর্বে বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের নিকট সার্টিফিকেট প্রেরণ (ধারা ২১৬), ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার কর্তৃক আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ (ধারা ২১৭) এবং আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতি বা কার্যক্রম (ধারা ২২১) সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৯৯। প্রত্যর্পণ দাবি সংক্রান্ত আইনের ধারা ২২৬ এর শিরোনামসহ প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২২৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ ধারা ২১৫ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে করদাতার ব্যাংক হিসাবে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রদান না করা হলে করদাতা বিষয়টি কর কমিশনার অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে পারবেন। একইসঙ্গে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্যর্পণ প্রদান না করা হলে তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাদের অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০০। সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ২৩৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৩৩ এর দফা (৫) এর "আন্তর্জাতিক লেনদেন" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ট্যানজিবল (Tangible) বা স্পর্শাতীত (Intangible) সম্পত্তির ক্রয়, বিক্রয়, লিজ বা বিনিময় এবং সেবা বিনিময় বা অর্থ ধার দেওয়া বা নেওয়ার মাধ্যমে

সংঘটিত কোনো লেনদেন আন্তর্জাতিক লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে ট্যানজিবল (Tangible) বা স্পর্শাতীত (Intangible) সম্পত্তি এবং সেবা বিনিময়কেও আন্তর্জাতিক লেনদেনের আওতায় স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০১। আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৫০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৫০ এ উল্লিখিত "আপিল যুগ্ম কমিশনার" শব্দগুলোর পরিবর্তে "অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল)" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আপিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০২। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধির দায় সংক্রান্ত ধারা ২৫২ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৫২ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন এবং নতুন দফা (ঙ) ও (চ) সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী-

১০২.১ 'প্রতিনিধি' এর সংজ্ঞার পরিধি সম্প্রসারণ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৫২ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে 'প্রতিনিধি' এর সংজ্ঞার পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে সেবায়েত, মতোয়াল্লি এবং আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে এমন যেকোনো ব্যক্তিকেও প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, কেবল ব্যক্তির জন্য নয়; আয় অর্জন, সম্পদ ধারণ বা অধিকার গ্রহণে সক্ষম কোনো সম্পদ বা স্থাপনার পক্ষে আয় গ্রহণকারী ব্যক্তিও প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবেন।

উদাহরণ ৩৪

একটি ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে প্রতি মাসে দোকান ভাড়া বাবদ আয় হয়। উক্ত আয় মতোয়াল্লি সংগ্রহ ও পরিচালনা করেন। যদিও আয়টি ব্যক্তিগতভাবে মতোয়াল্লির নয়, তবুও তিনি ওয়াকফ সম্পত্তির পক্ষে আয় গ্রহণ করছেন। তাই এই ধারা অনুযায়ী তিনি

উক্ত আয়ের জন্য উক্ত ওয়াকফ এর প্রতিনিধি (Representative) হিসেবে গণ্য হবেন এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

১০২.২ মৃত করদাতার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্ধারণ

কোনো করদাতা মৃত্যুবরণ করলে এবং তার সম্পদ উক্ত করদাতার বৈধ ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টিত না হলে, ওয়ারিশগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে অথবা উপকর কমিশনার কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে ওয়ারিশগণের যেকোনো একজনকে মৃত করদাতার আয়ের জন্য প্রতিনিধি (Representative) হিসেবে গণ্য করা হবে।

১০২.৩ রিটার্ন দাখিলে অসমর্থ বা নিরুদ্দেশ (আইন) করদাতার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্ধারণ

কোনো করদাতা রিটার্ন পূরণে অসমর্থ হলে বা তার সন্ধান পাওয়া না গেলে, তার বৈধ ওয়ারিশগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে অথবা উপকর কমিশনার কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে উক্ত ওয়ারিশগণের যেকোনো একজনকে উক্ত করদাতার আয়ের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০৩। এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত ব্যক্তি সংক্রান্ত ধারা ২৫৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৫৩ সংশোধনপূর্বক এজেন্ট (Agent) হিসেবে গণ্য হওয়ার বিধানের পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পূর্বে এই ধারা কেবল অনিবাসী (Non-resident) করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। সংশোধনের মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলে অসমর্থ অথবা নিরুদ্দেশ নিবাসী করদাতা**র** ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০৪। পরিশোধিত কর পুনরুদ্ধারে প্রতিনিধির অধিকার সংক্রান্ত ধারা ২৫৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৫৪ এ উল্লিখিত “প্রতিনিধি” শব্দের পর “বা এজেন্ট” শব্দ এবং “ধারা ২৫২” এর পর “বা ধারা ২৫৩” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিনিধির পাশাপাশি এজেন্টের অধিকার ও দায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে, ধারা ২৫২ এর প্রতিনিধির ন্যায় ধারা ২৫৩ এর অধীন এজেন্টও পরিশোধিত কর

পুনরুদ্ধার, অর্থ আটক রাখা এবং করদায় নিষ্পত্তির জন্য সার্টিফিকেট গ্রহণ-সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০৫। ফার্ম, ইত্যাদির ব্যবসা বন্ধ হইবার ক্ষেত্রে অংশীদার, প্রমুখের দায় সংক্রান্ত ধারা ২৫৬ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৫৬ এ নতুন উপ-ধারা (৩) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, আরজেএসসি (Registrar of Joint Stock Companies And Firms, RJSC) এ নিবন্ধিত কোনো অংশীদারি ফার্ম বিলুপ্ত করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ফার্মকে উপকর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (Tax Clearance Certificate) দাখিল করতে হবে। উক্ত সনদ দাখিল করা হলে তবেই RJSC এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফার্মের বিলুপ্তির আদেশ প্রদান করতে পারবেন। এর ফলে ফার্ম বিলুপ্তির আগে কর সংক্রান্ত সকল দায় পরিশোধ বা নিষ্পত্তি নিশ্চিত হবে এবং কর বকেয়া রেখে কোনো অংশীদারি ফার্ম বিলুপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০৬। অনিবাসীর বিমান পরিবহন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে করদায় সংক্রান্ত ধারা ২৬০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “ব্যবসা হইতে আয়” শব্দগুলোর পরিবর্তে পর “ব্যবসা বা পেশা” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আইনের প্রয়োগের পরিধি সম্প্রসারিত ও অধিক স্পষ্ট হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০৭। উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন) সংক্রান্ত ধারা ২৬৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, আয়কর আইনের অংশ ৭ এর অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহে দায়বদ্ধ সকল ব্যক্তির জন্য উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং যাদের করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) রয়েছে, তাদের টিআইএন-ই উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন)

হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে আলাদা করে উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন) গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

আয়কর আইনের অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা আদায় করার বাধ্যবাধকতা আছে এরূপ ব্যক্তি যাদের টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই, তাদের ক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন) প্রদান করা যাবে।

যাদের উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন) গ্রহণ বাধ্যতামূলক কিন্তু টিআইএন না থাকায় উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন) গ্রহণ সম্ভব হয়নি, তাদের জন্য বোর্ড অস্থায়ী উইথহোল্ডার নম্বর (টিডব্লিউআইএন) প্রদান করতে পারবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০৮। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২৬৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়েছে, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (৩) এর দফা (২) এ উল্লিখিত “কোম্পানির” শব্দের পূর্বে “নিবাসী করদাতা কর্তৃক কোনো” শব্দগুলো সন্নিবেশ করে কোনো কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হওয়ার ক্ষেত্রে ‘রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ’ দাখিলের বাধ্যবাধকতা কেবল নিবাসী (Resident) করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে।

(খ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (২৩) এ উল্লিখিত “পৌরসভা” শব্দের পূর্বে “ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদে, এবং” চিহ্ন, শব্দগুলো ও কমা সন্নিবেশ করে পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও ‘রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ’ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(গ) উপ-ধারা (৩) এ দফা (৩৯) এর পর নতুন দফা (৪০) সংযোজন করে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নবায়নের সময় ‘রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ’ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে, ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা নেই, তাদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের দফা (১০) প্রতিস্থাপন করে ত্রি-চক্র মোটরযানের পাশাপাশি ১৫০ সিসি বা তদূর্ধ্ব সিসির মোটরসাইকেলের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে নাম ও টিআইএন সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড প্রত্যয়নপত্র দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০৯। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন সংক্রান্ত ধারা ২৬৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ব্যবসা" শব্দের পর "বা পেশা" শব্দগুলো এবং "তিনি" শব্দের পর "সর্বশেষ করবর্ষের" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর ফলে, ব্যবসা ও পেশা উভয় শ্রেণির করদাতার জন্য সর্বশেষ করবর্ষের 'রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ' ব্যবসা বা পেশার স্থানে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১০। আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৮৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮৬ সংশোধন করা হয়েছে। উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ "ক্ষতির" পরিবর্তে "লোকসানের" শব্দ প্রতিস্থাপন করে আইনের পরিভাষা এই আইনের অন্যান্য বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

তাছাড়া, উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপন করে কর নিরূপণ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের জন্য নতুন শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, উপকর কমিশনারের আদেশে ধার্যকৃত কর এবং করদাতার স্বীকৃত করদায়ের মধ্যকার পার্থক্যের ১% (এক শতাংশ) কর পরিশোধ না করলে কর নিরূপণ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা যাবে না।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১১। আপিলের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ধারা ২৮৯ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮৯ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন করে আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষকে কর নির্ধারণী আদেশের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণ চূড়ান্তকরণ (Confirm), হ্রাস (Reduce), বৃদ্ধি (Enhance), সেট-এসাইড (Set-aside) অথবা বাতিল (Annul) করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

একই সঙ্গে, দফা (খ) এ জরিমানা আরোপ সংক্রান্ত আদেশের ক্ষেত্রেও "নাকচ" শব্দের পরিবর্তে "সেট-এসাইড" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং "ভিন্ন পন্থায়" শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে যেন আপিল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আরও স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়। এছাড়া, দফা (গ) এ "কর্তৃপক্ষ" শব্দ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(খ) উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, যদি আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ৩৩৫ অনুযায়ী করদাতার নিকট আইনসম্মতভাবে নোটিশ জারি করা হয়নি, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী বা জরিমানা আরোপের আদেশ সেট-এসাইড করা যাবে এবং এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণও আদেশে উল্লেখ করতে হবে। তবে, ধারা ৩৩৫-এর উপ-ধারা (৪) এর শর্ত পূরণ হয়ে থাকলে সেট-এসাইড করা যাবে না।

(গ) উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোনো আপিল মামলার ফলে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণী আদেশে পরিবর্তন হলে, আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অংশীদার বা সদস্যদের কর নির্ধারণী আদেশ সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারকে নির্দেশ প্রদানপূর্বক আদেশ জারি করবেন।

(ঘ) উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, আপিল মামলা নিষ্পত্তির পর আয়কর কর্তৃপক্ষ আপিলকারী বরাবর আদেশ জারির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশের কপি উপকর কমিশনার, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার এবং কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঙ) উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, কোনো আপিল যে তারিখে দায়ের করা হয়েছিল, সেই তারিখের সংশ্লিষ্ট মাস সমাপ্তির পরবর্তী ১৫০

দিনের মধ্যে আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো আদেশ প্রদান করতে ব্যর্থ হলে, আপিলটি অনুমোদিত এবং তদনুযায়ী নিষ্পত্তিকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে। এর ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির বাধ্যবাধকতা আরও স্পষ্ট করা হয়েছে।

(চ) উপ-ধারা (৭) এর পর নতুন উপ-ধারা (৮) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, আপিলকারী যদি মনে করেন যে, আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তির সময় উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি, তাহলে তিনি ধারা ৩৩০ অনুযায়ী ত্রুটি সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১২। ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, ধারা ২১৭ এর অধীন ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের জারীকৃত আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের নিকট আপিল করতে পারবেন, যা পূর্বে কর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের নিকট দাখিল করতে হতো। এছাড়া, প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী এই ধারার অধীন কর কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১৩। আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯১ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯১ এর উপ-ধারা (২) সংশোধন করে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়েরের পূর্বে পরিশোধযোগ্য করের হার ১০% হতে কমিয়ে ৩% নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কমিশনার (আপিল) এর আদেশের ভিত্তিতে ধার্যকৃত কর এবং করদাতার স্বীকৃত করদায়ের মধ্যকার পার্থক্যের ৩% (তিন শতাংশ) কর পরিশোধ না করলে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করা যাবে না বা আপিল দায়ের করা যাবে না।

তাছাড়া, উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত করা হয়েছে। পূর্বের বিধান অনুযায়ী, কর কমিশনার, সন্তোষজনক কারণ থাকলে, আপিলের পূর্বে কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা শিথিল করতে

পারতেন। বিলুপ্তির ফলে এ ধরনের শিথিলতার সুযোগ আর থাকবে না। ফলে, ১ জুলাই ২০২৬ বা তদপরবর্তী সময়ে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করা হলে, মামলাটি পূর্ববর্তী যেকোনো করবর্ষের হলেও করদাতাকে সংশোধিত বিধান অনুযায়ী করদাতার স্বীকৃত করদায় এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত করের পার্থক্যের ৩% কর পরিশোধ করেই আপিল দায়ের করতে হবে।

এছাড়া, উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত 'উপ-ধারা (৩)' এর পরিবর্তে 'উপ-ধারা (৪)' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যা একটি রেফারেন্সিং/ করণিক সংশোধন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ৩৫

করদাতা জনাব নাবিল রহমান ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে ৫,০০,০০০ টাকা আয় ও স্বীকৃত করদায় ১০,০০০ টাকা পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করেন। রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে উপকর কমিশনার সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়ন করেন যেখানে করদাতার আয় নিরূপণ করেন ১৬,৫০,০০০ টাকা। করদাতা উপকর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করার নিমিত্ত আয়কর আইনের ধারা ২৮৬ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী কর পরিশোধ করেন। প্রণীত আপিল আদেশ অনুযায়ী উপকর কমিশনার মামলা নিষ্পত্তি করেন যেখানে সংশোধিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১,৫০,০০০ টাকা। এমতাবস্থায়, করদাতা আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়েরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে, আইন অনুযায়ী করদাতাকে আয়কর আইনের ধারা ২৯১ উপ-ধারা (২) অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে কত টাকা কর পরিশোধ করতে হবে।

সমাধান

জনাব নাবিল রহমান এর দাখিলকৃত রিটার্নে প্রদর্শিত আয় = ৫,০০,০০০ টাকা।
করদাতার স্বীকৃত করদায় = ১০,০০০ টাকা।
রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর উপকর কমিশনার করদাতার আয় নিরূপণ করেন = ১৬,৫০,০০০ টাকা।
উপকর কমিশনারের নিরূপিত আয়ের প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত কর = ১,৯৫,০০০ টাকা।

উপকর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য করদাতাকে উপকর কমিশনারের আদেশের ভিত্তিতে ধার্যকৃত কর এবং করদাতার স্বীকৃত করদায়ের মধ্যকার পার্থক্যের ১% কর পরিশোধ করতে হবে।

এক্ষেত্রে, উপকর কমিশনারের আদেশের ভিত্তিতে ধার্যকৃত কর = ১,৯৫,০০০ টাকা ।

করদাতার স্বীকৃত করদায় = ১০,০০০ টাকা।

উপকর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের নিমিত্ত করদাতাকে পরিশোধ করতে হবে = (১,৯৫,০০০—১০,০০০) ×১% টাকা

= ১,৮৫,০০০×১% টাকা

= ১,৮৫০ টাকা।

প্রণীত আপিল আদেশ অনুযায়ী করদাতার আয় নিরূপিত হয় ১১,৫০,০০০ টাকা, যার প্রেক্ষিতে পরিগণনাকৃত কর = ৯৫,০০০ টাকা।

করদাতাকে উক্ত আপিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার জন্য ধারা ২৯১ এর উপ-ধারা (২)অনুযায়ী ৩% কর পরিশোধ করতে হবে।

সুতরাং, আপিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার নিমিত্ত করদাতাকে পরিশোধ করতে হবে = (আপিল আদেশের প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত কর—স্বীকৃত করদায়)×৩%

= (৯৫,০০০-১০,০০০) টাকা)×৩%

= ২,৫৫০ টাকা।

করদাতা কর্তৃক আপিল দায়ের করার সময় পরিশোধিত কর = ১,৮৫০ টাকা।

সুতরাং, করদাতা কর্তৃক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার সময় পরিশোধিতব্য কর = (২,৫৫০-১,৮৫০) টাকা = ৭০০ টাকা।

অতএব, জনাব নাবিল রহমানকে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার জন্য ধারা ২৯১ উপ-ধারা (২) অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ৭০০ টাকা কর পরিশোধ করতে হবে।

১১৪। আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ধারা ২৯২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯২ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়েছে, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, আপিল ট্রাইব্যুনালকে আপিলের বিষয়বস্তু, সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের সমর্থনে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আদেশ প্রদান করতে হবে। এছাড়া, নোটিশ জারির ক্ষেত্রে ধারা ৩৩৫ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান পরিপালন না হলে তবেই সেট-এসাইড আদেশ প্রদান করা যাবে।

(খ) উপ-ধারা (৩) সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের সদস্যদের আয়কর নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারকে নির্দেশ প্রদানপূর্বক আদেশ জারি করবে।

(গ) উপ-ধারা (৪) সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ এখন শুধু আপিলকারী ও কর কমিশনারকে অবহিত করার পরিবর্তে আপিলকারী, উপকর কমিশনার এবং কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) উপ-ধারা (৬) সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে, আপিলটি "অনুমোদিত ও তদনুযায়ী নিষ্পত্তিকৃত" মর্মে গণ্য হবে।

(ঙ) উপ-ধারা (৬) এর পর উপ-ধারা (৭) সংযোজিত হয়েছে। সংযোজিত বিধান অনুযায়ী, আপিলকারীর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে আপিল ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসরণ না করেই আপিল নিষ্পত্তি করেছে, সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত আপিল ট্রাইব্যুনালে ধারা ৩৩০ অনুযায়ী ত্রুটি সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১৫। হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স সংক্রান্ত ধারা ২৯৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) প্রতিস্থাপন ও দফা (গ) বিলুপ্ত করা হয়েছে। পূর্বে কর আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর এবং করদাতার স্বীকৃত করদায়ের মধ্যকার পার্থক্যের ক্ষেত্রে, করদাবি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে ১৫% এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশি হলে ২৫% কর পরিশোধ না করলে হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যেত না। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, করদাবির পরিমাণ নির্বিশেষে উক্ত পার্থক্যের ১০% কর পরিশোধ করলেই রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যাবে।

তাছাড়া, উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত করা হয়েছে। পূর্বে বোর্ড করদাতার আবেদনের ভিত্তিতে রেফারেন্স মামলা দায়েরের পূর্বে পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ হ্রাস বা মওকুফ করতে পারতো। সংশোধিত বিধানের মাধ্যমে বোর্ডের এই ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১৬। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ধারা ২৯৭ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯৭ এ উল্লিখিত "আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলোর পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কর নিরূপণ সংক্রান্ত বিরোধ বা আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ পরবর্তী পর্যায়ে" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, আপিল ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কর নিরূপণ সংক্রান্ত বিরোধের পাশাপাশি আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ-পরবর্তী পর্যায়েও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি এর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১৭। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারা ২৯৮ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলোর পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কর নিরূপণ সংক্রান্ত বিরোধ বা আপিল ট্রাইবুনালের আদেশ পরবর্তী পর্যায়ে" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মূলত ধারা ২৯৭ এর সাথে সংগতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১৮। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ধারা ৩০৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩০৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "উক্তকমত্য" শব্দের পরিবর্তে "ঐকমত্য পোষণ করেন অথবা প্রয়োজনে বিরোধপূর্ণ আইনি বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঐকমত্য" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, বিরোধপূর্ণ আইনি বিষয়ে প্রয়োজনবোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে।

তাছাড়া, উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানে মতৈক্যের ভিত্তিতে ন্যায্য পাওনা পরিশোধের তারিখ উল্লেখের বাধ্যবাধকতাও সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি, পরিশোধের অঙ্ক বিবেচনায় ন্যায্য পাওনা পরিশোধের মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত নির্ধারণের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১১৯। মতৈক্যের ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ৩০৫ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩০৫ এ উপ-ধারা (১) এর পর নতুন উপ-ধারা (১ক) সংযোজন করা হয়েছে। পূর্বের বিধানে মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত পাওনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করলে পরবর্তী কর আদায় বা জরিমানা আরোপের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট বিধান ছিল না। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত পরিশোধের তারিখ অতিক্রান্ত হলে উপকর কমিশনার সরাসরি ধারা ২১৬ অনুযায়ী ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের মাধ্যমে বকেয়া কর আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে, ধারা ২৭৫ অনুযায়ী কর পরিশোধে খেলাপির কারণে বকেয়া করের অতিরিক্ত, বকেয়া করের সমপরিমাণ পর্যন্ত জরিমানা আরোপের কার্যক্রমও গ্রহণ করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২০। মামলা পরিচালনার অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা ৩২৪ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২৪ এর নতুন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। পূর্বের বিধান অনুযায়ী, কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত অংশ ২২ এর অধীন কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলা দায়ের করা যেত না। সংযোজিত নতুন শর্ত অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল অথবা আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে এই আইনের অংশ ২২ এ উল্লিখিত ফৌজদারি অপরাধ ও বিচার সংক্রান্ত মামলার সুপারিশ থাকলে এবং উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রণীত কর নির্ধারণ আদেশে এই আইনের অংশ ২২ এ উল্লিখিত কোনো ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার এই ধারায় কর কমিশনারের অনুমোদনপূর্বক ফৌজদারি অপরাধ সংঘটন সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করতে পারবেন।

এছাড়া, দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রণীত কর নির্ধারণ আদেশে এই আইনের অংশ ২২ এ উল্লিখিত কোনো ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি উপকর কমিশনার কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করেন তাহলে মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল অথবা কর কমিশনার, আয়কর

গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট এই ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাবনার অনুমোদন প্রদান করতে পারবেন।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২১। ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত ধারা ৩৩০ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩০ এর উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বের বিধান অনুযায়ী, প্রদেয় অর্থের পরিমাণের চাইতে অধিক পরিমাণ অর্থ পরিশোধ বা করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত করের ক্রেডিট প্রদান না হওয়ার বিষয়ে কেবল উপকর কমিশনারের নিকট আবেদন করা যেত। সংশোধিত বিধানে আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনালের জারীকৃত আদেশে ত্রুটি সংশোধনের আবেদন করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রও সম্প্রসারণ করে (ক) এই ধারার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত ত্রুটি, (খ) প্রদেয় করের তুলনায় অতিরিক্ত অংক পরিশোধ এবং (গ) পরিশোধিত করের ক্রেডিট প্রদান না করা - এই তিনটি বিষয়ে আবেদন করার বিধান করা হয়েছে। এ ধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনাল করদাতার দাবির বৈধতা ও সঠিকতা যাচাই করে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধনপূর্বক আদেশ প্রদান করবেন।

তাছাড়া, উপ-ধারা (৬) এর পর নতুন ব্যাখ্যাংশ সংযোজন করা হয়েছে। পূর্বে ‘ত্রুটি’ শব্দটির কোনো সংজ্ঞা আইনে ছিল না। নতুন সংযোজিত বিধানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ‘ত্রুটি’ বলতে আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারিকৃত আদেশে করদাতার দাখিলকৃত বা প্রাপ্ত রেকর্ড থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান গাণিতিক ত্রুটি, করণিক ত্রুটি বা তথ্যগত ত্রুটিকে বোঝাবে। এর ফলে কি ধরনের ত্রুটি ধারা ৩৩০ এর অধীন সংশোধনযোগ্য হবে, তা আইনে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২২। সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৩৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩৪ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে মহামারী, অতিমারী, দৈব দুর্বিপাক ও যুদ্ধকালীন সময় বিদ্যমান বলে সরকারের ঘোষণা বা আদেশ রয়েছে, সেইক্ষেত্রে বোর্ড জনস্বার্থে ও সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো আদেশ জারির মাধ্যমে এই আইনের কোনো বিধান

পরিপালনের সময়সীমা প্রমার্জন করতে পারবে বা পরিপালনের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২৩। আয়কর আইন, ২০২৩ এর দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ (১২) এর দফা (জ) এর উপ-দফা (অ) তে সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধিত বিধানে 'অন্যান্য ব্যক্তি সংঘ' এর পরিবর্তে 'ব্যক্তিসংঘ, কৃত্রিমসত্তা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং 'ব্যবসা হইতে আয়' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে 'নিয়োগকর্তা' এর পরিধি সম্প্রসারণ এবং আইন অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২৪। আয়কর আইন, ২০২৩ এর তৃতীয় তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) অনুচ্ছেদ (৩) এর দফা (১) এ পূর্বের বিধান অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা করদাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পরিবহণে নিয়োজিত বাস বা মিনিবাস ব্যতীত কোনো যাত্রীবাহী মোটরযানের ক্ষেত্রে অবচয়যোগ্য ক্রয়মূল্যের সর্বোচ্চ সীমা ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা ছিল। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, উক্ত সীমা বৃদ্ধি করে ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) অনুচ্ছেদ (৩) এর দফা (৪) এর উপ-দফা (ক) এবং অনুচ্ছেদ (৭) শিরোনামে "ক্ষতি" শব্দের পরিবর্তে "লোকসান" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আইনে পরিভাষাগত সামঞ্জস্য আনা হয়েছে।

(গ) অনুচ্ছেদ (৬) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার উপর ত্বরান্বিত ভাতার ক্ষেত্রে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধনীসমূহ নিম্নরূপঃ

- ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা সংক্রান্ত সুবিধাটি পূর্বে যে কোনো শিল্প স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকলেও সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাইরে বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো উৎপাদনমুখী শিল্প, পর্যটন ও ক্রীড়া শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সেই অনুযায়ী 'শিল্প স্থাপনা' শব্দগুলো সংশোধন করে উৎপাদনমুখী শিল্প, পর্যটন বা ক্রীড়া শিল্প শব্দসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- পূর্বের বিধান অনুযায়ী, ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বছর থেকে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত অনুমোদিত হলেও সংশোধিত বিধান অনুযায়ী ২ (দুই) বছর পর্যন্ত অনুমোদিত হবে।
- ত্বরান্বিত অবচয়ের হার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর যথাক্রমে ৫০%, ৩০% ও ২০% এর পরিবর্তে প্রথম বছরে ৬০% ও দ্বিতীয় বছরে ৪০% নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ত্বরান্বিত অবচয় ভাতার জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করার সময়সীমা বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাসের শেষ দিন থেকে ৬ (ছয়) মাস এর পরিবর্তে ১২ (বারো) মাস করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২৫। আয়কর আইন, ২০২৩ এর চতুর্থ তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর এর চতুর্থ তফসিলে নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) অনুচ্ছেদ (৪) এর দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, সিকিউরিটি বা অন্য কোনো সম্পত্তি বিক্রয় হতে উদ্ভূত অবচয় (depreciation) বা লোকসান মিটানোর জন্য হিসাবের খাতাপত্র বা অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়নকৃত স্থিতিপত্রে অবলোপন অথবা সঞ্চিতি রাখা হলে তা বিয়োজনযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদিত হবে। একইভাবে, সিকিউরিটি বা অন্য কোনো সম্পত্তি বিক্রয় হতে উদ্ভূত উপচয় (appreciation) বা মুনাফা হিসাবের খাতাপত্র বা অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়নকৃত স্থিতিপত্রে ক্রেডিট করা হলে তা উদ্বৃত্তের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(খ) অনুচ্ছেদ (৬) এর দফা (১), (২), (৩) এবং ব্যাখ্যাংশের দফা (ক) এ ব্যবহৃত "ক্ষতি" শব্দের পরিবর্তে "লোকসান" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আইনে পরিভাষাগত সামঞ্জস্য আনা হয়েছে।

(গ) অনুচ্ছেদ (৯) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত **"সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি"** শব্দগুলোর পরিবর্তে "সর্বমোট বাহ্যিক প্রাপ্তি (gross external incomings)" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া, এ সংজ্ঞায় "বিক্রয়লব্ধ মুনাফা" শব্দগুলোর পর "এবং পলিসি হোল্ডারগণকে প্রদত্ত বা প্রদেয় সুদ" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে 'সর্বমোট বাহ্যিক প্রাপ্তি' নিরূপণের ক্ষেত্রে পলিসি হোল্ডারগণকে প্রদত্ত বা প্রদেয় সুদ অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তাছাড়া, দফা (খ) এ "ধারা ৪৮" সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৪৯" প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সংজ্ঞায় অনুমোদনযোগ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারার রেফারেন্সগত ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২৬। আয়কর আইন, ২০২৩ এর পঞ্চম তফসিলের সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর পঞ্চম তফসিলের শিরোনাম থেকে "খনিজ সম্পদের" শব্দসমূহ বিলুপ্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তফসিলটির পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া, অংশ ১ ও অংশ ২ এর সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহে ব্যবহৃত "ক্ষতি" ও "ক্ষতির" শব্দের পরিবর্তে যথাক্রমে "লোকসান" ও "লোকসানের" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আইনে পরিভাষাগত সামঞ্জস্য আনা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২৭। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর এর ষষ্ঠ তফসিলে নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ (১৯) এ উল্লিখিত "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড" শব্দগুলোর পর "(আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত)" শব্দগুলো ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হয়েছে। এর

মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভুত আয় মোট আয় পরিগণনা থেকে বাদ দিলেও আর্থিক পরিসম্পদ থেকে উদ্ভুত আয় মোট আয় পরিগণনায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

(খ) অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ (২১) এর দফা (থ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বে মোট আয় পরিগণনা থেকে বাদের আওতায় কেবল “আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing)” অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংশোধিত বিধানে এর পরিবর্তে “ফ্রি ল্যান্সিং (Freelancing) ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন (Content Creation)” অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(গ) অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ (২৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, নারী মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প (যাদের বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা) হতে উদ্ভুত আয়কেও মোট আয় পরিগণনা থেকে বাদের আওতায় আনা হয়েছে। তবে, এ সুবিধা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পকে এসএমই ফাউন্ডেশনে নিবন্ধিত হতে হবে।

(ঘ) অংশ ১ এ অনুচ্ছেদ (৩৬) এর পর নতুন অনুচ্ছেদ (৩৭) সংযোজনের মাধ্যমে গোষ্ঠী বিমা পলিসি থেকে কর্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ বা সুবিধা, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, মোট আয় পরিগণনা থেকে বাদের আওতায় আনা হয়েছে।

(ঙ) অংশ ২ এর অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ঙ) এর পর নতুন দফা (চ) এর মাধ্যমে মোট আয় পরিগণনা হতে বিয়োজনের তালিকায় “সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট” এ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দানকৃত আয় সংযোজন করা হয়েছে।

(চ) অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (৫) এ “কোনো” শব্দের পর “স্বীকৃত” শব্দ সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে, ভবিষ্য তহবিলে (Provident Fund) করদাতা এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদার ওপর বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত কেবল স্বীকৃত (Recognized) ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(ছ) অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (৭) এর উপ-দফা (খ) এ “অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা” শব্দগুলোর পরিবর্তে “নতুন বিনিয়োগ” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে, কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বা সম্পদ ব্যবস্থাপক বা ফান্ড ম্যানেজার কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউনিট সার্টিফিকেট এবং মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ বা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বিনিয়োগসীমার পরিবর্তে ‘নতুন বিনিয়োগ’ কর রেয়াতের জন্য বিবেচিত হবে।

(জ) অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (৭) এ নতুন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। নতুন শর্ত অনুযায়ী, সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ বা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে বিনিয়োগের ভিত্তিতে কর রেয়াত গ্রহণ করলে, বিনিয়োগটি নির্ধারিত পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত বহাল রাখতে হবে। যদি পূর্ণ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিনিয়োগ নগদায়ন করা হয়, তবে **সেই** বিনিয়োগের বিপরীতে পূর্বে প্রাপ্ত কর রেয়াতের অংশ নগদায়নের অর্থবছরে অতিরিক্ত কর হিসেবে পরিশোধ করতে হবে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২৮। আয়কর আইন, ২০২৩ এর সপ্তম তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর এর সপ্তম তফসিলে নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথাঃ-

(ক) অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত “এইরূপ আয়” শব্দগুলোর পরিবর্তে “এইরূপ আয়ের উপর” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পরিভাষাগত স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।

(খ) অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ঘ) এর পর নতুন দফা (ঙ) সন্নিবেশ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত বিধান অনুযায়ী, ব্যবসায়িক পণ্য নয় এমন ব্যক্তিগত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক, ধাতব মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতু বিক্রয় হতে অর্জিত মূলধনী আয়ের ওপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর আরোপ হবে। এর মাধ্যমে এসব ব্যক্তিগত মূল্যবান সম্পদ বিক্রয় থেকে অর্জিত মূলধনী আয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট করহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

(গ) অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপন করে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) এ সংজ্ঞায়িত ‘লভ্যাংশ’ আয়ের করহার পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী-

- স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের ওপর ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর আরোপ হবে।
- স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের ওপর ২০% হারে কর আরোপ হবে।

এই সংশোধনীর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৭ এর লভ্যাংশের উপর উৎসে কর কর্তনের হারের সাথে সামঞ্জস্য আনয়ন করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১২৯। আয়কর আইন, ২০২৩ এর অষ্টম তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর এর অষ্টম তফসিলের অংশ ২ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী, স্টার্টআপ স্যান্ডবক্সের ক্ষেত্রে কতিপয় সংশোধনী ও নতুন বিধান আনা হয়েছে।

১২৯.১ পরিভাষাগত পরিবর্তন

পূর্বের বিধান অনুযায়ী, কোনো স্টার্টআপের গ্রোথ বর্ষের ব্যবসা হতে আয় নিরূপণের বিষয়ে উল্লেখ করা ছিল। সংশোধিত বিধানে এর পরিবর্তে "ব্যবসা বা পেশা হতে আয়" পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে আইনের সাথে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১২৯.২ লোকসানের সমন্বয় ও জের টানার পরিধি সম্প্রসারণ

পূর্বের আইনেও গ্রোথ বর্ষে সৃষ্ট লোকসান পরবর্তী ৯ বছর পর্যন্ত জের টানা (carry forward) ও সমন্বয়ের সুযোগ ছিল। সংশোধিত বিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নতুন বিনিয়োগ গ্রহণ বা স্টার্টআপ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিবর্তন হলেও এই লোকসান এর জের টানা ও সমন্বয়ের সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১২৯.৩ টার্নওভার করের অব্যাহতি

পূর্বের বিধান অনুযায়ী, নিবন্ধিত স্টার্টআপের জন্য ০.১% ন্যূনতম কর প্রযোজ্য ছিল। সংশোধিত বিধানে এর পরিবর্তে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন টার্নওভার করের হার ০% (শূন্য শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে গ্রোথ বর্ষে নিবন্ধিত স্টার্টআপকে কোনো টার্নওভার কর পরিশোধ করতে হবে না।

১২৯.৪ রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা সহজীকরণ

পূর্বের বিধান অনুযায়ী, স্টার্টআপকে (তার সিস্টেম বা হিসাবের খতিয়ানে) আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট স্থায়ী (Permanent) প্রবেশাধিকার (Access) প্রদান করতে হতো। সংশোধিত বিধানে এর পরিবর্তে 'পাঠযোগ্য (Read Only) ডিজিটাল প্রবেশাধিকার' প্রদানের বিধান করা হয়েছে। এর ফলে আয়কর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য দেখতে পারবে, কিন্তু স্টার্টআপের কোনো তথ্য পরিবর্তন করতে পারবে না।

১২৯.৫ নিবন্ধন বাতিলের নতুন বিধান

পূর্বের আইনে কোন কোন স্টার্টআপ নিবন্ধনের অযোগ্য হবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন সময়সীমাভিত্তিক শর্ত প্রযোজ্য ছিল। সংশোধিত বিধানে সেসব বিধান বাদ দিয়ে বলা

হয়েছে যে, উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট স্টার্টআপকে শুনানির সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে।

১২৯.৬ গ্রোথবর্ষের (growth years) সংজ্ঞা সম্প্রসারণ

পূর্বের আইনে গ্রোথবর্ষের মেয়াদ স্টার্টআপের নিবন্ধন ও নিগমনের (incorporation) সময়ের ওপর নির্ভর করে ৩ বছর বা ৫ বছর ছিল। সংশোধিত বিধানে এ ব্যবস্থা বিলোপ করে নিগমিত হওয়ার বছরের শেষ থেকে পরবর্তী ৯ বছরকেই গ্রোথ বর্ষ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১২৯.৭ সংজ্ঞা হালনাগাদকরণ ও নতুন শ্রেণিবিভাগ

সংশোধিত বিধানে স্টার্টআপ সম্পর্কিত সংজ্ঞাগুলো আধুনিক ও বিস্তৃত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ-

- **"উদ্ভাবন (Innovation)"** এর সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে কোনো পণ্য, সেবা, প্রক্রিয়া, ব্যবসায়িক মডেল বা প্রযুক্তির উন্নয়ন বা উল্লেখযোগ্য পরিমার্জন যা পণ্য, সেবা, প্রক্রিয়া, ব্যবসায়িক মডেল বা প্রযুক্তির সক্ষমতা বা গুণগত মান বা উপযোগিতা বৃদ্ধি করে অথবা বিদ্যমান সমস্যার আরও দক্ষ এবং কার্যকর সমাধান প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে।
- **"ডিপ টেক স্টার্টআপ (Deep Tech Startup)"** নামে নতুন শ্রেণি সংযোজন করা হয়েছে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক সেবা (FinTech) বা তথ্য বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞাননির্ভর এবং যার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) রয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে।
- **"স্ট্যান্ডার্ড স্টার্টআপ (Standard Startup)"** নামে পৃথক শ্রেণি সংযোজন করা হয়েছে যা পণ্য, সেবা, প্রক্রিয়া, ব্যবসায়িক মডেল বা প্রযুক্তির উদ্ভাবন বা উন্নয়ন বা উৎকর্ষ সাধন কর্মে নিয়োজিত অথবা ব্যাপক কর্মসংস্থান অথবা সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে।
- **"স্টার্টআপ"** এর সংজ্ঞা সম্প্রসারণ করে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এটি স্ট্যান্ডার্ড স্টার্টআপ ও ডিপ টেক স্টার্টআপ–উভয় ধরনের কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্ত করবে, তবে বার্ষিক টার্নওভার কোনো

অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকার বেশি হতে পারবে না এবং কোম্পানিটি একীভূতকরণ বা ডিমার্জারের মাধ্যমে সৃষ্ট হতে পারবে না।

মোঃ জাফর ইমাম
প্রথম সচিব (কর নীতি)

পরিশিষ্ট-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আগস্ট, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ০৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-২৭৩-আইন/আয়কর-৫/২০২৬।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "**আইন**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);

(খ) "**অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(গ) **"কাঁচামাল"** অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৩০ক) এ সংজ্ঞায়িত কাঁচামাল;

(ঘ) "**চুক্তি**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (২) এ সংজ্ঞায়িত চুক্তি;

(ঙ) "**ডেভেলপার**" বা **"রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার"** বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এ বর্ণিত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে বুঝাইবে এবং যদি কোনো ব্যক্তি ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনপূর্বক তাহার নিজের বা অন্যের ভূমি উন্নয়ন করেন অথবা তাহার নিজের বা অন্যের ভূমিতে স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস নির্মাণ করেন; অথবা ভূমির মালিক বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের মালিক ডেভেলপার বা কো-ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি করেন তাহা হইলে তিনিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) "**ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি"** বলিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

(অ) কোনো ব্যক্তি পণের বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে Irrevocable Power of Attorney মূলে কোনো ভূমি বা ভবন উন্নয়নপূর্বক বিক্রয় করিলে;

(আ) নিজের বা অন্যের ভূমির মধ্যে রাস্তা নির্মাণপূর্বক ভূমি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে;

(ই) নিজের ভূমিতে বা অন্যের ভূমিতে ভবন নির্মাণ করিয়া তাহা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে;

(ঈ) কোনোক্ষেত্রে যদি দেখা যায় কোনো বন্দোবস্তের (under any arrangement) অধীন কোনো ভূমি বা ভবন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উন্নয়নপূর্বক বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইয়াছে:

তবে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে "ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি" বলিয়া গণ্য হইবে না, যথাঃ-

(১) কোনো ব্যক্তি যদি অর্থের প্রয়োজনে তাহার বৃহৎ একটি ভূমির খন্ডাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন;

(২) নিজে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কোনো ভূমি বা ভবন উন্নয়ন করিয়া পরবর্তীকালে তা একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনে বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন;

(৩) সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুসারে নিবন্ধিত সমবায় সমিতি যদি নিজ নামে নিবন্ধিত কোনো ভূমি উক্ত সমিতির সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করে;

(ছ) "**ধারা**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো ধারা;

(জ) "**নির্দিষ্ট ব্যক্তি**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত নির্দিষ্ট ব্যক্তি;

(ঝ) "**পরিশোধ**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৪) এ সংজ্ঞায়িত পরিশোধ;

(ঞ "**ব্যক্তি**" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(ট) "**ব্যাংক ট্রান্সফার**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৭২) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক ট্রান্সফার;

(ঠ) "**ভিত্তিমূল্য**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ভিত্তিমূল্য।

৩। ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন।— (১) ধারা ৮৯ এর অধীন নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হার অনুযায়ী যে-কোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
১।	এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এম এস স্ক্র্যাপের ক্ষেত্রে	০.৫%
২।	পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৬%
৩।	পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৪।	ধান, ধানের কুড়া, চাল, পুষ্টি চালের কার্নেল, গম, আলু, গবাদি পশু, গবাদি পশুর হাড়, হাস-মুরগী, মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভূট্টা, আটা, ময়দা, আয়োডিন, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, বীজ, পাট, পাটকাঠি, তুলা, সরিষা, তিল, কাঁচা চা-পাতা, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গা, তেজপাতা, ডিম, শাকসবজি, লেবু, কাঁচামরিচ, তরল দুধ, , স-মিলের ভূসি, পোল্ট্রি ফিড, পিলেটেড পোল্ট্রি ফিড, মাশরুম, মধু, গুড়, তামাক ব্যতীত অন্যান্য গাছের পাতা ও বাকল, লতা-পাতা, চিটাগুড়, খৈল, সয়াবিন মিল, ডি-ও-আর-বি (De-oiled Rice Bran), কাঁচা চামড়া, জৈব সার, জৈব কীটনাশক বা বালাইনাশক, সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৫%
৫।	স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রত্ন-হীরক, সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৫%
৬।	সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৭।	সব ধরনের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৮।	শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প কর্তৃক প্রদত্ত সাব-কন্ট্রাক্ট এর ক্ষেত্রে	১%
৯।	এমএস বিলেট ব্যতীত সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
১০।	তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
১১।	গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে	৩%
১২।	গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে	০.৬%
১৩।	স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৪।	সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের	৩%

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
	সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে	
১৫।	রিসাইকেল্ড- প্লাস্টিক, পলিথিন, ব্যাটারি, সিসা, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, কাগজ, কাঁচ সহ রিসাইকেলযোগ্য সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
১৬।	রিসাইক্লিং শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
১৭।	শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং প্যাকিং ম্যাটারিয়েল সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৮।	ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে	৫%
১৯।	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল শিল্পে তামাকজাত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১০%
২০।	ক। সারণী ক্রমিক নং ১ হইতে ১৯ তে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে— খ। ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে—	৫%

তবে শর্ত থাকে যে, পেট্রোল পাম্প বা সিএনজি স্টেশন কর্তৃক তেল বা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন কর পরিশোধিত হইয়াছে এবং উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ (খ-ক) নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানীকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত কর;

খ = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানীকৃত পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীনে যেই কর কর্তন করা হইত।

(৩) যেইক্ষেত্রে ধারা ৯৪ এর অধীন উৎসে কর পরিশোধিত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ (খ-ক) নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে -

ক = ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর;

খ = ধারা ৯৪ এর অধীন পন্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীন যে পরিমাণ কর্তন করা হইত:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৪ তে বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক কোনো ডিস্ট্রিবিউটর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধিতে বর্ণিত "খ" নিম্নরূপে পরিগণিত হইবে-

খ ={ধারা ৯৪ এর অধীন কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির পণ্যের বিক্রয়মূল্য} × ৫% × ১০%।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।

৪। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন।–(১) ধারা ৯০ এর অধীন কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময়, নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করিবেন:—

সারণী

ক্রমিক নং	**সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ**		**হার**
(১)	**(২)**		**(৩)**
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১৫%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	৭.৫%
২।	পেশাদার সেবা (professional service) ফি	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১৫%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	৭.৫%
৩।	কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১৫%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০%
৪।	(ক) ক্লিনিং (খ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (গ) জনবল সরবরাহ (ঘ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া (ঙ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এজেন্সি	(১) কমিশন এর উপর	১০%
		(২) মোট বিল এর উপর	১%

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th colspan="2">সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ</th><th>হার</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td colspan="2">(২)</td><td>(৩)</td></tr>
<tr><td></td><td>সেবা</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৫।</td><td>(ক) ক্যাটারিং
(খ) জনসংযোগ
(গ) ইভেন্ট পরিচালনা
(ঘ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা
(ঙ) কুরিয়ার সার্ভিস
(চ) প্যাকিং এবং শিফটিং
(ছ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি
(জ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা</td><td>মোট বিলের উপর</td><td>২%</td></tr>
<tr><td>৬।</td><td colspan="2">ইন্ডেন্টিং কমিশন এর উপর</td><td>৭.৫%</td></tr>
<tr><td>৭।</td><td colspan="2">মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী বিল এর উপর</td><td>২০%</td></tr>
<tr><td>৮।</td><td colspan="2">মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কতৃক প্রদত্ত সেবা বিল এর উপর</td><td>১০%</td></tr>
<tr><td>৯।</td><td colspan="2">ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি বিল এর উপর</td><td>১০%</td></tr>
<tr><td>১০।</td><td colspan="2">মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ বিল এর উপর</td><td>৫%</td></tr>
<tr><td>১১।</td><td colspan="2">ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড বিল এর উপর</td><td>৫%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১২।</td><td rowspan="2">শিপিং এজেন্সি</td><td>(১) কমিশন এর উপর</td><td>১০%</td></tr>
<tr><td>(২) মোট বিল এর উপর</td><td>১%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১৩।</td><td rowspan="2">স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেটর/ টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর</td><td>(১) কমিশন এর উপর</td><td>১০%</td></tr>
<tr><td>(২) মোট বিল এর উপর</td><td>৫%</td></tr>
<tr><td>১৪।</td><td colspan="2">(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়িং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা
(২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্লাটফর্ম সেবার মোট বিলের উপর</td><td>২%</td></tr>
<tr><td>১৫।</td><td colspan="2">বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হুইলিং চার্জ বাবদ মোট বিল এর উপর</td><td>৩%</td></tr>
<tr><td>১৬।</td><td colspan="2">ইন্টারনেট সেবা বিল এর উপর</td><td>৫%</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ		হার
(১)	(২)		(৩)
১৭।	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কমিশন এর উপর		১০%
১৮।	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর	(১) কমিশন এর উপর	১০%
		(২) মোট বিল এর উপর	১%
১৯।	ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা যাহা আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন কর কর্তনযোগ্য নহে		১০%

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) সারণীর ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সেবা যদি কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাহা হইলে উহার উপর এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) যদি সারণীর ক্রমিক নং ৪, ১২, ১৩ ও ১৮ এ বর্ণিত উভয় ক্ষেত্রেই কমিশন বা ফি এবং মোট বিল প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে যাহা অধিক তাহা কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যখন:

‘ক’ অর্থ কমিশন বা ফি এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর;

‘খ’ অর্থ মোট বিল এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর;”

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।

৫। **অনিবাসীর আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ।**-(১) ধারা ১১৯ এর অধীন যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কোনো অনিবাসীকে এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধ করেন যাহা এই আইনের অধীন উক্ত অনিবাসীর জন্য করযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধের

সময় উক্ত অর্থ প্রদানকারী, যদি না তিনি নিজেই এজেন্ট হিসাবে কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন, যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা		হার
(১)	(২)		(৩)
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	২০%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০%
২।	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন বিলের উপর		২০%
৩।	পেশাদার সেবা ফি (professional service)	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	২০%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০%
৪।	কারিগরি সেবা ফি বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical services, technical know-how or technical assistance)	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে	২০%
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০%
৫।	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন বিলের উপর		১৫%
৬।	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি ফি		১৫%
৭।	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া বিলের উপর		২০%
৮।	আইনি সেবা ফি		২০%
৯।	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা বিলের উপর		২০%
১০।	কমিশনের উপর		১৫%
১১।	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থের উপর		২০%
১২।	সুদ পরিশোধের উপর		১০%
১৩।	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার বিলের উপর		১৫%
১৪।	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং বিলের উপর		১০%
১৫।	ধারা ২৫৯ এবং ধারা ২৬০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন বিলের উপর		৬%
১৬।	কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা		৬%

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা		হার
(১)	(২)		(৩)
	কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের বিলের উপর		
১৭।	পণ্য সরবরাহ বিলের উপর		৬%
১৮।	মূলধনি মুনাফার উপর		১৫%
১৯।	বীমা প্রিমিয়াম ফি		৫%
২০।	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া বিলের উপর		৭.৫%
২১।	লভ্যাংশ	(১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে	২০%
		(২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলে	২৫%
২২।	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ পরিশোধের উপর		৩০%
২৩।	বেতন বা পারিশ্রমিক বিলের উপর		৩০%
২৪।	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং বিলের উপর		৫.২৫%
২৫।	কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা বিলের উপর		১৫%
২৬।	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি পরিশোধের উপর		৫.২৫%
২৭।	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা বিলের উপর		৫.২৫%
২৮।	ব্যান্ডউইদ বাবদ বিল পরিশোধের উপর		১০%
২৯।	কুরিয়ার সার্ভিস বিলের উপর		১০%
৩০।	অন্য কোনো পরিশোধের উপর		২০%

তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো মূলধনি আয় উদ্ভূত হয়, তবে, ক্ষেত্রমোতাবেক, উক্ত হস্তান্তর বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ হস্তান্তর কার্যকর করিবেন না যদি না উক্তরূপ হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনি আয়ের উপর কর পরিশোধ করা না হয়।

(২) যেইক্ষেত্রে বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই মর্মে সনদ প্রদান করে যে, কোনো অনিবাসীকে কর চুক্তি বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশে কোনো কর প্রদান করিতে হইবে না বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদান করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিশোধ কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তনপূর্বক অর্থ পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত ব্যয় বা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিধি ৫ এর অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(ক) বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বরাবরে কোনো পরিশোধ;

(খ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো প্রফেশনাল বডির সাবস্ক্রিপশন ফি বাবদ পরিশোধিত অর্থ;

(গ) লিয়াজোঁ অফিস বা শাখা অফিস ব্যয়;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines for Foreign Exchange Transactions অনুযায়ী এবং Authorized Dealer (AD) কর্তৃক যাচাইকৃত টিউশন ফি;

(ঙ) আন্তর্জাতিক বিপণন ব্যয় ও পণ্য উন্নয়ন ব্যয়;

(চ) যেকোনো প্রকারের নিরাপত্তা জামানত;

(ছ) আরবিট্রেশন ফি;

(জ) হজ্ব বাবদ প্রেরিত অর্থ;

(ঝ) প্রায়োরিটি পাস বাবদ অর্থ।

৬। **সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ।-**(১) ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses (a), (aa), (aaa), (b), (c) বা (e) অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারী নিম্নবর্ণিত সারণীদ্বয়ে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে পে-অর্ডারের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	**মৌজা**	**ক-শ্রেণির করহার**	**খ-শ্রেণির করহার**	**গ-শ্রেণির করহার**	**ঘ-শ্রেণির করহার**	**ঙ-শ্রেণির করহার**	**চ-শ্রেণির করহার**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**	**(৮)**
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৯,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৯,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৬,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৬,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৩।	ঢাকা জেলার কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৮৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৩,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% বা শতকপ্রতি ৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৫।	চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, ফতুল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব ও টঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,৭৫,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৭০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৩৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৬।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই থানার অন্তর্গত সকল মৌজা;	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,২৫,০০০ টাকা যাহা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৬০,০০০ টাকা যাহা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,২৫,০০০ টাকা যাহা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৬০,০০০ টাকা যাহা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৬০,০০০ টাকা যাহা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৩০,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	অধিক	অধিক	অধিক	অধিক	অধিক	

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার	চ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৭।	ক্রমিক নং ১ হতে ৬ এর অন্তর্গত নয় কিন্তু——ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% বা শতকপ্রতি ২৫,০০০ টাকা যাহা অধিক।

সারণী-২

ক্রমিক নং	মৌজা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২% বা শতকপ্রতি ১০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ সকল উপজেলার (পৌরসভা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২% বা শতকপ্রতি ৫০০ টাকা যাহা

ক্রমিক নং	মৌজা	করহার
(১)	(২)	(৩)
	ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা	অধিক।

”

;

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধিত ভূমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকিলে নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	শ্রেণি-ক হইতে শ্রেণি-ঘ এ উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।
২।	শ্রেণি-ঙ-তে উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে এবং সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত মৌজার ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।
৩।	অন্যান্য ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।

(৩) প্রতিটি দলিলের মন্তব্য কলামে ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের প্রকৃতি আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক শিল্প এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনার অনুপস্থিতিতে এই বিধির অধীন সঠিকভাবে কর সংগ্রহ হয় নাই মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন কর সংগ্রহ প্রযোজ্য হইবে।

(৫) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই বিধির অধীন কর সংগ্রহ প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বন্ধক রাখা হইলে উক্ত বন্ধকী দলিল নিবন্ধন;

(খ) জাতিসংঘ বা ইহার অঙ্গসংস্থা অথবা কোনো বিদেশি দূতাবাস বা মিশন কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধন;

(গ) স্বত্বের বিলোপ হয় না এইরূপ না-দাবি দলিল নিবন্ধন;

(ঘ) বন্টননামা দলিল নিবন্ধন;

(ঙ) ওয়াক্‌ফ বা দেবোত্তর দান দলিল নিবন্ধন;

(চ) পণ বা পণের বিকল্প কোনো সুবিধাবিহীন দলিল, যেমন: উইল, অছিয়ত বা এওয়াজ অথবা বিনিময় দলিল নিবন্ধন;

(৬) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধনকালে দাতা ও গ্রহীতার রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of Submission of Return or PSR) উপস্থাপন ব্যতীত উক্তরূপ নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাইবে না।

(৭) এই বিধির অধীন সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে প্রযোজ্য কর দলিল রেজিস্ট্রেশনের পূর্বেই পৃথক পৃথক এ-চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

(৮) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) "**ক-শ্রেণি**" বলিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অনুরূপ অন্য যেকোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বাণিজ্যিক প্লটকে বুঝাইবে;

(খ) "**খ-শ্রেণি**" বলিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অনুরূপ অন্য যেকোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার আবাসিক প্লটকে বুঝাইবে;

(গ) "**গ-শ্রেণি**" বলিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ গৃহায়ন ও

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অনুরূপ অন্য যেকোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এলাকার বাণিজ্যিক প্লটকে বুঝাইবে;

(ঘ) “**ঘ-শ্রেণি**” বলিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অনুরূপ অন্য যেকোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এলাকার আবাসিক প্লটকে বুঝাইবে;

(ঙ) “**ঙ-শ্রেণি**” অর্থে সকল শিল্প প্লটকে বুঝাইবে;

(চ) “**চ-শ্রেণি**” বলিতে “ক-শ্রেণি”, “খ-শ্রেণি”, “গ-শ্রেণি”, “ঘ-শ্রেণি”, “ঙ-শ্রেণি” ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে।”;

৭। **রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ।-**(১) ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	**মৌজা**	**আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)**	**বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৬০০ টাকা	৬,৫০০ টাকা
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৫০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
৩।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল,	১,৪০০ টাকা	৪,০০০ টাকা

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর, গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা		
৪।	ঢাকা জেলার বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিনখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, চকবাজার থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব, টঙ্গী পশ্চিম থানার, জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৩০০ টাকা	৩,৫০০ টাকা
৫।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও,	৭০০ টাকা	২,০০০ টাকা

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এ অবস্থিত সকল মৌজা		
৬।	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত নহে এইরূপ সকল এলাকা	৩০০ টাকা	১,০০০ টাকা

(২) ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট কোনো ভূমি, বা ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়নকৃত কোনো ভূমি হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ)
২।	অন্য যেকোনো জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ)।

(৩) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসে উন্নয়ন এবং হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে।

(৪) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধনকালে দাতা ও গ্রহীতার রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of Submission of Return or PSR) উপস্থাপন ব্যতীত উক্তরূপ নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাইবে না।

(৫) এই বিধির অধীন উৎসে কর সংগ্রহকালে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রযোজ্য উৎসে কর সংগ্রহ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উৎসে কর সংগ্রহ করা যাইবে না।

(৬) এই বিধির অধীন প্রযোজ্য কর দলিল রেজিস্ট্রেশনের পূর্বেই পৃথক পৃথক এ-চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

৮। **আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।**–(১) ধারা ১২০ মোতাবেক কর সংগ্রহের নিমিত্ত কাস্টমস কমিশনার অথবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেকোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হার অনুযায়ী কর সংগ্রহ করিবেন, যথা:-

(ক) নিম্নবর্ণিত সারণী-১ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ০% (শূন্য শতাংশ) হারে:-

"সারণী-১

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.03	0703.10.19	Onions: Other
2.	07.01	0701.10.90	Other
3.	08.04	0804.10.21	Wrapped/canned upto 2.5kg
4.	08.07	0807.19.10	Wrapped/canned upto 2.5kg
5.	09.04	0904.11.10	Wrapped/canned upto 2.5kg

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
6.	09.04	0904.11.90	Other
7.	09.09	0909.21.10	Wrapped/canned upto 2.5kg
8.	09.09	0909.21.90	Other
9.	10.05	1005.10.10	Wrapped/canned upto 2.5kg
10.	10.06	1006.10.10	Wrapped/canned upto 2.5kg
11.	10.06	1006.10.90	Other
12.	12.07	1207.10.10	Wrapped/canned upto 2.5kg
13.	12.07	1207.10.90	Other
14.	12.07	1207.21.10	Wrapped/canned upto 2.5kg
15.	12.07	1207.21.90	Other
16.	12.09	1209.91.10	Vegetable Seeds Other
17.	12.09	1209.99.90	Other
18.	15.07	1507.10.00	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
19.	15.07	1507.90.10	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Refined
20.	15.07	1507.90.90	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
21.	15.11	1511.10.00	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries
22.	15.11	1511.10.00	Crude oil: Other
23.	15.11	1511.90.90	Other including refined palm oil
24.	15.12	1512.19.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof: Other
25.	15.15	1515.29.00	Maize (corn) oil and its fractions: Other
26.	17.01	1701.12.00	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
27.	17.01	1701.13.00	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
28.	17.01	1701.14.00	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter: Other cane sugar
29.	31.01	3101.00.00	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products
30.	31.02	3102.10.00	Urea, whether or not in aqueous solution
31.	31.02	3102.29.00	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
32.	31.02	3102.30.00	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
33.	31.02	3102.40.00	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
34.	31.02	3102.50.00	Sodium nitrate
35.	31.02	3102.60.00	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
36.	31.02	3102.80.00	Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution
37.	31.02	3102.90.00	Other including mixtures not specified in the foregoing sub-headings
38.	31.03	3103.11.10	Superphosphates: Containing by weight 35% or more of diphosphorus pentaoxide (P2O5): Triple superphosphates
39.	31.03	3103.90.00	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
40.	31.04	3104.20.00	Potassium chloride
41.	31.05	3105.10.00	Goods of Chapter 31 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
42.	31.05	3105.20.00	Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium
43.	31.05	3105.59.00	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
44.	31.05	3105.60.00	Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium
45.	52.01	5201.00.00	Cotton, not carded or combed
46.	52.02	5202.99.90	Other
47.	53.01	5301.21.00	Broken or scotched Other:
48.	53.01	5301.29.10	Flax fibre
49.	53.02	5302.10.00	True hemp, raw or retted
50.	55.01	5501.30.00	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
51.	55.03	5503.11.00	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids
52.	55.03	5503.20.00	Of polyesters

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
53.	55.03	5503.30.00	Acrylic or modacrylic
54.	55.03	5503.40.00	Of polypropylene
55.	55.04	All H.S. code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
56.	55.05	All H.S. code	Waste (including noils, yarn waste and garneted stock) of man- made fibres.
57.	55.06	5506.10.00	Of nylon or other polyamides
58.	55.06	5506.20.00	Of polyesters
59.	55.06	5506.30.00	Acrylic or modacrylic
60.	55.06	5506.90.00	Other
61.	55.07	5507.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
62.	84.07	8407.10.00	Aircraft Engine
63.	84.07	8407.90.90	Other
64.	84.08	8408.90.90	Other
65.	84.21	8421.29.20	Haemodialyser (Artificial Kidney)
66.	84.21	8421.29.30	Dialysis filter
67.	85.04	8504.40.50	Electric Charger or Charging station
68.	87.06	8706.00.25	Electric Bus Chassis fitted with battery and motor

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
69.	87.06	8706.00.60	Electric Truck Chassis fitted with battery and motor
70.	88.02	8802.20.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
71.	88.02	8802.30.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
72.	88.02	8802.40.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg
73.	89.01	8901.20.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
74.	89.01	8901.90.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;
75.	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			sulfate and solubor (boron)
76.	90.18	9018.90.20	Hemo dialysis machine/Baby incubator/ Baby warmer
77.	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose.

”;

(খ) নিম্নবর্ণিত সারণী-২ এ উল্লিখিত ভুটান থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ০% (শূন্য শতাংশ) হারে:-

“সারণী-২

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.04	All H. S. Code	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
2.	07.08	All H. S. Code	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
3.	07.09	All H. S. Code	Other vegetables, fresh or chilled.
4.	08.05	0805.10.10	Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
5.	08.05	0805.10.90	Oranges: Other
6.	08.08	All H. S. Code	Apples, pears and quinces, fresh.
7.	09.04	0904.21.10	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,: dried or neither crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
8.	09.04	0904.21.90	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,: dried or neither crushed or ground: Other
9.	09.08	0908.31.10	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
10.	09.08	0908.31.90	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Other
11.	09.08	0908.32.10	Cardamoms: Crushed or ground:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Wrapped/canned upto 2.5 kg
12.	09.08	0908.32.90	Cardamoms: Crushed or ground: other
13.	09.10	0910.11.10	Ginger: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
14.	09.10	0910.11.90	Ginger: Neither Crushed or ground: Other
15.	09.10	0910.12.10	Ginger: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
16.	09.10	0910.12.90	Ginger: Crushed or ground: Other
17.	13.01	1301.90.00	Other
18.	20.09	All H. S. Code	Fruit or nut juices (including grape must and coconut water) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
19.	25.16	2516.90.10	Boulder stone
20.	25.18	2518.10.00	Dolomite, not calcined or sintered
21.	25.18	2518.20.00	Calcined or sintered dolomite
22.	25.18	2518.30.00	Dolomite ramming mix
23.	25.20	2520.10.10	Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported as fertilizer
24.	25.20	2520.10.90	Gypsum; anhydrite: Other
25.	25.21	2521.00.10	Boulder limestone
26.	25.21	2521.00.90	Other
27.	38.16	3816.00.90	Other
28.	44.03	All H.S code	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
29.	44.04	All H.S code	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chip wood and the like
30.	44.05	All H.S	Wood wool; wood flour

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		code	
31.	72.02	7202.21.00	Ferro-silicon: Containing by weight more than 55% of silicon
32.	72.07	7207.19.00	Other:

”;

(গ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৩ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ১% (এক শতাংশ) হারে:-

“সারণী-৩

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	35.06	3506.91.90	Other (Adhesive Glue)
2.	38.01	3801.10.00	Artificial graphite
3.	38.10	3810.90.90	Other (Solder Flux)
4.	38.12	3812.20.00	Compound plasticisers for rubber of plastics
5.	39.20	3920.20.20	Non-Printed cast polypropylene film
6.	39.26	3926.90.99	Other (Mobile cover-back/front/sidecover/upper cap, lower cap)
7.	52.03	5203.00.00	Cotton, carded or combed
8.	73.20	7320.90.00	Other (Spring)
9.	85.04	8504.50.00	Parts: Other inductors
10.	85.06	8506.90.10	Separator

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
11.	85.16	8516.80.00	Electric heating resistors
12.	85.17	8517.70.00	Loaded Printed Circuit Board/PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; motor; Touch Panel; Touch Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input-Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;
13.	85.17	8517.79.00	Other (Camera Module, Finger Print Module, Antenna, Simcard Slot, Receiver, Motor, Side Key with FPC, Loaded printed circuit board/PCB, Mother board for cellular phone, SUB-PCBA)
14.	85.24	8524.99.00	Other, Proximity Cards and tags, Liquid Crystal Module
15.	85.32	8532.29.90	Other (Capacitor)
16.	85.33	8533.29.00	Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers: Other
17.	85.34	8534.00.00	Printed circuits
18.	85.36	8536.50.00	Lamp-holders, plugs and sockets: Other switches

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
19.	85.36	8536.90.90	Connector, Terminal and Electrical apparatus.
20.	85.41	8541.10.00	Transistors, other than photosensitive transistors: Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes (LED)
21.	85.41	8541.29.00	Other (Transistor)
22.	85.42	8542.39.90	Other
23.	85.44	8544.19.90	Other (Electric cable-not excedingdiamitre 5mm, flexible printed cable)
24.	85.46	8546.90.00	Other (Shield)
25.	87.02	8702.90.11	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel
26.	87.13	8713.10.00	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
27.	87.13	8713.90.00	Wheel Chair
28.	90.18	9018.90.30	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents
29.	90.21	9021.29.00	Artificial teeth and dental fittings: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
30.	90.21	9021.31.00	Other artificial parts of the body: Artificial joints
31.	90.21	9021.39.00	Other artificial parts of the body: Other
32.	90.21	9021.40.00	Hearing aids, excluding parts and accessories
33.	91.01	9101.19.10	Specially designed for the use of the blind
34.	91.01	9101.29.10	Specially designed for the use of the blind
35.	91.01	9101.91.10	Specially designed for the use of the blind
36.	91.01	9101.99.10	Specially designed for the use of the blind
37.	91.02	9102.11.10	Specially designed for the use of the blind
38.	91.02	9102.19.10	Specially designed for the use of the blind
39.	91.02	9102.21.10	Specially designed for the use of the blind
40.	91.02	9102.29.10	Specially designed for the use of the blind
41.	91.02	9102.91.10	Specially designed for the use of the blind
42.	91.02	9102.99.10	Specially designed for the use of the blind

”;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৪ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ২% (দুই শতাংশ) হারে:-

“সারণী-৪

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.03	0703.20.90	Garlic: Other
2.	07.13	0713.10.90	Peas (Pisum sativum): Other
3.	07.13	0713.20.90	Chickpeas (garbanzos): Other
4.	07.13	0713.40.90	Lentils: Other
5.	10.01	1001.11.90	Durum wheat Seed: Other
6.	10.01	1001.19.10	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
7.	10.01	1001.19.90	Durum wheat Other: Other
8.	10.01	1001.91.90	Other Wheat Seed: Other
9.	10.01	1001.99.90	Other Wheat: Other
10.	10.05	1005.10.10	Maize (corn). Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
11.	10.05	1005.10.90	Maize (corn). Seed: Other
12.	10.05	1005.90.90	Other Maize, Excluding wrapped/ canned upto 2.5 kg
13.	10.06	1006.30.99	Boiled Rice (except aromatic rice)
14.	10.16	8517.70.00	Non-Boiled Atap Rice (except aromatic rice)
15.	12.01	1201.10.90	Soya beans, whether or not broken. Seed: Other
16.	12.01	1201.90.90	Soya beans, whether or not broken. Other: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
17.	12.04	1204.00.90	Linseed, whether or not broken Other
18.	12.05	1205.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
19.	12.06	1206.00.90	Sunflower seeds, whether or not broken Other
20.	12.07	1207.40.90	Sesamum seeds: Other
21.	12.07	1207.50.90	Mustard seeds: Other
22.	12.09	1209.10.00	Sugar beet seeds
23.	12.09	1209.21.00	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds
24.	12.09	1209.23.00	Seeds of forage plants: Fescue seeds
25.	12.09	1209.24.00	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass *(poa pratensis L.)* seeds
26.	12.09	1209.25.00	Seeds of forage plants: Rye grass *(Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)* seeds
27.	12.09	1209.29.00	Seeds of forage plants: Other
28.	12.09	1209.30.00	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
29.	12.09	1209.91.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
30.	12.09	1209.99.90	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other
31.	23.02	2302.10.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of maize (corn)

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
32.	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
33.	23.02	2302.40.10	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
34.	23.02	2302.40.90	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Other
35.	23.02	2302.50.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
36.	23.03	2303.10.00	Residues of starch manufacture and similar residues
37.	23.03	2303.20.00	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
38.	23.05	2305.00.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
39.	23.06	2306.10.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of cotton seeds
40.	23.06	2306.20.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of linseed
41.	23.06	2306.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of sunflower seeds
42.	23.06	2306.41.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
43.	23.06	2306.49.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
44.	23.06	2306.50.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of coconut or copra
45.	23.06	2306.60.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of palm nuts or kernels
46.	23.06	2306.90.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩. Other
47.	23.08	2308.00.00	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by- products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
48.	23.09	2309.90.11	Vitamin or mineral or amino acid or combination of both (feed grade)
49.	23.09	2309.90.12	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			grade)
50.	23.09	2309.90.13	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
51.	23.09	2309.90.14	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
52.	23.09	2309.90.19	Other
53.	23.09	2309.90.90	Preparations of a kind used in animal feeding other: other
54.	25.23	2523.10.00	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
55.	26.01	2601.11.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non- agglomerated
56.	26.01	2601.12.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Agglomerated
57.	26.01	2601.20.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
58.	26.02	2602.00.00	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight
59.	27.09	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
60.	27.10	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type
61.	27.10	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirts
62.	27.10	2710.12.20	spirit type jet fuel
63.	27.10	2710.12.31	White spirit

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
64.	27.10	2710.12.32	Naphtha
65.	27.10	2710.12.39	Other
66.	27.10	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels
67.	27.10	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels
68.	27.10	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels
69.	27.10	2710.12.49	Other kerosene
70.	27.10	2710.12.50	Other medium oils and preparations
71.	27.10	2710.12.61	Light diesel oils
72.	27.10	2710.12.62	High speed diesel oils
73.	27.10	2710.12.69	Other
74.	27.10	2710.19.11	Furnace oil
75.	27.10	2710.19.19	Other
76.	27.11	2711.11.00	Natural gas
77.	27.11	2711.12.00	Propane
78.	27.11	2711.13.00	Butanes
79.	27.13	2713.20.10	Petroleum bitumen-In Drum
80.	27.13	2713.20.90	Petroleum bitumen-Other
81.	28.21	2821.10.00	Iron oxides and hydroxides
82.	28.33	2833.21.00	Other sulphates: Of magnesium
83.	28.33	2833.29.10	Zinc sulphate

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
84.	28.4	2840.19.00	Disodium tetraborate (refined borax): Other
85.	30.02	3002.41.00	Vaccines for human medicine
86.	30.06	3006.60.00	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
87.	31.05	3105.90.00	Other
88.	39.07	3907.61.00	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
89.	39.07	3907.61.00	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
90.	39.07	3907.69.00	Poly (ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
91.	41.02	4102.10.00	Raw skins of sheep or lambs-With wool on
92.	41.02	4102.21.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Pickled
93.	41.02	4102.29.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Other
94.	41.03	4103.20.00	Other raw hides and skins-of reptiles
95.	41.03	4103.90.00	Other raw hides and skins Other
96.	Chapter 47 of First Schedule of কাস্টমস আইন, ২০২৩	All H.S. code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
97.	49.02	All H.S. code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			illustrated or containing advertising material.
98.	71.02	7102.21.00	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
99.	71.08	7108.12.10	Gold dores imported by Industrial IRC holder VAT compliant gold refinery
100.	71.08	7108.12.90	Other
101.	71.08	7108.13.00	Other semi-manufactured forms]
102.	72.13	All H.S. Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly woun coils, of iron or non-alloy steel
103.	72.14	All H.S. Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot- drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
104.	72.15	All H.S. Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
105.	72.16	All H.S. Code	Angles, shapes and sections of iron or non- alloy steel
106.	84.08	8408.90.10	Engines of capacity 3 to 45 HP
107.	84.08	8408.90.90	Other
108.	84.13	8413.70.00	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
109.	84.37	8437.10.00	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
110.	84.43	8443.32.10	Computer printer
111.	84.43	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer
112.	84.43	8443.99.20	Other parts for Computer Printer

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
113.	84.67	8467.29.00	Other, Other tools
114.	84.71	8471.30.00	Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit,a keyboard and a display
115.	84.71	8471.41.00	Comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and output unit,whether or not combined
116.	84.71	8471.49.10	Personal Desktop Computer
117.	8471	8471.50.10	Processing Unit for Personal Desktop
118.	84.73	8473.30.00	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
119.	85.17	8517.62.10	Transmitting and receiving apparatus
120.	85.17	8517.62.20	Telephonic or telegraphic switching apparatus
121.	85.17	8517.62.30	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
122.	85.23	8523.29.12	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
123.	85.23	8523.29.90	Other
124.	85.23	8523.49.21	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
125.	85.23	8523.49.90	Other
126.	85.23	8523.51.10	Flash memory card or similar media

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
127.	85.23	8523.59.10	Proximity Cards and tags
128.	85.25	8525.50.90	Transmission apparatus: Other
129.	85.25	8525.60.90	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
130.	85.28	8528.42.00	Cathode-ray tube monitors: Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
131.	85.28	8528.52.10	Computer monitor size not exceeding 30 inch

”;

(ঙ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৫ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি-ধারী কোনো মূসক নিবন্ধিত উৎপাদক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে:-

সারণী-৫

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	04.02	0402.10.90	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%- other
2.	04.02	0402.21.90	In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter
3.	10.06	1006.10.90	Rice in the husk (paddy or rough) Excl. wrapped/canned upto 2.5 kg

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
4.	19.01	1901.90.11	Filled Milk powder imported by VAT registered milk products manufacturing industries
5.	25.06	2506.10.00	Quartz
6.	25.06	2506.20.00	Quartzite
7.	25.07	2507.00.10	China clays
8.	25.08	2508.40.10	Ball clays
9.	25.08	2508.30.00	Fire clay
10.	25.17	2517.10.10	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated
11.	25.18	2518.10.00	Dolomite not calcined or sintered
12.	25.20	2520.20.00	Plasters
13.	25.21	2521.00.90	Limestone only used for cement manufacturing
14.	25.26	2526.20.10	Talc
15.	25.29	2529.10.00	Feldspar
16.	26.18	2618.00.00	Slag only used for cement manufacturing
17.	26.20	2620.99.10	Fly Ash only used for cement manufacturing
18.	27.04	2704.00.00	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
19.	27.07	2707.50.90	Other Aromatic Hydrocarbon Mixtures of Which >=65% Distils At 250°c
20.	28.18	2818.20.00	Aluminium oxide, other than artificial corundum
21.	28.35	2835.26.00	Other phosphates of calcium
22.	28.39	2839.19.00	commercial alkali metal silicates of potassium
23.	28.40	2840.20.10	Solubo boron
24.	29.03	2903.99.00	Other helogenated aromatic hydrocabons, EXCL. Chlorobenzene ... Hexachlorobenzene
25.	29.05	2905.19.90	Other Saturated Monohydric Alcohols, Nes
26.	29.20	2920.90.90	Oth.Ester Of Oth.Inorganic Acids (Exl.Of Hdrgn.Halides), Deriv. (Ex.Erythrit.
27.	29.34	2934.99.90	OTH. HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NES
28.	32.07	3207.30.00	Liquid lustres and similar preparations
29.	32.07	3207.40.00	Glass frit and other glass, in the form of granules or flakes
30.	32.08	3208.20.91	Cover coat/medium
31.	35.06	3506.91.10	Elastic/construction glue
32.	38.08	3808.91.10	Insecticides For Dairy, Poultry and Agricultural purposes
33.	38.08	3808.92.10	Fungicides For Dairy, Poultry and Agricultural purposes
34.	38.08	3808.93.10	Herbi., anti-sprouting prod.& plant-growth regu.:For Dairy,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			Poultry and Agricul
35.	48.04	4804.11.00	Kraftline- Unbleached
36.	48.11	4811.90.10	Melamine/Decalcomania Paper
37.	53.05	5305.00.10	Coco substrate; coco pellet; growing media
38.	72.08	7208.39.00	Hot rolled coil used only for CI sheet manufacturing
39.	76.01	7601.10.00	Aluminium ingot
40.	76.06	7606.11.00	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm; Rectangular (including square); Of Aluminium, not alloyed
41.	76.06	7606.12.00	Of Aluminium, alloys
42.	76.07	7607.11.00	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm; Rolled but not further worked
43.	76.07	7607.19.10	Aluminium foil lacquered
44.	76.07	7607.20.92	Co-polymer coated aluminium tape
45.	79.01	7901.11.90	Zink, Not Alloyed, >=99.99% Pure, Nes used only for CI sheet manufacturing
46.	85.04	8504.40.10	Mobile and other battery charger (less than 10 VA)
47.	85.07	8507.60.00	Other: Lithium-ion

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
48.	85.18	8518.29.00	Other

উল্লেখ্য, সারণী-৫ এ বর্ণিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি ধারী কোনো মূসক নিবন্ধিত উৎপাদক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ৪% (চার শতাংশ) হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিবে;

(চ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৬ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে:-

সারণী-৬

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	22.07	2207.10.00	Undenatured Ethyl Alcohol, Of Alcoholic Strength >=80% By Vol.
2.	22.07	2207.20.00	Ethyl Alcohol and Other Denatured Spirits Of Any Strength
3.	22.08	2208.20.00	Spirits From Distilled Grape Wine or Grape Marc
4.	22.08	2208.30.00	Whiskeys
5.	22.08	2208.40.00	Rum And Tafia
6.	22.08	2208.50.00	Gin And Geneva
7.	22.08	2208.60.00	Vodka
8.	22.08	2208.70.00	Liqueurs And Cordials
9.	22.08	2208.90.00	Other Spirituous Beverages, Nes
10.	33.08	3303.00.00	Perfumes And Toilet Waters

(ছ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৬ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের প্রতি টনের উপর ৬০০ (ছয় শত) টাকা হারে:-

সারণী-৭

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা

(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	72.03	All H.S Code	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms.
2.	72.04	All H.S Code	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel.
3.	72.06	7206.10.00	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03)-Ingots
4.	72.07	All H.S code	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
5.	89.08	8908.00.00	Vessels and other floating structures for breaking up:

(২) উপবিধি (১) এ উল্লিখিত সারণীসমূহে বর্ণিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে এই বিধির অধীন উৎসে করের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে, এইরূপ আমদানিকারক অথবা আমদানি হইতে আয়, কোনো আয়বর্ষে করমুক্ত হয় বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আমদানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য কোনো কর কর্তন ছাড়াই বা হ্রাসকৃত হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য, যেইরূপ উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে লিখিতভাবে সনদপত্র দিতে পারিবে।

(৪) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য" বলিতে বুঝাইবে কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৭ অনুযায়ী নির্ধারিত আমদানি পণ্যের মূল্য।

৯। উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা ও পদ্ধতি।―আইনের অংশ ৭ এর বিধান অনুসারে কর্তনকৃত অথবা সংগ্রহকৃত সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক এ চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে:-

ক্রমিক নং	কর্তন ও সংগ্রহের সময়	সরকারী কোষাগারে জমাদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)
ক।	অর্থবৎসরের জুলাই থেকে মে মাসের যেকোনো কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের মাসের শেষে পরবর্তী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে
খ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের ১ম থেকে ২০তম দিনের যে কোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিনের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে
গ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের অন্যান্য যেকোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের পরবর্তী দিন
ঘ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবেসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিন]

১০। কর কর্তন বা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট।-(১) যেইক্ষেত্রে "চাকরি হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়, যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নয়, এর সূত্রে আইনের ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের আওতায় যে কোনো পরিমাণ কর পরিশোধ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে তৎসংক্রান্ত সনদ তফসিল-১ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে ধারা ৮৬ ব্যতীত অন্য যে কোনো ধারার অধীন কর কর্তন করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের সনদ তফসিল-২ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে অংশ ৭ এর অধীন যে কোনো পরিমাণ কর সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর সংগ্রহের সনদ তফসিল-৩ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধের এ-চালান এই বিধিতে বর্ণিত সনদ এর সাথে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) যেই মাসে কর্তন সম্পন্ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী মাসের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অথবা যেই ব্যক্তি হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার করদায় নিষ্পন্ন করিতে উপযোগী হয় এইরূপ সময়ের মধ্যে কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত সনদ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিল অব এন্ট্রি, রেজিস্ট্রেশন দলিল, ব্যাংক বিবরণী, পরিশোধের দলিল অথবা কর্তন বা সংগ্রহ এর বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সনদ হিসেবে গণ্য করা যাইবে।

(৭) "চাকরি হইতে আয়" খাতের অধীন উৎস হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৬) এর বিবরণী প্রযোজ্য হইবে না।

১১। অব্যাহতি সনদের অকার্যকারিতা।-যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই মর্মে কোনো টেন্ডার বা পণ্য সরবরাহের চুক্তি বা এই বিধিমালার অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন যেখানে তৎকর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যে বা চুক্তিতে উল্লিখিত পণের অংকে উৎসে করের অংক অন্তর্ভুক্ত সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কোনো কর অব্যাহতি সনদ উপস্থাপন করিলে উহার কার্যকারিতা থাকিবে না।

১২। **কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ।**-(১) যেইক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর ব্যতীত কোনো পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিগণিত অঙ্কের উপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

গ = (১০০ × ক)/(১০০-খ), যেখানে-
গ = কর্তনের উদ্দেশ্যে পরিগণিত অঙ্ক,
ক = কর ব্যতীত পরিশোধ এর পরিমাণ,
খ = প্রযোজ্য করহার।

(২) যেইক্ষেত্রে, কর ব্যতীত পরিশোধের প্রাপক,

(ক) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে বাধ্য কিন্তু উহা উপস্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(খ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন,

সেইক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত 'খ' আইনের অংশ ৭ এর বিধানানুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "**কর ব্যতীত পরিশোধ**" অর্থ কোনো চুক্তি বা বন্দোবস্তের আওতায় উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ব্যতিরেকে পরিশোধকারী কর্তৃক প্রাপকের বরাবর কোনো পরিশোধ।

১৩। **উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল।**- ধারা ১৭৭ মোতাবেক তফসিল-৪ এ বর্ণিত উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**- (১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ৮ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে এস, আর, ও নং ২১০-আইন/আয়কর-১/২০২৬ প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) অনিষ্পন্ন কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

তফসিল-১

[বিধি ১০ (১) দ্রষ্টব্য]

"চাকরি হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়,

(যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নহে)

হইতে উৎসে কর কর্তনের বা সংগ্রহের সনদপত্র

(১) যেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপ অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা:

(২) যেই মেয়াদের জন্য পরিশোধটি সম্পন্ন করা হইয়াছে:

(৩) কর্মচারীর নাম ও পদবী এবং TIN:

(৪) পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ (যেমন- মূল বেতন, বিবিধ ভাতা এবং অন্যান্য পরিশোধ):

(৫) প্রদত্ত সুবিধাদির মূল্য:

(৬) ধারা ৮৬ এর অধীন প্রয়োজনীয় কর কর্তনের পরিমাণ:

(৭) আয়, রেয়াত বা কর পরিগণনা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি:

(৮) উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ:

(৯) কর্তনকৃত কর সরকারী কোষাগারে জমা বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সারণীতে বিবরণাদি:

সারণী

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে মোট টাকার পরিমাণ	সনদে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট:						
কথায়:						

* সনদ ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম, পদবী এবং তারিখসহ স্বাক্ষর
* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

তফসিল-২

[বিধি ১০ (২) দ্রষ্টব্য]

বেতনাদি ব্যতীত হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

(সার্টিফিকেট ইস্যুকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা)

(অফিসের চিঠির শিরোনাম ব্যবহার করা যাইবে)

উৎসে কর কর্তনের/সংগ্রহের সনদপত্র

ক্রমিক নং তারিখ:

০১।	পরিশোধকারীর নাম	
০২।	পরিশোধকারীর ঠিকানা	
০৩।	পরিশোধকারীর TIN আছে কিনা?	হ্যাঁ ☐ না ☐
০৪।	১২ ডিজিটের TIN (যদি ৩নং ক্রমিকের উত্তর হ্যাঁ হয়)	
০৫।	কোনো সময়কালের জন্য পরিশোধ করা হইয়াছে [হইতে (তারিখ) - পর্যন্ত (তারিখ)]	

০৬. অর্থ পরিশোধ এবং কর কর্তনের বিবরণ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	পরিশোধের তারিখ	পরিশোধের বিবরণ	ধারা	পরিশোধের পরিমাণ (টাঃ)	কর কর্তনের পরিমাণ (টাঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						

০৭. উৎসে কর্তিত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে উল্লেখিত পরিমাণ (টাঃ)	অত্র সনদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ	মন্তব্য

					(টাঃ)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট						
কথায়						

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক এবং সম্পূর্ণ; এই মর্মে সত্যায়িত করুন।

সনদ পত্রটি ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম: স্বাক্ষর এবং সিল

পদবী:

উইথহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর:

ফোন ও ই-মেইল: তারিখ:

তফসিল-৩

[বিধি ১০ (৩) দ্রষ্টব্য]

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

(সার্টিফিকেট ইস্যুকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা)

(অফিসের চিঠির শিরোনাম ব্যবহার করা যাইবে)

উৎসে কর কর্তনের/সংগ্রহের সনদপত্র

নং		তারিখ
০১.	যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন করা হইয়াছে তাহার নাম	
০২.	ঠিকানা:	
০৩.	ব্যক্তির TIN আছে কিনা?	হ্যাঁ ☐ না ☐
০৪.	TIN (যদি ৩নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়)	

০৫. কর সংগ্রহের বিবরণসমূহ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	কর সংগ্রহের বিবরণ	ধারা	কর সংগ্রহের পরিমাণ (টাঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					
২।					
মোট-					

০৬. সংগৃহীত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে উল্লেখিত মোট পরিমাণ (টাঃ)	সনদপত্রে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (টাঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

১।						
২।						
মোট-						
কথায়-						

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক এবং সম্পূর্ণ, এই মর্মে সত্যায়িত করুন।

সনদপত্র ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম: স্বাক্ষর এবং সিল

পদবী

উইথহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর

ফোন ও ই-মেইল: তারিখ:

তফসিল-৪

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড www.nbr.gov.bd

উৎসে কর রিটার্ন

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

মৌলিক তথ্যাদি

০১	অর্থবর্ষ ২ ০ _ _ - _ _		০২	____________ মাসের জন্য প্রযোজ্য
০৩	রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তির নাম:			
০৪	ব্যক্তির মর্যাদা (একটি টিক দিন):			
	০৪ক	কোম্পানি ☐	০৪খ	ব্যক্তি সংঘ ☐
	০৪গ	ফার্ম ☐	০৪ঘ	অন্যান্য ব্যক্তি ☐
০৫	টিআইএন:		০৬	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
০৭	সার্কেল:		০৮	কর অঞ্চল:
০৯	ঠিকানা:		১০	ফোন নং:
১১	ফ্যাক্স:		১২	ইমেইল:
১৩	মূল ব্যবসা (খাত):			
১৪	লিয়াজোঁ বা শাখা অফিস এর ক্ষেত্রে:			
	১৪ক	মূল কোম্পানির নাম		
	১৪খ	মূল কোম্পানির ট্যাক্স রেসিডেন্স		

অংশ ২

উৎসে কর কর্তনের বিবরণ

১৫	উৎসে কর্তিত করের উৎস ও পরিমাণ						
	ক্রমিক নং	উৎস	ধারা	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ	___ মাস পর্যন্ত উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
	(১)	চাকরি হইতে আয় **(সংযুক্ত তফসিল গ দেখুন)**	৮৬			
	(২)	অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদিতে প্রদত্ত অর্থ হইতে	৮৮			
	(৩)	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে	৮৯			
	(৪)	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে **(সংযুক্ত তফসিল ক দেখুন)**	৯০			
	(৫)	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১			
	(৬)	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে	৯২			
	(৭)	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে	৯৩			
	(৮)	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে	৯৪			
	(৯)	ট্রাভেল এজেন্ট এর নিকট হইতে	৯৫			
	(১০)	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে	৯৬			
	(১১)	স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে	৯৭			
	(১২)	সেলুলার মোবাইল ফোন	৯৮			

		অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর				
	(১৩)	জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ হইতে	৯৯			
	(১৪)	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে	১০০			
	(১৫)	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি	১০১			
	(১৬)	সুদ হইতে **(সংযুক্ত তফসিল ঘ দেখুন)**	১০২			
	(১৭)	নিবাসী ব্যক্তিকে পরিশোধিত সুদ হইতে কর কর্তন	১০৪			
	(১৮)	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে	১০৮			
	(১৯)	ভাড়া হইতে উৎসে কর	১০৯			
	(২০)	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০			
	(২১)	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর	১১২			
	(২২)	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে	১১৩			
	(২৩)	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন	১১৪			
	(২৪)	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারির (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন	১১৫			
	(২৫)	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক	১১৬			
	(২৬)	লভ্যাংশ হইতে **(সংযুক্ত তফসিল ঙ দেখুন)**	১১৭			
	(২৭)	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে	১১৮			
	(২৮)	অনিবাসীদের আয় হইতে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ	১১৯			

		(সংযুক্ত তফসিল খ দেখুন)				
	(২৯)	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ	১২৩			
	(৩০)	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে	১২৪			
	(৩১)	সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর	১২৯			
	(৩২)	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর	১৩২			
	(৩৩)	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ	১৩৩			
	(৩৪)	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ	১৩৪			
	(৩৫)	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ	১৩৬			
	(৩৬)	স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রত্ন-হীরক, সরবরাহের	১১৩			

অংশ ৩

উৎসে কর পরিশোধের বিবরণ

(প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন)

১৬	উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিবরণ		
	১৬ক	মোট উৎসে কর্তিত কর	৳
	১৬খ	সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান	৳
	১৬গ	অতিরিক্ত পরিশোধ বা ঘাটতি (যদি থাকে) ১৬এ-১৬বি	৳

১৭	উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে লাইন যোগ করুন)

	ক্রমিক নং	এ চালান নং	তারিখ	ব্যাংক	পরিমাণ ৳
	(১)				
	(২)				
	(৩)				
	(৪)				
	(৫)				
	(৬)				
	(৭)				
	(৮)				
	(৯)				
	(১০)				
	(১১)				
	(১২)				
	১৭এ	সরকারি কোষাগারে মোট জমা প্রদান			

অংশ 8

সংযুক্তি এবং যাচাইকরণ

১৮	অন্যান্য বিবৃতি, নথি, ইত্যাদি সংযুক্ত করুন (তালিকা করুন)

১৯	প্রতিপাদন আমি..পিতা/স্বামী... ইউটিআইএন/টিআইএন: .... সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, (ক) এ রিটার্ন এবং বিবরণী ও সংযুক্ত প্রমাণাদিতে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ; (খ) আমি _______ হিসাবে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এই রিটার্নে স্বাক্ষর করছি এবং আমি এই রিটার্নে স্বাক্ষর করিতে এবং এটি যাচাই করিতে সক্ষম	
	নাম	স্বাক্ষর
	পদবী	
	স্বাক্ষর এর তারিখ (দিন-মাস-বছর) [ ][ ] [ ][ ] [২][০][ ][ ]	স্বাক্ষর এর স্থান

শুধুমাত্র দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য

রিটার্ন জমার তথ্যাদি

জমা প্রদানের তারিখ (দিন-মাস-বছর)	কর অফিস এন্ট্রি নং
[ ][ ] [ ][ ] [২][০][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

তফসিল ক

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

টিআইএন	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
যেই অর্থবর্ষ এর রিটার্ন ২ ০ _ _ - _ _	মাস

ক্রমিক নং	উৎস (সেবা)		যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
১	উপদেষ্টা বা পরামর্শক	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে		
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে		
২	পেশাদার সেবা (professional service)	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে		
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে		
৩	কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)	স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে		
		স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে		
৪	(ক) ক্লিনিং (খ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (গ) জনবল সরবরাহ	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে		
		(২) মোট বিল এর উপরে		
৫	(ক) ক্যাটারিং (খ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া (গ) জনসংযোগ (ঘ) ইভেন্ট পরিচালনা			

	(ঙ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা (চ) কুরিয়ার সার্ভিস (ছ) প্যাকিং এবং শিফটিং (জ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি (ঝ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এজেন্সি সেবা (ঞ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা			
৬	ইন্ডেন্টিং কমিশন			
৭	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী			
৮	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কতৃক প্রদত্ত সেবা			
৯	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি			
১০	মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ			
১১	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড			
১২	শিপিং এজেন্সি কমিশন			
১৩	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেটর/ টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে		
		(২) মোট বিল এর উপরে		
১৪	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়িং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্লাটফর্ম			
১৫	বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হুইলিং চার্জ			
১৬	ইন্টারনেট সেবা			
১৭	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন			
১৮	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে		
		(২) মোট বিল এর উপরে		
১৯	ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য			

	কোনো সেবা যাহা আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন কর কর্তনযোগ্য নহে		
মোট			

নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল খ

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

টিআইএন:	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
যেই আয়বর্ষ এর রিটার্ন ২ ০ _ _ - _ _	মাস:

ক্রমিক নং	উৎস (সেবা)	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
১	উপদেষ্টা বা পরামর্শক		
২	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন		
৩	পেশাদার সেবা, কারিগরি সেবা ফি, বা কারিগরি সহায়তা ফি (professional service, technical services, technical know-how or technical assistance)		
৪	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন		
৫	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি		
৬	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া		
৭	আইনি সেবা		
৮	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা		

৯	কমিশন		
১০	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ		
১১	সুদ		
১২	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার		
১৪	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং		
১৫	ধারা ২৫৯ এবং ধারা ২৬০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন		
১৬	কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে		
১৭	পণ্য সরবরাহ		
১৮	মূলধনি মুনাফা		
১৯	বীমা প্রিমিয়াম		
২০	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া		
২১	লভ্যাংশ- (১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে (২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলে		
২২	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ		

২৩	বেতন বা পারিশ্রমিক		
২৪	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং		
২৫	কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা		
২৬	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি		
২৬	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা		
২৭	ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ		
২৮	কুরিয়ার সার্ভিস		
২৯	অন্য কোনো পরিশোধ		
মোট			

নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল গ

বেতন হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

যে কর্মচারীর কাছ থেকে কর কর্তন করা হইয়াছে তার বিবরণ			
ক্রমিক নং	নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

বেতন বিবরণ					
মূল বেতন	বোনাস, বকেয়া, অগ্রিম, ছুটি, ওভারটাইম	বাড়ি ভাড়া ভাতা	পরিবহন ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	অন্যান্য ভাতা
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

অ-নগদ সুবিধার মূল্য: বাসস্থান	অ-নগদ সুবিধার মূল্য: পরিবহন	অ-নগদ সুবিধার মূল্য: অন্যান্য	RPF/GF/PF-এ নিয়োগকর্তার অবদান	মোট	উৎসে কর্তিত কর
(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)

২। উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিবরণ

চালান নং	চালান তারিখ	ব্যাংক এর নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

সাক্ষর ও সীল
নাম:
পদবী:
তারিখ:

তফসিল ঘ

সুদ হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

প্রদানকারীর নাম

ক্রমিক নং	পরিশোধকারীর নাম	পরিশোধকারীর ঠিকানা	পরিশোধকারীর নিবাসী/ অনিবাসী	পরিশোধ এর তারিখ	সুদের পরিমাণ বা মোট সুদের পরিমাণ	উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ, যদি থাকে	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

স্বাক্ষর...............................

তারিখ...

পদবী...........................

তফসিল ঙ

লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

নিবাসী/অনিবাসী শেয়ারহোল্ডার

ক্রমিক নং	শেয়ারহোল্ডারের নাম	শেয়ারহোল্ডারের ঠিকানা	ডিভিডেন্ড প্রদানের তারিখ	ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রকৃতি (মধ্যবর্তী/চূড়ান্ত)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

শেয়ারহোল্ডারের অধীনে থাকা শেয়ারের সংখ্যা এবং বিবরণ	প্রদত্ত বা বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ	উক্ত লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর্তনকৃত করের পরিমাণ	মন্তব্য
(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

স্বাক্ষর..............................

তারিখ.................................

পদবী...........................

দ্রষ্টব্য: আবাসিক এবং অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পৃথক ফর্ম ব্যবহার করিতে হইবে।

তফসিল চ

বেতন পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ

(এই বিবরণী বৎসরে একবার দাখিল করিতে হইবে এবং কেবল সেপ্টেম্বর মাসে দাখিলকৃত রিটার্নের সহিত দাখিল করিতে হইবে)

আয়বর্ষ:

নিয়োগকর্তা	টিআইএন	উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর
ঠিকানা:	ফোন:	ই-মেইল:

অংশ ১

	যে কর্মচারীর নিকট হইতে কর কর্তন করা হয় তাহার বিবরণ		
ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

বেতন আয়ের বিস্তারিত					
মূল বেতন	বোনাস, বকেয়া, অগ্রীম, ছুটি নগদায়ন, ওভারটাইম	বাসা ভাড়া ভাতা	যাতায়াত ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	অন্যান্য ভাতা
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

নগদ ব্যতিত		নগদ	RPF/GF/PF	অন্যান্য	মোট

অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: আবাসন	নগদ ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: যাতায়াত	ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: অন্যান্য	এ নিয়োগকর্তার অবদান	পরিশোধ	
(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)

কর্তৃত কর	সরকারি কোষাগারে কর জমার পরিমাণ	মন্তব্য
(১৭)	(১৮)	(১৯)

অংশ ২

ক। টিআইএন না থাকা কর্মচারীদের যা পরিশোধ করা হইয়াছে

ক১	টিআইএন ছাড়া কর্মচারীর সংখ্যা	
ক২	কর্মচারীদের বেতন হিসাবে মোট অর্থপ্রদানের পরিমাণ	৳
ক৩	বারো-সংখ্যার টিআইএন নেই এমন কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের মোট পরিমাণ	৳
ক৪	বারো-সংখ্যার টিআইএন নেই এমন কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের পরিমাণ (শতাংশ) (ক৩÷ক২) X ১০০	

খ। বিদেশী কর্মীদের পরিশোধের পরিমাণ

খ১	বিদেশী কর্মীদের সংখ্যা	
খ২	বিদেশি কর্মচারীদের বেতন হিসাবে মোট অর্থ প্রদানের পরিমাণ	৳

খ৩	বিদেশি কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থ প্রদানের মোট পরিমাণ	৳
খ৪	বিদেশি কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থ প্রদানের মোট পরিমাণ (শতাংশ) (খ৩÷খ২) X ১০০	

অংশ ৩

অংশ-১ এবং অংশ-২ এ উল্লেখ ছাড়া কর্মচারীদের কোন পরিশোধের বিশদ বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন	নগদ প্রদানের পরিমাণ	নগদ প্রদানের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

পেনশন	গ্রাচুইটি	অন্যান্য অবসর উত্তর সুবিধা	RPF এর সুদ	৩২ ধারা অনুযায়ী চাকরি হইতে আয়
(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়	বিনিয়োগ কর রেয়াত	অনুমোদিত কর ক্রেডিট	মন্তব্য
(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)

আমি প্রত্যয়ন করছি যে-

ক। উপরোক্ত বিবৃতিতে কর্মচারীদের প্রদানকৃত মোট অর্থের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে;

খ। বিবরণটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও সীল

নাম ....

পদবী

স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর):

তফসিল-ছ

কর্মচারীদের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিবরণী

(এই বিবরণী বৎসরে একবার দাখিল করিতে হইবে এবং কেবল সেপ্টেম্বর মাসে দাখিলকৃত রিটার্নের সহিত দাখিল করিতে হইবে)

আয়বর্ষ:

নিয়োগকর্তা:

টিআইএন:

ঠিকানা:

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

কর সার্কেল, কর অঞ্চল ইউনিট	রিটার্ন দাখিল এর তারিখ	রিটার্ন দাখিল সাপেক্ষে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিরিয়াল নম্বর	মন্তব্য
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে-

ক) উপরলিখিত বিবরণীতে কর্মচারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাদের আয়ের রিটার্ন দাখিল করার বিষয়ে

বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে;

খ) বিবরণটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও সীল

নাম........

পদবী

স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর):

উৎসে কর কর্তন রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

(আলাদা কাগজে দাখিল করুন)

আয় বর্ষ ২ ০ _ _ - _ _	____মাসের জন্য প্রযোজ্য
ব্যক্তির নাম	
টিআইএন	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর
সার্কেল	কর অঞ্চল
জমা প্রদানের তারিখ (দিন– মাস –বছর) _ _ _ _ ২ ০ _ _	কর অফিসের এন্ট্রি নং _ _ _ _ _ _
রিটার্ন গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর	
স্বাক্ষরের তারিখ	কর অফিসের যোগাযোগের নম্বর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

ব্যারিস্টার মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকী

সদস্য (কর নীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ০৮ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ২১১-আইন/আয়কর-২/২০২৬।—আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া নবায়নযোগ্য সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবসায় নিয়োজিত যে-কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, আগামী ৩০ জুন ২০৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্জিত আয়ের উপর উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

(ক) আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;

(খ) নবায়নযোগ্য সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান কতৃক নিজস্ব অর্থায়নে ও ব্যবস্থাপনায় সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে; এবং প্রতিটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০২৫ এর অধীন প্রণীত নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নেট মিটারিং অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(গ) উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পাদিত সুনির্দিষ্ট Power Purchase Agreement এর আওতায় সরবরাহ করিবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নেট-মিটারিং পদ্ধতিতে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করিবে; এবং

(ঘ) সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধকালে আয়কর আইন ২০২৩ এর বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস কর (TDS) কর্তন করিবে ও তাহা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

২। সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান উহার মোট ব্যবহৃত সৌরবিদ্যুৎ এর বিপরীতে পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের, ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর সমপরিমাণ কর রেয়াত সুবিধা প্রাপ্য হইবে।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৮ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ২১২-আইন/আয়কর-৩/২০২৬।—আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত তৈল বীজকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারকারী ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর, নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে এবং নিম্নে উল্লিখিত সারণী মোতাবেক, উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:—

সারণী

কর অব্যাহতির মেয়াদ	**কর অব্যাহতির হার**
প্রথম ৫ (পাঁচ) বৎসর (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসর)	১০০%
পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বৎসর)	৫০%
পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর (নবম ও দশম বৎসর)	২৫%

শর্তাবলি:

(ক) আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;

(খ) প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত হইতে হইবে;

(গ) প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত তৈল বীজকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করিয়া ভোজ্যতেল উৎপাদন করিতে হইবে;

(ঘ) কর অব্যাহতি সুবিধা কেবল ভোজ্যতেল উৎপাদন কার্যক্রম হইতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ঙ) প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতি আয়বর্ষে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত তৈল বীজ ব্যবহারের তথ্য দাখিল করিতে হইবে; এবং

(চ) ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধকালে আয়কর আইনের বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস কর (TDS) কর্তন করিতে হইবে ও তাহা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান
এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ০৮ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২১৩-আইন/আয়কর-৪/২০২৬।—আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (১৩) এর বিধানের আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে উক্ত করদাতার অনুকূলে উক্ত আইনের অধীন প্রদেয় আয়কর হইতে রেয়াত প্রদান করিল, যথা:-

(১) ASHIC, Foundation for Childhood Cancer;
(২) বাংলাদেশ ক্যান্সার এইড ট্রাস্ট (BANCAT);
(৩) আল-মারকাজুল ইসলামী;
(৪) Disabled Child Foundation (DCF);
(৯) শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি;
(৫) মাওনা ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন;
(৬) বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি;
(৭) অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন;
(৮) ব্র্যাক (brac);
(১০) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা; এবং
(১১) চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল।

২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০৩০ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

পরিশিষ্ট-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ৩১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও নং ৩২৪-আইন/আয়কর-০৫/২০২৬।- আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর সারণির ক্রমিক নং ৪ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত করদাতার শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য টার্নওভার করের হার নিম্নবর্ণিতরূপে পুনর্নির্ধারণ করিল, যথা:-

অন্যান্য ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তি ২ (দুই) কোটি টাকা পর্যন্ত	গ্রস প্রাপ্তির ০% (শূন্য শতাংশ)
	গ্রস প্রাপ্তি ২ (দুই) কোটি টাকার অধিক তবে ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক নহে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৫০% (শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ)
	গ্রস প্রাপ্তি ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক	গ্রস প্রাপ্তির ১% (এক শতাংশ)

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

আহসান হাবিব
ভারপ্রাপ্ত সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

পরিশিষ্ট-৬

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০২৭.০৭.০০২.২০(অংশ-২)/৬৬ তারিখ: ২২/০৭/২০২৬
খ্রি.

বিষয়: উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র আদেশ।

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র বিষয়ে ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ রহিত করে নিম্নরূপ আদেশ জারী করছে-

(১) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০(৩) অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ধারা ১১২ক এ উল্লিখিত ব্যক্তি বা ধারা ১৩০ক এ উল্লিখিত ব্যক্তি কর্তৃক উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত কর, অনুচ্ছেদ (২) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, তাদের কর নির্ধারণ (assessment) যে কর অঞ্চল/ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন সে কর অঞ্চল/ইউনিট এর অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;

(২) তবে, কোনো ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানী বা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত কর, সারণী-১ এর ৪ নং কলামে বর্ণিত কর অঞ্চল/ইউনিট এর অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;

সারণী-১

ক্রমিক নং	**খাতসমূহ**	**উৎস কর কর্তন/ আদায়ের স্থান বা এলাকা**	**যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে**
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ (ধারা ৯৬)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
২	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে	A হতে F আদ্যক্ষর বিশিষ্ট	কর অঞ্চল-১, ঢাকা

	(ধারা ১০২) [বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, লিজিং, ফাইন্যান্সিং, সমবায় বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি অথবা কোন প্রকারের আমানত এর বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পরিশোধকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক সুদ বা মুনাফা কোন ব্যক্তি হিসাবে ক্রেডিট বা পরিশোধের সময়]	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত ইত্যাদির সুদ প্রদান	
		G হতে P আদ্যক্ষর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত ইত্যাদির সুদ প্রদান	কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা
		Q হতে Z আদ্যক্ষর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত ইত্যাদির সুদ প্রদান	কর অঞ্চল-২০, ঢাকা
৩	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১০২) [ডাক (পোস্ট অফিস) সঞ্চয় ব্যাংকের সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ প্রদান]	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা (ধারা ১০৫)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
৫	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ (ধারা ১০৮)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
৬	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক পরিশোধ (ধারা ১১৬)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা

৭	রপ্তানি আয় হইতে (ধারা ১২৩)	A হতে M আদ্যক্ষর বিশিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক পণ্য রপ্তানি	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
		N হতে Z আদ্যক্ষর বিশিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক পণ্য রপ্তানি	কর অঞ্চল-২৫, ঢাকা
৮	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় (ধারা ১২৪)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা
৯	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে (ধারা ১৩৫)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
১০	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তর হইতে (ধারা ১৩৬)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
১১	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে (ধারা ১৩৭)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম

(৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৬(২) অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান বা অফিস, সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত কর সারণী-২ এর ৪ নং কলামে বর্ণিত কর অঞ্চল/ইউনিটের অনুকূলে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;

সারণী-২

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	উৎস কর কর্তন/আদায়ের স্থান বা এলাকা	যার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	চাকরি হইতে আয় (ধারা ৮৬)	সমগ্র বাংলাদেশ	বেতনভোগী কর্মী (employee) যে কর অঞ্চল/ইউনিট এর করদাতা
২	সংসদ সদস্যদের সম্মানী হইতে (ধারা ৮৭)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা
৩	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে: (ক) কোনো চুক্তি সম্পাদন (অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত); (খ) পণ্য সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই; (ধারা ৮৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৩)	ঢাকা জেলার সরকারের নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ- রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সংসদ সচিবালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, আইন,	কর অঞ্চল-২, ঢাকা

		বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর বা অফিসসমূহ।	
		ঢাকা জেলার সরকারের নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ- শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়,	কর অঞ্চল-২৩, ঢাকা

		নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন	

		অধিদপ্তর বা অফিসসমূহ।	
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে: (১) উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি (২) পেশাদার সেবা ফি (ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত পেশাগত সেবা ব্যতীত) (৩) কারিগরি সেবা ফি বা কারিগরি সহায়তা ফি (৪) ক্লিনিং; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; জনবল সরবরাহ (৫) ক্যাটারিং; ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; জনসংযোগ; ইভেন্ট পরিচালনা; প্রশিক্ষণ; কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা; কুরিয়ার সার্ভিস; প্যাকিং এবং শিফটিং; সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এজেন্সি সেবা বা একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (৬) ইন্ডেটিং কমিশন (৭) মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী বিল (৮) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বিল (৯) ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি বিল (১০) মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ বিল (১১) ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড বিল (১২) শিপিং এজেন্সি বিল ও কমিশন (১৩) স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেটর/ টার্মিনাল অপারেটর/ শিপ হ্যান্ডলিং	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৫, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল

	অপারেটর বিল ও কমিশন (১৪) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়িং সেবা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা, রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যে কোনো প্রকার শেয়ারিং ইকোনমিক প্ল্যাটফর্ম সেবার বিল (১৫) বিদ্যুৎ সঞ্চালনার নিমিত্ত হুইলিং চার্জ বাবদ বিল (১৬) ইন্টারনেট সেবা বিল (১৭) মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার কমিশন (১৮) ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিল (১৯) ১ হইতে ১৮ নং ক্রমিকে বর্ণিত নাই এইরুপ অন্য কোন সেবা যাহা আইনের অন্য কোন ধারার অধীন কর্তনযোগ্য নহে। (ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৪)		
৫	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে: (২) পেশাগত সেবা (ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত পেশাগত সেবা) (ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৪)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৫, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৬	স্বত্বাধিকারী সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে:	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম

	রয়্যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, শিল্প নকশা, উদ্ভিদের জাত, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত অন্য কোনো সম্পত্তি অথবা অভৌত বা অবস্তুগত (intangibles) বিষয় (ধারা ৯১)	অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৭	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে: সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারি রেডিও স্টেশন, ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিশোধ (ধারা ৯২)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৬, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৮	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ (ধারা ৯৩)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৬, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৯	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি (ধারা ৯৪)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১০	ট্রাভেল এজেন্ট নিকট হইতে (ধারা ৯৫)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-২২, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৫, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১১	জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ (ধারা ৯৯)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১২	বীমার কমিশনের অর্থ (ধারা ১০০)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট

১৩	সাধারণ বীমা কোম্পানির জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১০১)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১৪	নিবাসীর সুদ আয় (ধারা ১০৪)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১৫	সিকিউরিটিজের সুদ বা মুনাফা (ধারা ১০৬)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১৬	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের বাট্টার উপর (ধারা ১০৭)	সমগ্র বাংলাদেশ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট
১৭	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ (ধারা ১০৮)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
১৮	ভাড়া হইতে (ধারা ১০৯)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৫, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
১৯	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদান (ধারা ১১০)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২০	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে (ধারা ১১১)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২১	নগদ রপ্তানি প্রণোদনার উপর (ধারা ১১২)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-২৪, ঢাকা

২২	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধ (ধারা ১১৪)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-২৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৩	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমি মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় (ধারা ১১৫)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৬, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৪	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক (ধারা ১১৬)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৫	লভ্যাংশ (ধারা ১১৭)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৬	লটারি, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১১৮)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল

২৭	অনিবাসীর আয় হইতে কর্তন- (১) উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি (২) প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন বিল (৩) পেশাদার সেবা ফি (৪) কারিগরি সেবা ফি বা কারিগরি সহায়তা ফি (৫) আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন বিল (৬) সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি বিল (৭) স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া বিল (৮) আইনি সেবা (৯) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা বিল (১০) কমিশন (১১) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির (intangibles) জন্য পরিশোধিত অর্থ (১২) সুদ পরিশোধ (১৩) বিজ্ঞাপন সম্প্রচার বিল (১৪)বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং বিল (১৫) ধারা ২৫৯ এবং ধারা 260 এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন বিল (১৬)কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের বিল (১৭)পণ্য সরবরাহ বিল	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১১, ঢাকা

	(১৮) মূলধনি মুনাফা (১৯) বীমা প্রিমিয়াম ফি (২০) যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া বিল (২১) লভ্যাংশ (২২) শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ পরিশোধ (২৩) বেতন বা পারিশ্রমিক বিল (২৪) পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং বিল (২৫) কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা বিল (২৬) জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি পরিশোধ (২৭) তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোন সেবা বিল (২৮) ব্যান্ডউইদ বাবদ বিল পরিশোধ (২৯) কুরিয়ার সার্ভিস বিল (৩০) অন্য কোনো পরিশোধ (ধারা ১১৯ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৫)		
২৮	আমদানিকারকদের নিকট হইতে (ধারা ১২০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৮)	আইসিডি ও পানগাঁও ব্যতীত ঢাকা জেলার কাস্টমস হাউজ এর মাধ্যমে পণ্য আমদানি	কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
		ঢাকা জেলার আইসিডি ও পানগাঁও কাস্টমস হাউজ এর মাধ্যমে	কর অঞ্চল-২১, ঢাকা

		পণ্য আমদানি	
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
২৯	জনশক্তি রপ্তানি (ধারা ১২১)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-২২, ঢাকা
৩০	ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে (ধারা ১২২)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩১	রপ্তানি বাবদ প্রাপ্তি (ধারা ১২৩)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩২	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১২৫ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৬)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৬, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৬, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৩	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে (ধারা ১২৬ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৭)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৬, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৪	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন (ধারা ১২৭)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-২৪, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৫	সম্পত্তির ইজারা হইতে (ধারা ১২৮)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৬, চট্টগ্রাম

		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৬	সিগারেট উৎপাদনকারী (ধারা ১২৯)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৭	ইট প্রস্তুতকারক (ধারা ১৩০)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৮	ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় (ধারা ১৩১)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৩৯	নিবাসী করদাতার জাহাজ ব্যবসা (ধারা ১৩২)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪০	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রয় হইতে (ধারা ১৩৩)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৬, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪১	নিবন্ধিত ক্লাবের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ (ধারা ১৩৭ক)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৬, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪২	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযানের অগ্রিম কর	সমগ্র বাংলাদেশ	কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল

	(ধারা ১৩৮)		
৪৩	বেসামরিক আকাশযান হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ (ধারা ১৩৮ক)	সমগ্র বাংলাদেশ	কর অঞ্চল-১, ঢাকা
৪৪	নৌযান চালনা সংক্রান্ত অগ্রিম কর (ধারা ১৩৯)	ঢাকা জেলা	কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা
		চট্টগ্রাম জেলা	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
		অন্যান্য জেলা	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল
৪৫	ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মালিকগণের নিকট হইতে অগ্রিম কর ও পরিবেশ সারচার্জ (ধারা ১৫৩)	সমগ্র বাংলাদেশ	কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল

(৪) বিশেষ অধিক্ষেত্রঃ ক্রমিক (১), (২) ও (৩) এ যাহাই বলা থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কর্তিত বা সংগৃহীত সকল খাতের উৎসে কর বৃহৎ করদাতা ইউনিটের অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে;

(৫) এই আদেশের ক্রমিক (১) বা (২) বা (৩) এ অন্তর্ভূক্ত হয় নাই কিন্তু আয়কর আইন, ২০২৩ এর অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়েছে সেইরূপ ব্যক্তির নিকট হতে কর্তিত বা সংগৃহীত উৎসে কর ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে কর অঞ্চল-১, ঢাকা, চট্টগ্রাম জেলার ক্ষেত্রে কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চলের অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে।

(কাজী লতিফুর রহমান)
সদস্য (কর প্রশাসন ও
মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০২৭.০৭.০০২.২০(অংশ-২)/৬৬ তারিখ: ২২/০৭/২০২৬ খ্রি.

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়): সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা/কর আপীল ও অব্যাহতি/কর জরীপ ও পরিদর্শন/কর লিগ্যাল এন্ড এনফোর্সমেন্ট/ ইন্টারন্যাশনাল ট্যাকসেস/কর নীতি/কর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবা/কর অডিট, ইন্টেলিজেন্স ও ইনভেস্টিগেশন/বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

২। প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল।

৩। মহাপরিচালক, কর পরিদর্শন পরিদপ্তর/বিসিএস (কর) একাডেমি/সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল/গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

৪। কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-১/২/৩/৪, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী।

৫। কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট/আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট/ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট।

৬। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪/১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/২৫, ঢাকা।

৭। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬, চট্টগ্রাম।

৮। কর কমিশনার, কর অঞ্চল নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা/বগুড়া/রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/সিলেট/খুলনা/কুষ্টিয়া/যশোর/ফরিদপুর/দিনাজপুর/নরসিংদী/নোয়াখালী/কক্সবাজার/কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল, ঢাকা।

৯। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

১০। সকল প্রথম সচিব (আয়কর অনুবিভাগ/বোর্ড প্রশাসন/কর প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

১১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

১২। দ্বিতীয় সচিব (সকল-আয়কর অনুবিভাগ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

১৩। প্রেসিডেন্ট/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ...।

১৪। সকল ইনকাম ট্যাক্স বার।

(সুব্রত কুমার দে)
দ্বিতীয় সচিব (কর পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৭

উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন হার সংক্রান্ত সারণী

উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এমন উৎসের নাম, কর্তনের হার, কর্তনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত সারণীতে বর্ণনা করা হলো; তবে, কোনো ক্ষেত্রে যদি বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কলাম (৩) এ সংশ্লিষ্ট ধারা, আয়কর আইন, ২০২৩ ও উৎসে কর কর্তন বিধিমালা, ২০২৬ হতে জেনে নিতে হবে:

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	চাকরির আয়	৮৬	চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার
	সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে “চাকরি হইতে আয়”	৮৬(৩)	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও)	
২।	সংসদ সদস্যদের সম্মানী	৮৭	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার
৩।	অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল কর্তৃক উৎসে কর কর্তন	৮৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%
৪।	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ	৮৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি-৩ দ্রষ্টব্য
৫।	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ	৯০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি-৪ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৬।	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%
৭।	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয়	৯২	নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৫%
৮।	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত	৯৩	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%
৯।	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি	৯৪	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%, ১.৫%, ৫%, ৩%,
১০।	ট্রাভেল এজেন্ট	৯৫	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	০.৩%
১১।	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৬	ঋণপত্র খোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%
১২।	স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৭	ঋণদাতা, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩%, ১.৫%, ২%, ১%, ০.৫%
১৩।	জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ	৯৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%
১৪।	বিমার কমিশনের অর্থ	১০০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%
১৫।	সাধারণ বিমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি	১০১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%
১৬।	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ বা মুনাফা	১০২	সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%, ১০%
১৭।	নিবাসীর সুদ আয়	১০৪	নির্ধারিত ব্যক্তি	১০%
১৮।	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা	১০৫	মুনাফা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯।	সিকিউরিটিজের সুদ	১০৬	সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%
২০।	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়	১০৭	ছাড় বা কর্তনের জন্য কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	সর্বোচ্চ হারে
২১।	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ	১০৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	১.৫%, ৭.৫%
২২।	ভাড়া হতে কর কর্তন	১০৯	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	১০%
২৩।	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	১০%
২৪।	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ	১১১	ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৬%, ৩%
২৫।	নগদ রপ্তানি ভর্তুকি	১১২	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫%
২৬।	স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়ের বিপরীতে	১১২ক	স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি	০.৫%
২৭।	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে	১১৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৩%
২৮।	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট	১১৫	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন (ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) ব্যবসার সহিত জড়িত ব্যক্তি	১৫%

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয়			
২৯।	বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক	১১৬	ব্যাংক	৭.৫%
৩০।	লভ্যাংশ	১১৭	বাংলাদেশ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানির মুখ্য কর্মকর্তা (প্রধান নির্বাহী)	১৫%/২০%
৩১।	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয়	১১৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২৫%
৩২।	অনিবাসীদের আয়	১১৯	অর্থ প্রদানকারী	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি-৫ দ্রষ্টব্য
৩৩।	আমদানিকারকদের নিকট হইতে	১২০	কমিশনার, কাস্টমস বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা	অনধিক ২০% উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি-৮ দ্রষ্টব্য
৩৪।	জনশক্তি রপ্তানি	১২১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক	১০%
৩৫।	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট	১২২	কমিশনার, কাস্টমস	১০%
৩৬।	রপ্তানি আয়	১২৩	রপ্তানিকারক	১%
৩৭।	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয়	১২৪	ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%, ১%/১০%

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩৮।	জমির হস্তান্তর ক্ষেত্রে	১২৫	দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি-৬ দ্রষ্টব্য
৩৯।	আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারী	১২৬	ভূমি বা ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের জন্য কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি-৭ দ্রষ্টব্য
৪০।	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন	১২৭	পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%
৪১।	সম্পত্তির ইজারা	১২৮	Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	৪%
৪২।	সিগারেট উৎপাদনকারী	১২৯	ব্যান্ডরোল বিক্রির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%
৪৩।	ইট প্রস্তুতকারকের	১৩০	অনুমতি নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১ লক্ষ, ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ২ লক্ষ, ৩ লক্ষ
৪৪।	খুচরা বিক্রেতার নিকট অগ্রিম কর সংগ্রহ	১৩০ক	উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী বা পরিবেশক বা আড়তদার	০.২%
৪৫।	ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন	১৩১	নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫০০, ১ হাজার, ২ হাজার, ৩ হাজার

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৬।	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা	১৩২	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কমিশনার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ	৩%, ৫%
৪৭।	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি	১৩৩	পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর অথবা কোনো অধিকার চর্চার অনুমতি জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%, ১%
৪৮।	শেয়ার হস্তান্তর	১৩৪	কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%
৪৯।	স্পন্সর, ডিরেক্টর ও প্লেসমেন্ট শেয়ার সিকিউরিটিজ হস্তান্তর	১৩৫	শেয়ারহোল্ডার বা কোনো পরিচালক বা কোনো হোল্ডিং কোম্পানি স্পন্সর বা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড এর ইউনিট হস্তান্তরের অনুমতি মোতাবেক বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সর বা ধারক	১৫%
৫০।	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর	১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১৫%
৫১।	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের	১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০.০৩%
৫২।	নিবন্ধিত ক্লাবের সদস্যদের নিকট হতে কর সংগ্রহ	১৩৭ক	ক্লাব কর্তৃপক্ষ	১০%

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
কর নীতি উইং
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
www.nbr.gov.bd

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৩০.০১১.০০৩.১২-৮৯ তারিখ: ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩বঙ্গাব্দ / ০৭ জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

স্পষ্টীকরণ

বিষয়: সম্পত্তির দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দানকর পরিশোধের প্রযোজ্যতা সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ।

সম্প্রতি সম্পত্তি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দানকর পরিশোধ বিষয়ে আয়কর আইনে বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সকলের অবগতির জন্য নিম্নোক্তভাবে স্পষ্টীকরণ করা হলো:

"আয়কর আইন, ২০২৩-এর **ধারা ১২৫** এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৬ অনুযায়ী, সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান রয়েছে। অত্র অর্থবছরে অর্থাৎ, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে উক্ত ১২৫ ধারায় দানকর বিষয়ক নিম্নোক্ত **উপধারা (২ক) সংযুক্ত করা হয়েছে, যথা:-**

'(২ক) সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দানকর আইন, ১৯৯০ এর প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে প্রযোজ্য হারে দানকর এ-চালানের মাধ্যমে সংগ্রহ করিবেন।'

এই উপ-ধারাটি শুধু হেবা বা দানের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য নয়। হেবা বা দানের ক্ষেত্রে হেবাকারী বা দানকারীর জন্য দানকর প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই দানকরের হার, পরিমাণ ও অব্যাহতি নির্ধারিত হয় দানকর আইন, ১৯৯০ এর আলোকে।

সুতরাং, অত্র ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে হেবা বা দানের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দান বা হেবা দাতার নিকট থেকে উক্ত দানকর আইন, ১৯৯০ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে দানকর এ-চালানের মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে, উৎসে কর সংগ্রহের প্রযোজ্যতা নেই।

ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দানকর প্রযোজ্য নয়, এক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী প্রযোজ্য হারে শুধু উৎসে কর সংগ্রহ নিশ্চিত করবেন।"

সংযুক্তঃ দানকর আইন, ১৯৯০।

স্বাক্ষরিত/- ০৭/০৭/২০২৬ খ্রিঃ

(মোঃ একরামুল হক)

দ্বিতীয় সচিব (কর আইন-১)

কর নীতি উইং

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

<u>বিতরণঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১। সদস্য (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল/কর পরিদর্শন পরিদপ্তর/বিসিএস কর একাডেমী, ঢাকা।

৩। কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-১/২/৩/৪, ঢাকা।

৪। কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী।

৫। কর কমিশনার, আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট/ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ঢাকা।

৬। মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৭। কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ)/কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪ /১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/২৫, ঢাকা (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

৮। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬, চট্টগ্রাম (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

৯। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা/বগুড়া/রাজশাহী/রংপুর/ বরিশাল/সিলেট/খুলনা/কুষ্টিয়া/যশোর/নরসিংদী/কক্সবাজার/ফরিদপুর/দিনাজপুর/নোয়াখালী/কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল, ঢাকা (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১০। মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।

১১। প্রেসিডেন্ট, দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB), সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা ১২১৫।

১২। প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICMAB), ICMA Bhaban, 3 Nilkhet, ঢাকা।

১৩। প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ট্যাক্সেস বার অ্যাসোসিয়েশন, রাজস্ব ভবন, নিচতলা, ২য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১৪। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্যাক্স ল-ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (BTLA), রাজস্ব ভবন, নিচ তলা, ২য় পর্যায়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

১৫। সিস্টেম ম্যানজোর, জাতীয় রাজস্ব র্বোড, ঢাকা (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

১৬। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (স্পষ্টীকরণটি বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)।

১৭। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৮। অফিস কপি/ গার্ড কপি।

পরিশিষ্ট-০৯

করদাতা কর্তৃক পরিপালনীয় বা কার্যক্রম গ্রহণ, করবিভাগ কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট বছর

ক্রমিক	আয়কর পরিপত্র ২০২৬-২০২৭ এর ক্রমিক	আয়কর আইনের ধারা/অধ্যায়/ তফসিল	করদাতা কর্তৃক ধারার পরিপালন/ কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	করবিভাগ কর্তৃক ধারার পরিপালন নিশ্চিতকল্পে কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ	যে করবছর হইতে কর নির্ধারণের জন্য ধারাটি নিমিত্ত বিবেচিত হইবে
১	২ (২.১-২.২৩)	২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২	৩	৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৩	৪	৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৪	৫	১৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৫	৬	১৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬	৭	২২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭	৮	২৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮	৯	২৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭

৯	১০	৩০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০	১১	৩২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১	১২	৩৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২	১৩	৩৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১৩	১৪	৩৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১৪	১৫	৩৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১৫	১৬	৪০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১৬	১৭	৪১	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১৭	১৮	৪৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১৮	১৯	৪৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭ তবে ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৬ক) ২০৩১-২০৩২ হতে
১৯	২০	৫২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২০	২১	৫৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২১	২২	৫৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২২	২৩	৫৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২৩	২৪	৫৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২৪	২৫	৬১	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২৫	২৬	৬৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২৬	২৭	৬৭ এর উপ-ধারা (২)	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
		৬৭ এর উপ-ধারা (৬)	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
		৬৭ এর উপ-ধারা (৮)	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮

		৬৭ এর উপ-ধারা (১২)	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
		৬৭ এর উপ-ধারা ১৩)	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০৩৩-২০৩৪
		৬৭ এর উপ-ধারা (১৫)	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২৭	২৮	৭০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২৮	২৯	৭২ক	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
২৯	৩০	৭৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৩০	৩১	৭৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৩১	৩২	৭৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৩২	৩৩	৭৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৩৩	৩৪	৮৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৩৪	৩৫	৯৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৩৫	৩৬	৯৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৩৬	৩৭	১০৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৩৭	৩৮	১১১	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৩৮	৩৯	১১২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৩৯	৪০	১১২ক	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪০	৪১	১১৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪১	৪২	১১৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪২	৪৩	১১৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪৩	৪৪	১১৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪৪	৪৫	১২৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪৫	৪৬	১২৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮

৪৬	৪৭	১৩০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪৭	৪৮	১৩০ক	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪৮	৪৯	১৩১	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৪৯	৫০	১৩৭ক	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৫০	৫১	১৩৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৫১	৫২	১৩৮ক	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৫২	৫৩	১৪০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৫৩	৫৪	১৪৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৫৪	৫৫	১৫৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৫৫	৫৬	১৫৩ক	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৫৬	৫৭	১৫৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৫৭	৫৮	১৫৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
৫৮	৫৯	১৬২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৫৯	৬০	অংশ-৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬০	৬১	১৬৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬১	৬২	১৬৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬২	৬৩	১৬৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬৩	৬৪	১৬৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬৪	৬৫	১৬৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬৫	৬৬	১৬৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬৬	৬৭	১৭০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬৭	৬৮	১৭০ক	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬৮	৬৯	১৭১	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৬৯	৭০	১৭২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭০	৭১	১৭৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭

৭১	৭২	১৭৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭২	৭৩	১৭৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭৩	৭৪	১৭৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭৪	৭৫	১৭৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭৫	৭৬	১৮০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭৬	৭৭	১৮৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭৭	৭৮	১৮৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭৮	৭৯	১৮৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৭৯	৮০	১৮৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮০	৮১	১৮৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮১	৮২	১৯০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮২	৮৩	১৯১	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮৩	৮৪	১৯৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮৪	৮৫	১৯৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮৫	৮৬	১৯৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮৬	৮৭	২০০ক	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৮৭	৮৮	২০৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	সকল করবছর সংশ্লিষ্ট
৮৮	৮৯	২০৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	সকল করবছর সংশ্লিষ্ট
৮৯	৯০	২০৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	সকল করবছর সংশ্লিষ্ট
৯০	৯১	২০৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	সকল করবছর সংশ্লিষ্ট
৯১	৯২	২০৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	সকল করবছর সংশ্লিষ্ট
৯২	৯৩	২১০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	সকল করবছর

					সংশ্লিষ্ট
৯৩	৯৪	২১২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৯৪	৯৫	অংশ-১৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৯৫	৯৬	২১৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৯৬	৯৭	২১৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৯৭	৯৮	২২০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৯৮	৯৯	২২৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
৯৯	১০০	২৩৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৭-২০২৮
১০০	১০১	২৫০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০১	১০২	২৫২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০২	১০৩	২৫৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০৩	১০৪	২৫৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০৪	১০৫	২৫৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০৫	১০৬	২৬০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০৬	১০৭	২৬৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০৭	১০৮	২৬৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০৮	১০৯	২৬৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১০৯	১১০	২৮৬	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১০	১১১	২৮৯	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১১	১১২	২৯০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১২	১১৩	২৯১	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১৩	১১৪	২৯২	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১৪	১১৫	২৯৩	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১৫	১১৬	২৯৭	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১৬	১১৭	২৯৮	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১৭	১১৮	৩০৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭

১১৮	১১৯	৩০৫	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১১৯	১২০	৩২৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২০	১২১	৩৩০	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২১	১২২	৩৩৪	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২২	১২৩	দ্বিতীয় তফসিল	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২৩	১২৪	তৃতীয় তফসিল	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২৪	১২৫	চতুর্থ তফসিল	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২৫	১২৬	পঞ্চম তফসিল	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২৬	১২৭	৬ষ্ঠ তফসিল	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২৭	১২৮	সপ্তম তফসিল	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭
১২৮	১২৯	অষ্টম তফসিল	১ জুলাই, ২০২৬	১ জুলাই, ২০২৬	২০২৬-২০২৭

আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৭৩ অনুযায়ী
আয় পরিগণনাপত্রের প্রত্যয়নপত্র

আমি/ আমরা, ..., সদস্য/ রেজিস্ট্রেশন নং ....,করদাতার নাম.., টিআইএন....................., আয়বর্ষ সমাপ্তির তারিখ ...., আয়বর্ষ সংশ্লিষ্ট অর্থবছর ...., অর্থবছর সংশ্লিষ্ট করবর্ষ ....এর ব্যবসা বা পেশা হতে আয়...................টাকা., এবং মোট আয় ....টাকা আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী পরিগণনা করা হলো। আয় পরিগণনাপত্র (Income Computation Sheet, ICS) এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

আমি/ আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুযায়ী সকল অনুমোদনযোগ্য ও অননুমোদনযোগ্য আয়-খরচ সমন্বয় পূর্বক মোট আয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমাদের পরীক্ষিত তথ্য, দলিলপত্র ও আইনের ভিত্তিতে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আয় পরিগননাপত্রে করদাতা এর ব্যবসা বা পেশা হতে আয় সহ মোট আয় আইনানুগভাবে নিরূপিত হয়েছে।

সংযুক্তি: আয় পরিগণনাপত্র	নিবন্ধিত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট / কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট/ আয়কর আইনজীবী এর নাম.................................... সদস্য/ রেজিস্ট্রেশন নং..................... স্বাক্ষর.................................

আয়কর আইন অনুযায়ী ব্যবসা বা পেশা হতে আয় পরিগননা পত্র	
প্রতিষ্ঠানের নাম-	
আয় পরিগননা:	
ব্যবসা বা পেশার সমন্বিত আয় বিবরণী অনুযায়ী করপূর্ব নিট মুনাফা	×
বাদ: পরবর্তিতে পৃথকভাবে বিবেচনার জন্য আয় -	
আর্থিক পরিসম্পদ থেকে আয় (যদি থাকে)	(×)
অন্যান্য আয় (যদি থাকে, তা লিপিবদ্ধ করুন, প্রয়োজনে নতুন সারি ব্যবহার করুন)	(×)
	×
যোগ: আইন-বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত এরুপ খরচসমুহ যা পরিবর্তিতে বিবেচনাযোগ্য-	
সম্পদের অবচয়	×
অস্পর্শনীয় সম্পদের অবলোপন	×
প্রচারণামূলক খরচ	×
বিদেশ ভ্রমণ খরচ	×
আপ্যায়ন খরচ	×
ফ্রি স্যাম্পেল বিতরন খরচ	×
অন্যান্য খরচ (যদি থাকে, তা লিপিবদ্ধ করুন, প্রয়োজনে নতুন সারি ব্যবহার করুন)	×
যোগ: অননুমোদিত খরচ-	
অতিরিক্ত সুবিধা/পারকুইজিট	×
ব্যাংকিং চ্যানেল বর্হিভূত কর্মচারীর বেতন বাবদ খরচ	×
ব্যাংকিং চ্যানেল বর্হিভূত ভাড়া পরিশোধ	×
মূলধনি প্রকৃতির ব্যয় অথবা ব্যবসা/ পেশা সংশ্লিষ্ট হয় এরূপ খরচ	×
অন্যান্য খরচ (যদি থাকে, তা লিপিবদ্ধ করুন, প্রয়োজনে নতুন সারি ব্যবহার করুন)	×
	×
বাদ: আইন অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ-	
৩য় তফসিল অনুযায়ী মূলধনি সম্পদের কর অবচয়	(×)
৩য় তফসিল অনুযায়ী অস্পর্শনীয় সম্পদের অবলোপন	(×)
প্রচারণামূলক খরচ	(×)
বিদেশ ভ্রমণ খরচ	(×)
ফ্রি স্যাম্পেল বিতরন খরচ	(×)
অন্যান্য অনুমোদিত খরচ (যদি থাকে, তা লিপিবদ্ধ করুন, প্রয়োজনে নতুন সারি ব্যবহার করুন)	(×)
অনুমোদিত সীমার আপ্যায়ন খরচ, রয়্যালটি ইত্যাদি খরচ পূর্ব, ব্যবসা বা পেশা হতে আয়	×
বাদ: আইন অনুযায়ী অনুমোদিত আপ্যায়ন, রয়্যালটি ইত্যাদি খরচ	(×)
আয়কর আইন অনুযায়ী নিরুপিত ও আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যবসা বা পেশা হতে আয়	×

পরিশিষ্ট-১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
[কর নীতি উইং]
www.nbr.gov.bd

নম্বর-০৮.০১.০০০০.০৩০.০১১.০০৩.১২/১১৩ তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

আদেশ নং-০৩/২০২৬

বিষয়: আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭২ এর প্রয়োগ সংক্রান্ত আদেশ।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৪২ এর ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নিম্নরূপ আদেশ জারি করিলঃ

"আয়কর আইনের অংশ ১৯ এ উল্লিখিত সকল ধরনের জরিমানা আরোপের জন্য সংশ্লিষ্ট করদাতা বা ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ বা শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়ায় কোনো করদাতা বা ব্যক্তির আয়, সম্পদ, দায় বা ব্যয় গোপন অথবা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটিত হইলে, ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের জন্য সংশ্লিষ্ট করদাতা বা ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ বা শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান বাধ্যতামূলক।

সুতরাং, উপকর কমিশনার এক্ষেত্রে প্রথমত: ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে কিনা সেই বিষয়ে রায় বা করাদেশ প্রদান করিবেন এবং জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা থাকিলে একই করাদেশে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপ করিবেন। কিন্তু জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা না থাকিলে, তিনি জরিমানা আরোপ করিবেন না।

১। চাকরি হইতে আয়ঃ যে ক্ষেত্রে কোনো করদাতা বা ব্যক্তির চাকরি হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু, করদাতা বা ব্যক্তি চাকরি হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করেন নাই বরং করযোগ্য আয়ের খাতকে করমুক্ত হিসাবে প্রদর্শন অথবা আয়কর আইনের চাকরি হইতে আয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিধান পরিপালন না করিবার ফলে অথবা আইন

অনুযায়ী কোনো করমুক্ত আয়, করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হইবার ক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা নাই।

২। ভাড়া হইতে আয়ঃ যে ক্ষেত্রে কোনো করদাতা বা ব্যক্তির ভাড়া হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু, করদাতা বা ব্যক্তি ভাড়া হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করেন নাই বরং করযোগ্য আয়ের খাতকে করমুক্ত হিসাবে প্রদর্শন অথবা আয়কর আইনের ভাড়া হইতে আয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিধান পরিপালন না করিবার ফলে অথবা আইন অনুযায়ী কোনো করমুক্ত আয়, করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হইবার ক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা নাই।

উল্লেখ্য, ভাড়া হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটনের গ্রহণযোগ্য দালিলিক প্রমাণক (evidence) ব্যতিরেকে শুধু ভাড়া হইতে আয় প্রাক্কলন বা যৌক্তিক ভাড়ামূল্য প্রাক্কলন ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৩। কৃষি হইতে আয়ঃ যে ক্ষেত্রে কোনো করদাতা বা ব্যক্তির কৃষি হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু, করদাতা বা ব্যক্তি কৃষি হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করেন নাই বরং করযোগ্য আয়ের খাতকে করমুক্ত হিসাবে প্রদর্শন অথবা আয়কর আইনের কৃষি হইতে আয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিধান পরিপালন না করিবার ফলে অথবা আইন অনুযায়ী কোনো করমুক্ত আয়, করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হইবার ক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা নাই।

উল্লেখ্য, কৃষি হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটনের গ্রহণযোগ্য দালিলিক প্রমাণক (evidence) ব্যতিরেকে শুধু কৃষি হইতে আয় প্রাক্কলন ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৪। ব্যবসা বা পেশা হইতে আযঃ যে ক্ষেত্রে কোনো করদাতা বা ব্যক্তির ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু, করদাতা বা ব্যক্তি ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করেন নাই বরং করযোগ্য আয়ের খাতকে করমুক্ত হিসাবে প্রদর্শন অথবা আয়কর আইনের ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিধান পরিপালন

না করিবার ফলে অথবা আইন অনুযায়ী কোনো করমুক্ত আয়, করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হইবার ক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা নাই।

উল্লেখ্য, ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটনের গ্রহণযোগ্য দালিলিক প্রমাণক (evidence) ব্যতিরেকে শুধু ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় প্রাক্কলন ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৫। মূলধনী আয়ঃ যে ক্ষেত্রে কোনো করদাতা বা ব্যক্তির মূলধনী আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু, করদাতা বা ব্যক্তি মূলধনী আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করেন নাই বরং করযোগ্য আয়ের খাতকে করমুক্ত হিসাবে প্রদর্শন অথবা আয়কর আইনের মূলধনী আয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিধান পরিপালন না করিবার ফলে অথবা আইন অনুযায়ী কোনো করমুক্ত আয়, করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হইবার ক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা নাই।

উল্লেখ্য, মূলধনী আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটনের গ্রহণযোগ্য দালিলিক প্রমাণক (evidence) ব্যতিরেকে শুধু মূলধনী আয় প্রাক্কলন ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৬। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ঃ যে ক্ষেত্রে কোনো করদাতা বা ব্যক্তির আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু, করদাতা বা ব্যক্তি আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করেন নাই বরং করযোগ্য আয়ের খাতকে করমুক্ত হিসাবে প্রদর্শন অথবা আয়কর আইনের আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিধান পরিপালন না করিবার ফলে অথবা আইন অনুযায়ী কোনো করমুক্ত আয়, করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হইবার ক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা নাই।

উল্লেখ্য, আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটনের গ্রহণযোগ্য দালিলিক প্রমাণক (evidence) ব্যতিরেকে শুধু আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় প্রাক্কলন ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৭। অন্যান্য উৎস হইতে আয়ঃ যে ক্ষেত্রে কোনো করদাতা বা ব্যক্তির ধারা ৬৬ এ উল্লিখিত অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু, করদাতা বা ব্যক্তি অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করেন নাই বরং করযোগ্য আয়ের খাতকে করমুক্ত হিসাবে প্রদর্শন অথবা আয়কর আইনের অন্যান্য উৎস হইতে আয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিধান পরিপালন না করিবার ফলে অথবা আইন অনুযায়ী কোনো করমুক্ত আয়, করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হইবার ক্ষেত্রে ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা নাই।

উল্লেখ থাকে যে, অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের কোনো খাত গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের ফলে কর ফাঁকি সংঘটনের গ্রহণযোগ্য দালিলিক প্রমাণক (evidence) ব্যতিরেকে শুধু 'অন্যান্য উৎস হইতে আয়' প্রাক্কলন ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

আরও উল্লেখ থাকে যে, উপকর কমিশনার কর্তৃক আয়কর আইনের ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৩) ব্যতীত অন্যান্য উপ-ধারা প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনো করদাতা বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'অন্যান্য উৎস হইতে আয়' উদ্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত 'অন্যান্য উৎস হইতে আয়' এর উপর ধারা ২৭২ এ জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা নাই। তবে ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৩) এর প্রয়োগের পরিপ্রক্ষিতে 'অন্যান্য উৎস হইতে আয়' এর উদ্ভব হইলে, উক্ত অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের উপর ধারা ২৭২ অনুযায়ী জরিমানা আরোপের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে। তবে, এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য দালিলিক প্রমাণক (evidence) ব্যতিরেকে শুধু 'অন্যান্য উৎস হইতে আয়' প্রাক্কলন ২৭২ ধারায় জরিমানা আরোপের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না।"

স্বাক্ষরিত/-০২/০৯/২০২৬ খ্রিঃ
(আহসান হাবিব)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিতরণঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব/ সচিব, ...(দ্রুততম সময়ের মধ্যে অধীনস্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ) ।
২। সদস্য (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল/কর পরিদর্শন পরিদপ্তর/বিসিএস কর একাডেমী, ঢাকা।
৪। কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-১/২/৩/৪, ঢাকা।

৫। কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী।

৬। কর কমিশনার, আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট/ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ঢাকা।

৭। মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৮। কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ)/কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪ /১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/২৫, ঢাকা (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

৯। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬, চট্টগ্রাম (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১০। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ/ গাজীপুর/ ময়মনসিংহ /কুমিল্লা/ বগুড়া/রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/সিলেট/খুলনা/কুষ্টিয়া/যশোর/নরসিংদী/কক্সবাজার/ফরিদপুর /দিনাজপুর/নোয়াখালী/কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল, ঢাকা (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক,..................................... (দ্রুততম সময়ের মধ্যে অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১২। মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।

১৩। প্রেসিডেন্ট, দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB), সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা ১২১৫।

১৪। প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICMAB), ICMA Bhaban, 3 Nilkhet, ঢাকা।

১৫। প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ট্যাক্সেস বার অ্যাসোসিয়েশন, রাজস্ব ভবন, নিচতলা, ২য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১৬। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্যাক্স ল-ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (BTLA), রাজস্ব ভবন, নিচ তলা, ২য় পর্যায়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

১৭। সিস্টেম ম্যানজোর, জাতীয় রাজস্ব বোঁড, ঢাকা (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

১৮। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (আদেশটি বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)।

১৯। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২০। অফিস কপি/ গার্ড কপি।

স্বাক্ষরিত/-০২/০৯/২০২৬ খ্রিঃ

(মোঃ একরামুল হক)
দ্বিতীয় সচিব (কর আইন-১)
কর নীতি উইং
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

পরিশিষ্ট-১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
[কর নীতি উইং]
www.nbr.gov.bd

নম্বর-০৮.০১.০০০০.০৩০.০১১.০০৩.১২/১১৪ তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

আদেশ নং-০২/২০২৬

বিষয়: উৎসে কর কর্তনকারী "নির্দিষ্ট ব্যক্তি" হিসেবে নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত আদেশ।

"আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৪২ এর ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অফিস, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ইন্সটিটিউট কর্তৃক উৎসে কর কর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে, পৃথক আদেশ জারির মাধ্যমে উহাদেরকে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৩) এ উল্লিখিত "নির্দিষ্ট ব্যক্তি" হিসেবে চিহ্নিতপূর্বক উৎসে কর কর্তন ও সরকারি কোষাগারে জমাদানের আইনি দায়িত্ব প্রদান করিল।"

স্বাক্ষরিত/-০২/০৯/২০২৬ খ্রিঃ
(আহসান হাবিব)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিতরণঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব/ সচিব, ...(দ্রুততম সময়ের মধ্যে অধীনস্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ) ।
২। সদস্য (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল/কর পরিদর্শন পরিদপ্তর/বিসিএস কর একাডেমী, ঢাকা।
৪। কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-১/২/৩/৪, ঢাকা।
৫। কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী।

৬। কর কমিশনার, আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট/ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ঢাকা।

৭। মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৮। কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ)/কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪ /১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/২৫, ঢাকা (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

৯। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬, চট্টগ্রাম (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১০। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ/ গাজীপুর/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/বগুড়া/ রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/সিলেট/খুলনা/কুষ্টিয়া/যশোর/নরসিংদী/কক্সবাজার/ফরিদপুর/দিনাজপুর/নোয়াখালী/কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল, ঢাকা (দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর সার্কেলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ... (দ্রুততম সময়ের মধ্যে অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১২। মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।

১৩। প্রেসিডেন্ট, দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB), সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা ১২১৫।

১৪। প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICMAB), ICMA Bhaban, 3 Nilkhet, ঢাকা।

১৫। প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ট্যাক্সেস বার অ্যাসোসিয়েশন, রাজস্ব ভবন, নিচতলা, ২য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১৬। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্যাক্স ল-ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (BTLA), রাজস্ব ভবন, নিচ তলা, ২য় পর্যায়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

১৭। সিস্টেম ম্যানজোর, জাতীয় রাজস্ব বোঁড, ঢাকা (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

১৮। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (আদেশটি বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)।

১৯। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২০। অফিস কপি/ গার্ড কপি।

স্বাক্ষরিত/-০২/০৯/২০২৬ খ্রিঃ
(মোঃ একরামুল হক)
দ্বিতীয় সচিব (কর আইন-১)
কর নীতি উইং
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।